ভয় কাটিয়ে ভোট দিন

✲ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৪৯ বর্ষ, ৩৫৭ সংখ্যা

বুধবার, ২৫ ফাল্গুন ১৩৭৭ (১৯ ফাল্গুন ১৮৯২ শক) Wednesday, March 10, 1971

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

বোরোলীন
বোরোলীন বিদীর্ণ ও শুষ্ক ত্বকের নিশ্চিত প্রতিষেধক
বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

আজ নির্বাচন : আপনার আমার জীবনের সন্ধিক্ষণ

স্টাফ রিপোরটার

আজ বুধবার পশ্চিমবঙ্গে ভোট। প্রায় পঁচিশ মাসের মাথায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আবার ভোট। আটচল্লিশ মাস পরে পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা কেন্দ্রগুলির জন্যও পুনরায় ভোট। আজ পশ্চিমবঙ্গবাসী তাঁর সরকারী ভাগ্য নির্ধারণ করতে চলেছেন। আজ পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতারা দিল্লির কর্তৃত্ব সম্পর্কেও তাঁদের রায় দেবেন। আজ তাঁদের রাজনৈতিক জীবনে এক চরম সন্ধিক্ষণ।

সেই যে পঁচিশ মাস আগে পশ্চিমবঙ্গবাসী তাঁর ভাগ্য নির্ধারণ করেছিল সে পরিস্থিতি আর আজ নেই। একেবারে ভিন্ন পটভূমি। একেবারে আলাদা রাজনীতি। সেবার ছিল যুক্তফ্রনট বনাম কংগ্রেস। এবার সে যুক্তফ্রনটও নেই, সে কংগ্রেসও নেই। এবার নানা দলে লড়াই। নানা মতে লড়াই। নানা পথে লড়াই। ইতিমধ্যে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে বহু ওলট পালট হয়ে গিয়েছে।

আটচল্লিশ মাস আগে পশ্চিমবঙ্গে যে লোকসভার নির্বাচন হয়েছিল সে নির্বাচনও এবার হচ্ছে না। তখন ছিল কংগ্রেস বনাম ইউ এল এফ বনাম পি ইউ এল এফ। এবার সে কংগ্রেসও নেই। সেই ইউ এল এফ এবং পি ইউ এল এফও নেই। এবার লোকসভার জন্যও অনেক অনেক দল।

সে পশ্চিমবঙ্গও নেই। সে রাজনীতিও নেই। সেই রাজনৈতিক আবহাওয়াও নেই। পঁচিশ মাস আগে যা ছিল তাও নেই। আটচল্লিশ মাস আগে যা ছিল তাতো নেই-ই। ইতিমধ্যে বহু মানুষ প্রাণ দিয়াছেন, ইতিমধ্যে বহু পরিবার নিঃস্ব হয়েছে, ইতিমধ্যে বহু মা শোকে বোবা হয়ে গিয়েছেন, ইতিমধ্যে বহু জোড়া শাঁখা ভেঙেগ জলে ফেলে দিতে হয়েছে। ইতিমধ্যে বহু তরুণের চিতা জ্বলেছে।

সে পশ্চিমবঙ্গও নেই। সে রাজনীতিও নেই। সেই রাজনৈতিক আবহাওয়াও নেই।

এবার তই বৃহত্তর কলকাতায় ভোট ফর শ্লোগানের চেয়ে বোমার আওয়াজ বেশী। এবার তাই ভোটের জন্য পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের চেয়ে সি আর পি ও সৈন্য বেশী। এবার তাই প্রার্থীরা প্রাণ দিয়েছেন, কর্মীরা নিহত হয়েছেন এবং সরকার নির্বাচনের উদ্যোগ আয়োজন করতে চরম ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন। এবার এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন হচ্ছে।

এবার তিনটি কেন্দ্রে প্রার্থীরা নিহত হয়েছেন বলে নির্বাচন বন্ধ থাকছে—যে জিনিষ এ রাজ্যে আর কোনও দিন হয়নি।

সে পশ্চিমবঙ্গও নেই। সে রাজনীতিও নেই। সে রাজনৈতিক আবহাওয়াও নেই। কিন্তু সেই দলগুলি আছেন। মোটামুটি সেই প্রার্থীরাও অনেকেই আছেন। আর আছেন সেই ভোটদাতারাই। কিছু পরলোকে। কিছু আবার নতুনও এসেছেন। কিন্তু সব মিলিয়ে মোটামুটি সেই ভোটদাতারাই আছেন।

তাই, আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সেই ভোটদাতারা কী করবেন? এই পরিবর্তিত আবহাওয়ায় তাঁরা কী ভোট দেবেন? তাঁরা কাকে বেছে নেবেন? কার হাতে আগামী পাঁচ বছরের জন্য রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন? দিল্লিতেই বা কাকে সরকার গঠনে সাহায্য করবেন?

রায় দেওয়ার চূড়ান্ত মুহূর্ত আজ। আজ বুধবার ১০ মারচ সকাল ৭-৩০ থেকে বিকাল ৪-৩০ পর্যন্ত সেই রায় দেওয়ার সুযোগ। এ সুযোগ যিনি হারাবেন আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি আর তা পাবেন কিনা সন্দেহ। একটা ভোটেও যখন হারজিত হতে পারে তখন প্রত্যেকটি ভোট—এমন কি আপনার ভোটটাও চূড়ান্ত জয় পরাজয় নির্ধারণ করতে পারে। আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নিজ হাতে নিজ ভাগ্য নির্ধারণের একটা বিরাট সুযোগ পেয়েছেন। কতজন এই সুযোগ গ্রহণ করলেন সেটা সঠিকভাবে জানা যাবে কাল—যখন ভোট গণনা এবং ফল প্রকাশ শুরু হবে।

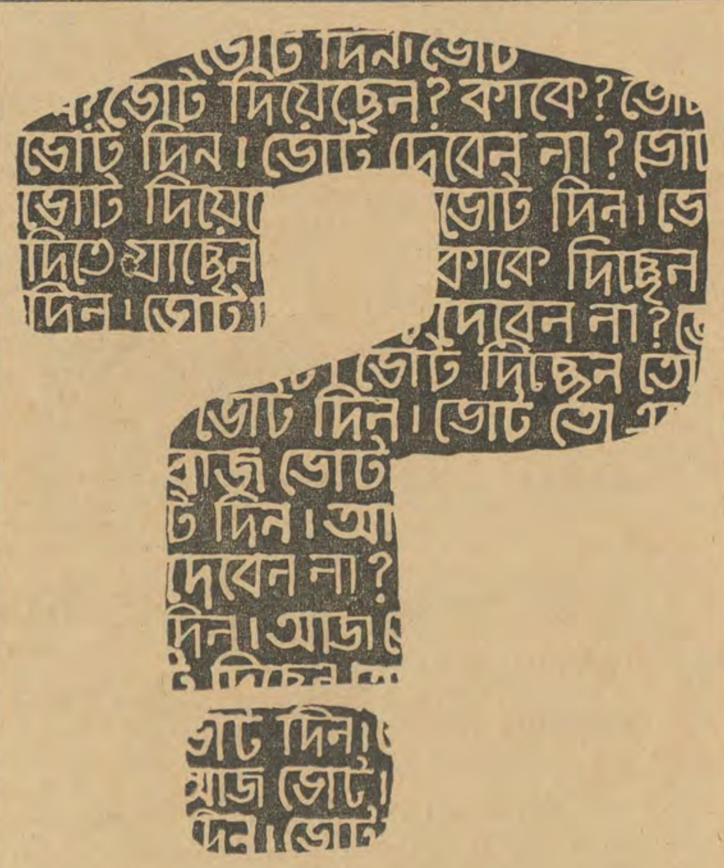

আজ ভোট। ভয়, উদ্বেগ, আশংকা—সবকিছু পার হয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পশ্চিমবঙ্গের ২৭৭টি বিধানসভা ও ৪০টি লোকসভা কেন্দ্রে আজ অন্তর্বর্তী নির্বাচন। নানা অশান্তির মাঝখানে আজই নির্ধারিত হবে কার হাতে পড়বে এই রাজ্যের ভার। বহু প্রশ্নের মীমাংসা হবে আজ, ব্যালট বাক্সে।

মনে রাখবের একটি ভোটেই হারজিৎ হয়ে যায়, একটি ভোটেই ওলটপালট হয়ে যায়। ভোট দিতে না যাওয়া অপরাধ।

হাঙ্গামা বাধালেই গুলি

ভোট শুরু সকালে সাড়ে সাতটা। চলবে একটানা। ভোট শেষ বিকাল সাড়ে চারটা।

বরানগরে দুই প্রধান

স্টাফ রিপোরটার

আজ বুধবার রাজ্যের অন্যান্য বিধানসভার কেন্দ্রের মত বরানগরেও ভোট নেওয়া হচ্ছে। মোট ভোট এক লক্ষ সাড়ে আট হাজারের কিছু বেশী। ভোট নেওয়া হচ্ছে একশ' বাইশটি বুথে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রাজ্য-রাজনীতির অন্যতম দুই প্রধান—অজয়কুমার মুখারজি ও জ্যোতি বসু। প্রাক্তন যুক্তফ্রনট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী। নানা বিরোধ, নানা বিতর্কের পর যুক্তফ্রনট ভেঙে যায়। এক বছর আগেও রাইটারস বিলডিংয়ে পাশাপাশি ঘরে বসা দুই সহকর্মী এখন পরস্পরের ঘোর বিরোধী। অজয়বাবু বাংলা কংগ্রেস এবং জ্যোতিবাবু সি পি এম প্রার্থী। অবশ্য আগেও তাঁদের দল আলাদা ছিল, কিন্তু চোদ্দ দলের যুক্তফ্রনটের মধ্যে ছিল। এবার দুজন দুই-মুখী, দুই-নীতি। দুজনই নিজেদের সংকল্পে দৃঢ়।

নির্বাচনের বেশ কিছুদিন আগে থেকে বরানগরে গোলমাল চলছে। নানা হাঙ্গামায় নিহত হয়েছেন কয়েকজন। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এলাকা দখলের লড়াই চলেছে সমানে। সব দল সব এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে যেতে পারেনি। সোমবারও দু'জন খুন হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত্রি এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত বরানগরে কারফু জারি করা হয়। অর্থাৎ, ভোট আরম্ভ হওয়ার আড়াই ঘণ্টা আগে পর্যন্ত

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অনিশ্চয়তা দূর, বর্ধমানের ৩টি কেন্দ্রে ভোট হবে

স্টাফ রিপোরটার

বর্ধমানের ভাতার, মেমারি ও গলসিকেন্দ্রের নির্বাচন আজ, বুধবার হবে কিনা সে সম্পর্কে প্রথমে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশের অভাবই এর অন্যতম কারণ। মঙ্গলবার রাত্রি ন'টায় বর্ধমানের রিটারনিং অফিসার জেলা-শাসক শ্রীসুজিৎ ব্যানারজি টেলিফোনে জানান, রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ ওড়িশা থেকে বিমানে পানাগড়ে কিছু-সংখ্যক পুলিশ এসে পড়ায় পুলিশের

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

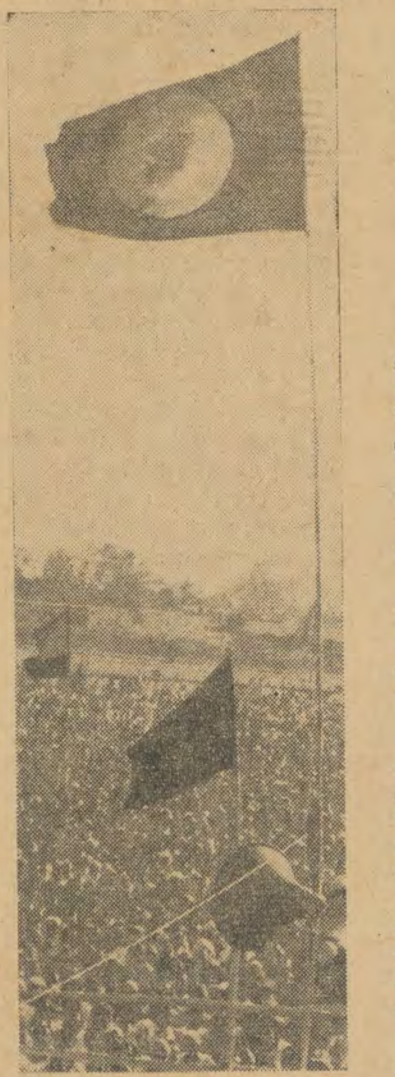

নতুন নিশান : 'বাংলা-দেশে'-র জাতীয় পতাকা।

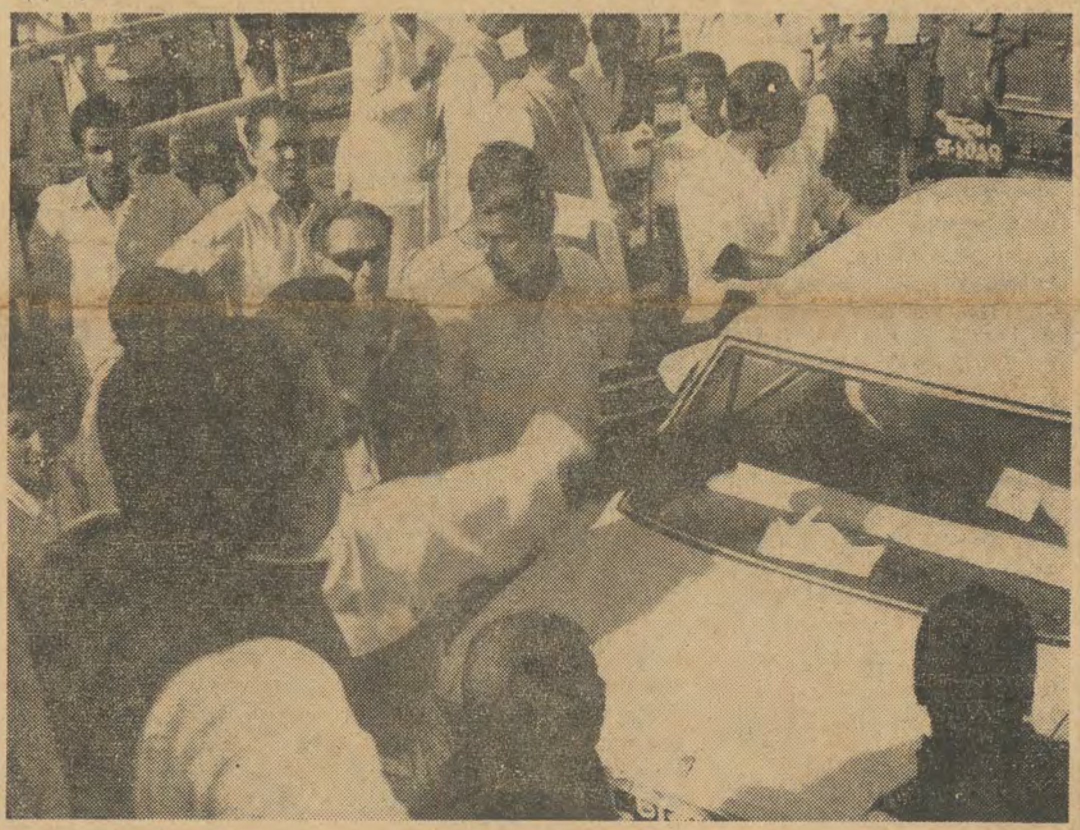

ঢাকায় এক সমাবেশে মুজিবর—পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। জিপ এবং মোটরগাড়ির নমবর বাংলায়।

পাকিস্তান রেডিও-র 'অসহযোগ' আন্দোলন

বঙ্গবন্ধু মুজিবরের দেখাদেখি পাকিস্তান রেডিও-ও কি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন? নইলে মঙ্গলবার বেলা ১১-৩০টায় করাচি থেকে প্রচারিত যে বাংলা খবর ঢাকা বেতার কেন্দ্র রিলে করলেন তাতে তামাম দুনিয়ার খবরাখবর শোনা গেলেও পূর্ববাংলা সম্পর্কে টু শব্দটি ছিল না। তাঁরা খবর দিয়েছেন মরককো, উত্তর ভিয়েতনাম জরডন ও মিশরের।

হেমন্তকুমার বসু, পীযূষ ঘোষ ও দেবদত্ত মণ্ডল—শ্যামপুকুর, দমদম ও উখরা কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলেন। ও'রা তিনজনই আর নেই। আজ নির্বাচনের দিনে তাঁদের স্মরণ করি।

পূর্ববঙ্গে জঙ্গী-সরকারের অস্তিত্ব নেই

পূর্ব বাংলায় বা 'বাংলা দেশ'-এ সামরিক প্রশাসন চূড়ান্তভাবে ভেঙে পড়েছে—সেখানে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের কোন অস্তিত্বই নেই। হাজার মাইল দূরে ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিনডিতে বসে জবরদস্ত জঙ্গী নায়ক প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খান আজ অসহায় দৃষ্টিতে দেখছেন, প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন—প্রাদেশিক সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মীরা হুকুম নিচ্ছেন মুজিবর রহমানের কাছ থেকে।

ইয়াহিয়া আরও দেখছেন, তাঁর 'জঙ্গী সাম্রাজ্যের' দুই অংশের মধ্যে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ বা ডাক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। ভারতের আকাশের উপর দিয়ে হাজার মাইল দূরবর্তী পূর্ব প্রান্তের বিদ্রোহী রাজ্যের বাঙালী ডাক কর্মীরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোন বার্তা নিচ্ছে না, পশ্চিম পাকিস্তানে কোন বার্তাও পাঠাচ্ছে না। করাচীর শেয়ার বাজার অনিশ্চয়তায় কাটাচ্ছে।

এর মধ্যে মঙ্গলবার অকস্মাৎ ঘোষণা করা হল, প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খান অতিশীঘ্র ঢাকায় পদার্পণ করছেন—কী তার উদ্দেশ্য, বিদ্রোহী নায়কের সঙ্গে মীমাংসার চেষ্টা, না, জঙ্গী রাজের বুটের তলায় ৭ কোটি মানুষকে পিষে মারার চেষ্টা, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

অসহযোগী বিচারপতি

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধিরা যে সকল সংবাদ পাঠিয়েছেন, তা থেকে পূর্ব বাংলার চিত্রটি পরিষ্কারভাবেই ফুটে উঠেছে। লেঃ জেনারেল টিক্কা খান নামে যে লোকটিকে সামরিক গবরনর করে পাঠানো হয়েছে, ঢাকা হাইকোরটের প্রধান বিচারপতি, এমন কি, কোন বিচারপতিই তাঁকে শপথ গ্রহণ করতে রাজি হননি। বাবুর্চি বেয়ারাও গবরনমেনট হাউস ছেড়ে চলে গিয়েছেন। রান্নাবান্নার কাজ করছে সিপাই শান্ত্রীরা।

মঙ্গলবার গভীর রাত্রিতে একটি সংবাদ সংস্থা জানিয়েছেন, পূর্ব বাংলার জনচিত্ত থেকে যেমন সামরিক প্রশাসন ও তার মুখ্য নায়ক দ্রুতগতিতে মুছে যাচ্ছেন, তেমন তাদের অবিসম্বাদিত নেতা রূপে আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছেন মুজিবর রহমান। জাতীয় আওয়ামী পারটির নেতা মৌলানা ভাসানী এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান মুজিবরের পাশে এসে

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ভারতীয়দের চলে আসতে বলা হয়নি

নয়াদিল্লি, ৯ মারচ—কর্তৃপক্ষ মহল থেকে জানা গিয়েছে, ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনে নিযুক্ত কর্মীদের পরিবার-পরিজনকে সেখান থেকে সরিয়ে আনার কোন নির্দেশ এযাবৎ পাঠানো হয়নি।

কয়েকটি বিদেশী কূটনীতিক মিশন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্মীদের পরিবার-পরিজনকে ঢাকা থেকে সরিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হলেও ভারত সরকার এখনও সেরকম কোন নির্দেশ পাঠাননি।

ঢাকা থেকে ইউ পিআই-এর এক সংবাদে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় দলে ৯০ জন ব্রিটিশ নারী ও শিশু আজ লনডনের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছেন। সোমবার

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

শেখের পর ভাসানি

কাল বলেছিলেন রহমান মুজিবর, আজ লাল মৌলানা ভাসানি, বয়েস ৮৯।

দু'জনেই এখন এক। মুজিবরের জনপ্রিয়তা যত বাড়ছিল মৌলানার যেন তত কমছিল। কিন্তু এখন সর্বৈব সঙ্কটে একদা-গুরু-শিষ্যের সমর্থকরা সকলেই এক সারিতে।

সোমবার সন্ধ্যায় মৌলানা ভাসানি ঢাকার ময়দানে এক বিরাট সভায় মুজিবরের 'অসহযোগ আন্দোলনে'র প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

একই মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দিয়েছেন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রবীণ নেতা আতাউর রহমান খান যিনি বেশ কিছুদিন আগেই শেখ মুজিবর ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে নতুন একটি রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল পারটি গড়ছিলেন।

এই জনসভার পর ঢাকায় অনেককেই বলতে শোনা গেছে যে, জঙ্গী শাসকদের যদি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাঁদের বুঝতে পারা উচিত যে, "বাংলাদেশে" মুজিবর-বিরোধী বলতে আর একটি মানুষও নেই এবং বাঙালীদের আর ঘাঁটাতে যাওয়া চরম মূর্খতা মাত্র।

মুহুর্মুহু উল্লাস-ধ্বনির মধ্যে মৌলানা ভাসানি ও আতাউর রহমান খান আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে ঘোষণা করেন, "বাংলাদেশে"র নেতা শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিটি পদক্ষেপের পিছনে তাঁরা ছায়ার মত আছেন।

মৌলানা ভাসানি হুঁসিয়ারি জানান যে, নানা ছল-চাতুরী করে জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসা অসম্ভব করে তুলে শেষ পর্যন্ত পরিষদকে বাতিল করে অনির্দিষ্টকালের জন্য "মিলিটারি রুল" চালিয়ে যাওয়াই রাওয়ালপিনডির উদ্দেশ্য। তিনি আবেগভরে বলেন যে, বাঙালীদের শুধুমাত্র "অস্তিত্বটুকু" টিঁকিয়ে রাখার জন্যই লাহোর প্রস্তাব রূপায়িত করে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব অর্জন করা প্রয়োজন। কামান-বন্দুক দিয়ে গণদাবীকে অস্বীকার করা বা চেপে রাখা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

যিনি নিজের চোখে দেখেছেন

বিস্ফোরণের মুখে 'বাংলাদেশ'

গতকাল আপনারা এই কাগজে ঢাকার ময়দানে জনসমুদ্রে জোয়ারের ছবি দেখেছেন। সে ছবি কার তোলা, কেউ জানেন না, আমরা শুধু বলেছি, আমাদের নিজস্ব। যিনি তুলেছেন আজ তাঁর চিত্র নয়, তাঁর মুখের বয়ান পরিবেষণ করছি—এমন একজনের, যিনি সেইদিন ঢাকায় ছিলেন।

তিনি বলেছেন : যেখানে যাই, মোটরে অথবা বিমানে, এক আওয়াজ—'বাংলা দেশ বাংলা দেশ।' যেদিকে তাকাই, কালো নিশান, কালো নিশান। ওই বাংলাদেশেরই জন্য নিহতদের স্মরণে শহর-গ্রাম-গঞ্জের সব বাড়িতে উড়ছে। উড়ছে একটিমাত্র মানুষের নির্দেশে।

সেই মানুষটির নাম মুজিবর রহমান, যিনি একদা পূর্ব পাকিস্তান এবং অধুনা বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের "প্রধানমন্ত্রী"।

ঢাকা এবং ঢাকা থেকে কলকাতা—দীর্ঘ দু'শ' মাইল রাস্তা অতিক্রম করার বর্ণনা তিনি দিচ্ছিলেন। বলছিলেন সেখানকার সাত কোটি বাঙালীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আর শৃংখলাবোধের কথা।—"ঢাকায় কোথায় পুলিশ, কোথায় মিলিটারি—দু-একটি সরকারী অফিস-বাড়ি ছাড়া?—সবই তো দেখলাম আওয়ামি লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের অধীনে। আর দেখলাম তাঁদের নেতা মুজিবর রহমানকে।"

অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ফ্রেজিয়ারের কাছে আলী পরাজিত

বিশ্ব হেভী ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন জো ফ্রেজিয়ার ১৫ রাউন্ড ব্যাপী লড়াইয়ে অপরাজিত মহম্মদ আলিকে পরাজিত করে তাঁর খেতাব বজায় রেখেছেন।

(বিস্তৃত বিবরণ খেলার পাতায়)

বুথে আগুন : পাহারার দাবিতে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোরটার

বেশ কয়টি পোলিং বুথে আগুন এবং কলকাতা ও রাজ্যের নানা জায়গায় সশস্ত্র পুলিশ পাহারার দাবিতে নির্বাচন কর্মীদের বিক্ষোভ—এই ছিল ভোটের আগেরদিন মঙ্গলবারের খবর।

মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে চব্বিশ পরগণা জেলার হাবড়ায়। সেখানে একটি বুথে আগুন লাগানো হলে এক ব্যক্তি জীবন্ত দগ্ধ হন। ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার সময় বারাসতের কাছে বোমার ঘায়ে ছয়জন পোলিং অফিসার ও সি আর পি'র পাঁচজন জখম হন।

শতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বরাহনগর, যাদবপুর, বেহালা এবং সোনারপুর থানা এলাকায় মঙ্গলবার রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফু জারি করা হয়। যাদবপুর এবং বেহালায় সোমবার রাতেও কারফু ছিল।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যাপারে 'চরম অব্যবস্থার' অভিযোগে এবং প্রত্যেক গাড়িতে সশস্ত্র পুলিশ পাহারার দাবিতে এদিন রাইটারস বিলডিংসের ও বিধানসভা ভবনের এবং শিয়ালদহ ও আলিপুর নির্বাচন কর্মীরা দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান।

প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়ে এ'দের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী। উপ-রোক্ত চারটি জায়গা থেকে ভোটের আগের দিন দুপুরে তাঁদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পাঠাবার আয়োজন হয়। কিন্তু তা শেষ করতে বেশ রাত্রি হয়ে যায়।

যথেষ্ট পুলিশ পাহারা নেই এই অভিযোগে বর্ধমান, হাওড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ভয় কাটিয়ে ভোট দিন

এক্ষুনি ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন! বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না!

ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায় যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,—যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।

খুবই সহজ কাজ। তেতো বড়ি বা বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না। ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে দুভাবে—সর্দির গোড়া থেকে আরাম দেয়।

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে
২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের ঝাঁঝালো গুণ বজায় থাকে।

এই ভাপ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ করে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন!

নতুন ১২ গ্রামের বড় টিন

VICKS VapoRub

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি " " ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal.
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার:—

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ পয়সা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

পাত্রী চাই

চাকুরিয়া পাত্রী চাই—দাবি নাই। পাত্র সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, ব্যবসায়ী। অশোক চট্টোপাধ্যায়, ৭বি, পার্কাস রোড, বর্ধমান। (সি ৯৮০৭)

অত্যধিক ফর্সা সুন্দরী নাপিত পাত্রী চাই। পাত্র কেঃ সঃ অফিসার (৭০০৲)। বক্স নং ২৮৪৯ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৯৬৬২)

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে হাওড়ায় চাবির গোছা এবং সার্টিফিকেট ভর্তি একটি ছোট কাল হ্যান্ডব্যাগ হারাইয়াছে। ডানকুনির স্টেশন মাস্টার (সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম)-এর নিকট ফেরত দিলে পুরস্কৃত করা হইবে। অমলকুমার দত্ত। (সি ৯৮২১)

লটারী

হাতিয়াড়া পশ্চিমপাড়া পঞ্চায়েৎ কমিটির উদ্যোগে প্রাইভেট লটারীর খেলাটি ৮ই মার্চের, '৭১ পরিবর্তে ১৪ই মার্চ অনুষ্ঠিত হইবে।

মোঃ খলিল
সম্পাদক
(সি ৯৮০২)

বিদেশ যাত্রা

আর জি কর মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্র ডাঃ অসিতকুমার কর সার্জারিতে স্নাতকোত্তর শিক্ষা লাভের জন্য ৯ই মার্চ ম্যাঞ্চেস্টার গেছেন। তিনি ছাত্র জীবনে স্যার নীলরতন সরকার ও এস পি সর্বাধিকারী স্বর্ণপদক, টি দাস মেডেল, এ এম কে মেডেল ও বহু সরকারী ও বেসরকারী বৃত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি দীঘা অন্তর্গত সাঁতড়ার ডাঃ প্রভাতকুমার করের দ্বিতীয় পুত্র। (সি ৯৭৮৫)

স্মৃতির উদ্দেশে

স্নেহের আশিষ, গত বছর এই দিনে তোমাকে অকস্মাৎ হারিয়েছিলাম। তোমার আত্মা শান্তিতে থাকুক এবং তুমি বাবা ও মাকে এই বলে সান্ত্বনা দাও, আমি তোমাদের মধ্যেই আছি। জেঠামশাই, বড়মা, দিদিরা। (সি ৯৬৬১)

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানেস্থেসিয়ার অধ্যাপক ও সিনেট সদস্য স্বর্গত ডাঃ হরিগোপাল বরাটের পারলৌকিক ক্রিয়াদি ১০ই মার্চ ২/৩-বি সাদার্ন অ্যাভেন্যু ভবনে অনুষ্ঠিত হইবে। তাঁহার বন্ধুবর্গ এবং আত্মীয়দের উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করিতে অনুরোধ জানাইয়া মীরা দেবী সুনীতা সুব্রত সবাইকে সাক্ষাতে আমন্ত্রণ জানাইতে অক্ষমতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। অগণিত বন্ধুবান্ধব যাঁহারা ইতোমধ্যে আসিয়াছেন এবং শোকবার্তা পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জানান হইতেছে। (সি ৯৭৭৬)

বর্ধমানে তিনটি কেন্দ্রে ভোট হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভাব আর নেই। সুতরাং ওই তিনটি কেন্দ্রে আজ, বুধবারই নির্বাচন হবে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই তিনটি কেন্দ্রের পোলিং অফিসারদের নিরাপত্তার জন্য জেলা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয়সংখ্যক পুলিশের ব্যবস্থা করতে না-পারায় সংশ্লিষ্ট অফিসাররা বিক্ষুব্ধ হন। তাঁরা অনেকেই ডিসট্রিবিউশান সেনটার থেকে চলে যান।

এদিকে মুখ্য নির্বাচনী অফিসার শ্রী বি এস রাঘবন রাত্রি এগারটায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, বর্ধমানের ওই তিনটি কেন্দ্রে নির্বাচন হবে। তবে আজ, বুধবার সকাল আটটার মধ্যে যদি সেখানে কোন পোলিং অফিসার না আসেন তাহলে সেক্ষেত্রে অবস্থা দেখে নির্বাচন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীরাঘবন বলেন, শুধু বর্ধমান নয়, মেদিনীপুর, হাওড়া, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি কতকগুলি জেলা থেকেও পুলিশের অভাব সম্পর্কে তাঁর কাছে অভিযোগ এসেছে।

জেলাশাসক শ্রীব্যানারজি বলেন, এখন আর ওই তিনটি কেন্দ্রে পোলিং অফিসারদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পুলিশের অভাব হবে না। তিনি আবেদন জানান, ওই তিনটি কেন্দ্রের পোলিং অফিসাররা আজ, বুধবার সকাল ছটার মধ্যে ডিসট্রিবিউশান সেনটারে উপস্থিত হলে তাঁদের সঙ্গে প্রয়োজনীয়সংখ্যক পুলিশ দেওয়া হবে। সময়মত পুলিশের ব্যবস্থা করে উঠতে না পারার দরুনও তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন।

জেলাশাসক বলেন, এই জেলায় ২৬০০ পোলিং বুথের মধ্যে প্রায় সব ক'টি বুথেই পোলিং অফিসাররা রওনা হয়ে গিয়েছেন।

হয়রানির অভিযোগ

রাজ্য সরকারি কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বর্ধমান জেলার ভাতার, গলসি ও মেমারি নির্বাচনকেন্দ্রের জন্য নিযুক্ত স্বগংজর্ক্ষথ পোলিং কর্মীদের এদিন প্রশাসনিক অব্যবস্থার জন্য হয়রান হতে হয়। পোলিংয়ের সরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে পুলিশের অপেক্ষায় বহু কর্মীকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হয়।

মুর্শিদাবাদের রিটারনিং অফিসার জেলাশাসক শ্রীঅশোক চ্যাটারজি রাত্রি নটা নাগাদ টেলিফোনে জানান: আমাদের জেলার ডোমকল থানার চাঁদপুর গ্রামের পোলিং বুথ থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যালট-বকস ও অন্যান্য জিনিসপত্র একদল লোক জোরপূর্বক নিয়ে চলে যায়। এটা নকশালপন্থীদের কাজ বলে জেলা কর্তৃপক্ষ সন্দেহ সন্দেহ করছেন। শ্রীচ্যাটারজি বলেন, মঙ্গলবারই ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আবার সব জিনিসপত্র ও ব্যালট-বকস পাঠানোর ব্যবস্থা হয়।

শ্রীচ্যাটারজি বলেন, চাঁদপুর গ্রামটি নদীয়া জেলার সীমান্তে। সুতরাং নকশালপন্থীরা নদীয়া জেলা থেকে এসেছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট ১৫৮৮টি বুথে সংশ্লিষ্ট পোলিং অফিসারদের নিয়োগ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ৣদিন ব্যালট-বকই ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যাবার সময় বেলডাঙ্গার কাছে একখানি ট্রাক উল্টে যায়। কয়েকজন পোলিং অফিসার সামান্য আঘাত পান।

নদীয়ায়

নদীয়ার রিটারনিং অফিসার জেলা শাসক শ্রীদুর্গেশ মুখারজির সঙ্গে রাত্রে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন: নদীয়া জেলার কোথাও কোন গোলমাল নেই। রাত্রি আটটার ভিতরেই জেলার মোট ১৩৭৩টি বুথে সংশ্লিষ্ট প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসাররা কাজে যোগ দেন। প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একজন প্রিজাইটিং অফিসার, ৪জন পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে ২জন করে পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা হয়েছে।

জেলা শাসক শ্রী মুখারজি এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, সেনাবাহিনীর সারা শহরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। বিশেষ কতকগুলি এলাকায় প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর প্রত্যেকটি বুথে সেনাবাহিনীর লোকজন যাতায়াত করেন।

এদিন বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ বসিরহাটে পুলিশ পাহারায় নির্বাচন সংক্রান্ত জিনিসপত্র নিয়ে যাবার সময় পথে ট্রাকটির উপর বোমা পড়ে। ফলে একজন পুলিশ কনসটেবল আহত হয়। এ সম্পর্কে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করে।

বাঁকুড়ার জেলা শাসক শ্রীরামচন্দ্রন এদিন রাত্রি এগারটা নাগাদ টেলিফোনে জানান জেলার ১৩৩৪টি পোলিং বুথেই সংশ্লিষ্ট অফিসারদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরুলিয়ার ডি—সি শ্রী লাল জানান তাঁর জেলায় ৯৮৩টি কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী অফিসার পাওয়া গিয়েছে।

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের নির্বাচিত এম এ যে কোন বিষয় এম কম, এম এস-সি (অংকর) প্রথম শ্রেণীর নোট ক্লাস ও সাজেসান্স ডাকযোগে পাবারও একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান সেন্ট্রাল করসপণ্ডএন্স কলেজ ৭৩, হ্যারিসন রোড কলি-৯। (সি ৯৭৪৮/১)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন

নোটিস: বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত টেণ্ডার বাতিল করা সম্পর্কে

বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ১/১, ২/১, ৩ এবং ৩/৩ ফুলবাগান রোড এবং ১/১ ইসমাইল স্ট্রীটে (ওয়ার্ড নং ৬২) বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে টেণ্ডার (যাহা ১৫-৩-৭১ তারিখে খোলার কথা ছিল) আহ্বান করিয়া যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল তাহা এতদ্দ্বারা বাতিল করা হইল।

সেক্রেটারি
কলিকাতা কর্পোরেশন
৯-৩-৭১
(২৯৭৮)

নোটিস

নোটিস

কলিকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন লিঃ সদস্যদের জ্ঞাতার্থে

কোম্পানি আইনের ২৫৭ ধারার (১) প্রকরণ (১এ) উপপ্রকরণের প্রোভাইজর অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী মতে আমি এই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করিতেছি যে, ১৯৭১-৭২ সালের জন্য কমিটির সদস্যপদে নির্বাচনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত সদস্যগণ প্রার্থী হইয়াছেন:—

১। শ্রী এ পি ভুরালকা
২। " জি এস মন্ত্রী
৩। " গিরিজাশংকর চোবে
৪। " কৈলাসপ্রসাদ স্রাফ
৫। " এম ডি খৈতান
৬। " এম এল শীল
৭। " পুরুষোত্তমদাস খৈতান
৮। " শ্যামসুন্দর চিরিপাল
৯। " তাপসেন্দ্রনাথ লাহা

তাং কলিকাতা
৯ই মার্চ, ১৯৭১

বি মজুমদার
সেক্রেটারী
কলিকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ
অ্যাসোসিয়েশন লিঃ
(২৯৭৯)

টেণ্ডার

ফরাক্কা ব্যারাজ প্রজেক্ট

ফরাক্কা ব্যারাজ প্রজেক্ট সম্পর্কে হেড রেগুলেটরের গোড়ায় আর ডি ০·৩৪৩ হইতে ২·২০ আর ডি পর্যন্ত ফিডার কেনালের দক্ষিণ ও বাম তীরে স্লোপ এবং বেড খননের মাটি কাজের জন্য প্রকৃত এবং নির্ভরযোগ্য ঠিকাদারদের নিকট হইতে ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, ব্যাক ওয়াটার সার্ভে ডিভিসন, ফরাক্কা ব্যারাজ, প্রজেক্ট পোঃ অঃ ফরাক্কা ব্যারাজ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৩০শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয়-বরাদ্দ ১,৪৮,৪৫৭৲ টাকা। বায়নার পরিমাণ ৩,৭১২৲ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ—২ই মাস। ঐ দিনই বেলা ৩-৩০টায় টেণ্ডার খোলা হইবে। এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, ব্যাক ওয়াটার সার্ভে ডিভিসন, ফরাক্কা ব্যারাজ প্রজেক্টের অফিসে কাজের দিনে অফিস চলার কালে বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস এবং কাগজপত্র দেখা যাইবে।

আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের হালসময়ের শংসাপত্র দেখাইয়া প্রতিটি বাবদ ১০৲ টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিলে ২৮শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন অফিস চলার কালে ব্যাক ওয়াটার সার্ভে ডিভিসনের এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে টেণ্ডার ফরম এবং স্পেসিফিকেশন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণী পাওয়া যাইবে।

(২৮৫৬)

শেখের পর ভাসানি

প্রথম প্রষ্ঠার পর

যাবে না। মৌলানা ভাসানি রাওয়ালপিনডিকে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, আজ "বাংলাদেশে"র মানুষ তাদের ধৈর্যের শেষ সীমায় এবং তারা আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে কোন পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হবে।

*

সভায় হাজার হাজার মানুষ আওয়াজ তোলেন: বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ / মৌলানা ভাসানি জিন্দাবাদ / আতাউর রহমান জিন্দাবাদ।

উদ্দীপ্ত কণ্ঠে আরও ধ্বনি ওঠে: "বাঙালীরা সংখ্যাগুরু/ঢাকায় কর কাজের শুরু"।

বুথে আগুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকে অনুরূপ বিক্ষোভের সংবাদ মহাকরণে পৌঁছায়।

রাইটারস বিলডিং ও জি পি ও'র সেখানে দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত ওই কর্মীদের বিক্ষোভের ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয়। ট্রাফিক জ্যাম দেখা দেয়।

হাবড়ার বিড়ায় ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, পুলিশী সূত্রে প্রকাশ, এদিন ভোরে হাবড়ার বিড়ায় একটি স্কুলে আগুন ধরিয়ে দিলে স্কুলের দারোয়ান আগুনে পুড়ে মারা যান। স্কুলের দারোয়ান তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। নাম শ্রীসুজিত বল্লভ। বয়স পঁয়ত্রিশ। পক্ষান্তরে ইউ এন আই সূত্রে জানা যায়। সি পি আইয়ের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে দলের কর্মী শ্রীবল্লভকে সি পি এম সমর্থকরা জোর করে একটি বুথের মধ্যে ঢুকিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে পুড়ে তিনি মারা যান।

বারাসতে পোলিং অফিসার, পুলিশ পাহারা আক্রান্ত

এদিন সন্ধ্যায় বারাসতের হৃদয়পুরে একদল পোলিং অফিসার জিপে করে সি আর পি পাহারায় ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার সময় আক্রান্ত হন। বোমার আঘাতে ছজন পোলিং ও প্রিজাইডিং অফিসার ও পাঁচজন সি আর পি গুরুতর আহত হন। পুলিশী সূত্রে প্রকাশ তাঁরা যখন ভোটকেন্দ্রের দিকে যাচ্ছিলেন তখন জঙ্গলের মধ্য থেকে কয়েকটি বোমা পর পর তাঁদের উপর পড়ে। বোমায় সকলেই আহত হন এবং জিপটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আহতদের সকলকে প্রথমে বারাসত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এঁদের মধ্যে চারজন পোলিং অফিসার ও তিনজন সি আর পির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চারজন পোলিং অফিসারের অবস্থা আশঙ্কাজনক তাঁরা হলেন শ্রীরঞ্জিত পাল, শ্রীঅমরকৃষ্ণ নন্দী, শ্রীকাশীনাথ চ্যাটারজি ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র শীল। এই খবর পাওয়ার পর এই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং সামরিক বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়।

পুলিশী সূত্রে প্রকাশ, এদিন পাইনিয়ার কলোনি স্কুলে ও সত্য ভারতী স্কুলে ভোটকেন্দ্রে হওয়ায়—সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগুনে পুড়ে পাইনিয়ার স্কুলটি ধসে পড়ে। দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয় উপযুক্ত পুলিশ পাহারা না পাওয়ায় তাঁরা সময়মত সব জায়গায় যেতে পারেন নি।

স্টাফ রিপোর্টার আরও জানান, রাইটারস বিলডিংসের দরজাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সামনে মোতায়েন হয় সশস্ত্র পুলিশ।

খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশের কয়েকজন ডেপুটি কমিশনার ছাড়া পুলিশ কমিশনার ডালহৌসি স্কোয়ার এলাকায় ছুটে যান। তখন পুলিশ কমিশনার শ্রীরঞ্জিত গুপ্তকে ঘিরে ওই নির্বাচনী কর্মীরা প্রত্যেক গাড়িতে সশস্ত্র পুলিশ রক্ষীর দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।—বিদ্রূপাত্মক নানা ধ্বনি ওঠে। তাঁকে ঘিরে ধাক্কাধাক্কি চলতে থাকে। ওই সময় ওখানে একজন কনসটেবল তাঁর রিভলবার টেনে বের করেন। এ দেখে বিক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। পুলিশ কর্মীরা কনসটেবলটিকে রাইটারস বিলডিংসের ভেতরে সরিয়ে নেন। হই-হট্টগোলের মধ্যে পুলিশ কমিশনার চলে যান।

পরে শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত ফিরে আসেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, কনসটেবলটি রিভলবার বের করেন নি। তিনি বলেন, রিভলবারটি তাঁরই। তিনি গাড়ি থেকে নামার পর তাঁর দেহরক্ষী কনসটেবল ওই রিভলবারটি তুলে হাতে নেন। শুধু তাই নয় ধাক্কাধাক্কির মধ্যে তাঁর ফাউনটেন পেনটি খোয়া যায় বলে কনসটেবল অভিযোগ করেন।

দ্বিতীয়বার এসে পুলিশ কমিশনার 'ব্যবস্থার ত্রুটি'-র জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রত্যেক গাড়িতে সশস্ত্র পুলিশ রক্ষণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে দাঁড়িয়ে তিনি একটি একটি করে গাড়ি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের দিকে রওনা করিয়ে দেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ বলেন, 'পোলিং টিম'দের সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষী দেওয়ার কথা দেওয়া হয়েছিল। ওই সময় মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত বলে ওঠেন, নির্বাচনী কর্মীবাহী বাসের 'কনভয়'-এর সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ ভ্যান দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রত্যেক বাসে দুজন করে সশস্ত্র পুলিশ দেওয়া হবে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। পুলিশ কমিশনারও এই শেষ বক্তব্য সমর্থন করেন।

এ ব্যাপারে মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রী বি এস রাঘবনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, অব্যবস্থা হয়েছে এটা ঠিকই। যেহেতু নির্বাচন নিয়ে ব্যাপার আমি অন্য কারও উপর দোষারোপ করতে চাই না, আমিই দায়ী। অব্যবস্থা ও অসুবিধার জন্য সংশ্লিষ্ট সব কর্মীর কাছে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

হাওড়ায় দুটি ভোট-কেন্দ্রে আগুন

এদিন মধ্য হাওড়া ও উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে দুটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে খবর। তবে রাত্রের মধ্যেই ওগুলিকে আবার ভোট গ্রহণের উপযুক্ত করে তোলা হয়।

হাওড়ায় প্রিসাইডিং অফিসারের অভাব কি মিটল?

হাওড়ায় কিছু কিছু বুথের জন্য প্রিসাইডিং অফিসারের অভাব রয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেল। রাত সাতটার খবর, তখনও অন্তত ত্রিশ জন প্রিসাইডিং অফিসার দরকার। বিকাল চারটে পর্যন্ত মোট ঘাটতি ছিল এক শ। ক্রমে তা কমে দাঁড়ায় ত্রিশ।

এ ছাড়া এখানে বেশ কয়েকটি বুথে প্রয়োজনীয় পুলিশ কর্মীরও অভাব পড়ে। জেলা কর্তৃপক্ষ অবশ্য সব ঘাটতি পূরণের জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। রাত্রে জেলার কোন পদস্থ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হওয়ায় জানা যায়নি সে, শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি কী দাঁড়াল।

দমদমে স্কুলে আগুন

মঙ্গলবার দুপুরে পাতিপুকুর আদ্যনাথ শিক্ষামন্দির বিদ্যালয়ের একটি অংশে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এখানে একটি পোলিং বুথ হওয়ার কথা। আগুন লাগার ফলে বিদ্যালয়ের কাঁচা বাড়িটি প্রায় ভস্মীভূত হয়।

স্থানীয় জনসাধারণের অনেকে মনে করেন, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল—যেটি এই অঞ্চলের সাম্প্রতিক খুন ও হিংসাত্মক কাজের সঙ্গে জড়িত—এই অগ্নিসংযোগের ঘটনাটির পিছনে রয়েছে।

কয়েকজন দুষ্কৃতকারীকে পলায়নের সময় তারা সনাক্ত করতে পেরেছেন বলে দাবি করেন। চলে যাওয়ার সময় হামলাকারীরা পাইপগান থেকে গুলি চালায়।

কোচবিহারে পুলিশ পাহারায় পোলিং বুথে যাত্রা

কোচবিহার থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, এদিন নির্বাচন কর্মীরা পুলিশ পাহারায় জেলার ৭৭৪টি পোলিং বুথে রওনা হয়ে গিয়েছেন। এজন্য জেলা কর্তৃপক্ষ ৩৪২টি গাড়ি ব্যবহার করছেন। পুলিশ ও মিলিটারি শহর ও গ্রামাঞ্চলের পাহারায় নিযুক্ত হয়েছে।

জলপাইগুড়িতে অব্যবস্থার অভিযোগ

ধূপগুড়ি থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ রক্ষী না থাকায় এদিন সকাল সাতটা থেকে জলপাইগুড়িতে নির্বাচনী কর্মীরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে রওনা হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েকটি 'টিম' যাত্রা করতে পারেননি।

মঙ্গলবার রাত্রে ট্রাংক টেলিফোনে জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার শ্রী এন পি বাগচী বলেন, পুলিশ পাহারার অপেক্ষায় আটক পড়া নির্বাচনী কর্মীদের 'টিম'গুলি গন্তব্যস্থল অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এমন দু'টি বিদ্যালয়ভবনে সোমবার আগুন লাগানো হয়। কিন্তু ভোটগ্রহণ যাতে নির্বিঘ্ন হয় সেজন্য নতুন করে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজ্যপালের সঙ্গে সি পি আই নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার

সি পি আই নেতা শ্রীরাজেশ্বর রাও, শ্রীভূপেশ গুপ্ত ও শ্রীভবানী সেনকে নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রকাশ, তাঁরা নাকি রাজ্যপালকে জানান যে, বর্তমানে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়।

এই খবর দেন ইউ এন আই। প্রকাশ, রাজ্যপাল প্রতিনিধি দলকে বলেন যে, নির্বাচনের পূর্বে যথোপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

বেকার যুবকদের অভিযোগ

কয়েকজন বেকার যুবক অভিযোগ করেন যে, নিয়োগ কেন্দ্রে যেসব বেকার যুবকের নাম রেজিস্ট্রি আছে তাদের পোলিং অফিসার ও কর্মীদের কাজে লাগানো হবে—এইরকম সংবাদ পেয়ে মঙ্গলবার সকালে দশটার মধ্যে অনেক বেকার যুবক ক্রেম ব্রাউন ইনসটিটিউটে গিয়ে হাজির হন। কিন্তু সারাদিন অপেক্ষা করা সত্ত্বেও তাদের পোলিং কাজে নিয়োগ করা হয়নি। উপরন্তু জনৈক সরকারী কর্মচারী তাদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন। এতে তাদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

জলপাইগুড়িতে স্কুলে আগুন

জলপাইগুড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, জলপাইগুড়ি নির্বাচন কেন্দ্রের মাসকলাইবাড়ি ও সেবাগ্রাম অঞ্চলে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাল বাজারে মাল কলোনীতে একটি উদ্বাস্তু বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়গুলি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হবার কথা ছিল।

সিউড়িতে স্কুল ভস্মীভূত

সিউড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, কিছু অজ্ঞাত ব্যক্তি তিনটি স্কুলে আগন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। স্কুলগুলি পোলিং বুথ হিসাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

হুগলি জেলার ছাপরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেও এদিন আগুন লাগানো হয়।

বীরভূমে সব নির্বাচনকর্মী হাজির

বোলপুর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, বীরভূম জেলার নির্বাচনকর্মীদের প্রায় সকলে হাজির হয়েছেন। তাঁদের অনেকে পুলিশ পাহারায় বিভিন্ন বুথে রওনা হয়ে গিয়েছেন। জেলার বারোটি বিধানসভা ও দুটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ৯৯৭টি পোলিং বুথ খোলা হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলার সমস্ত থানায় সৈন্য বাহিনী পেঁছে গিয়েছে। নির্বাচনকর্মীদের যাতায়াতের জন্য ৩২৯টি ট্রাক ও ৮৫টি বাস নেওয়া হয়েছে।

ছুটির ব্যাপারে সিটুর অভিযোগ

সিটুর পশ্চিমবঙ্গ কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়, মালিকরা নির্বাচনের দিন বুধবার সবেতন ছুটি ঘোষণা করেননি। এ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

যদি এদিন সবেতন ছুটি ঘোষণা করা না হয়, তাহলে সিটু রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীদের কাজে না গিয়ে ভোট দিতে অনুরোধ করেছে। ইউ এন আই এই খবর পরিবেশন করে।

মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের কাছে দাবি

কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী শ্রীগণেশ ঘোষ এবং ঢাকুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী শ্রীহরিদাস মালাকার মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারকে অফিসারকে এক চিঠিতে বলেন, পুলিশ হেফাজতে যাঁরা আছেন তাঁদের ভোটদানের সুযোগ দেওয়া উচিত। কেননা, আদালতে সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের দোষী বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়।

গুজবের প্রতিবাদ

মধ্য হাওড়া কেন্দ্রের বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ সত্যেন্দ্র কুণ্ডু নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বলে যে গুজব রটেছে তা সত্য নয় বলে তিনি জানান।

উত্তর বেলেঘাটা কেন্দ্র সম্পর্কে যুব কংগ্রেস (নব)

মধ্য কলকাতা যুব কংগ্রেসের (নব) শ্রীনারায়ণ কর মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে উত্তর বেলেঘাটা কেন্দ্রে তাঁদের দলীয় প্রার্থী না থাকায় 'মারকসবাদী কম্যুনিসট পারটির বিরুদ্ধে' প্রগতিশীল আট দলীয় প্রার্থীদের সমর্থন করার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানান।

মঙ্গলবার বিকালে মহাকরণের সামনে নির্বাচনী কর্মীদের বিক্ষোভের মধ্যে কলকাতার পুলিশ কমিশনার।
—নিজস্ব চিত্র

পূর্ববঙ্গে জঙ্গী সরকারের অস্তিত্ব নেই

প্রথম প্রষ্ঠার পর

দাঁড়িয়েছেন এবং আইন অমান্য আন্দোলন সমর্থন করছেন।

প্রেসিডেনট আসছেন

ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলায় আসছেন—অনুমান করা যায়, বিদ্রোহী নেতার সঙ্গে আলোচনাই তাঁর উদ্দেশ্য।

রেডিও পাকিস্তান ইয়াহিয়ার পূর্ব বাংলা পরিদর্শনের সংকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন, কিন্তু কবে তিনি আসবেন তা বলেননি।

মঙ্গলবার ঢাকা বেতার কেন্দ্রের বৈকালিক সংবাদে বলা হয়, ইয়াহিয়া বুধবারই ঢাকা আসছে। কিন্তু পরবর্তী সংবাদ বুলেটিনে এ ব্যাপারে কোন উল্লেখ ছিল না। কেন তিনি আসছেন, বেতারে তাও উল্লেখ করা হয়নি।

ইতিমধ্যে গৃহযুদ্ধের আশংকায় বিদেশীরা দলে দলে ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

দুই নেতার মধ্যে দেখা সাক্ষাতের কোন কথাই কোন পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে না। পর্যবেক্ষকরা অবশ্য বলছেন, শক্তহাতে টুঁটি চেপে ধরার বিপজ্জনক পন্থা অবলম্বনের আগে ইয়াহিয়া একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করবেন এবং সে উদ্দেশ্যেই তিনি আসছেন।

গবরনমেনটের অস্তিত্ব নেই

এসোসিয়েটেড প্রেস উচ্চপদস্থ সরকারী মহলের উক্তি উল্লেখ করে বলেন, গবরনমেনটের কোন অস্তিত্বই নেই। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারিরা বলেছেন, সামরিক বাহিনী গুলি চালিয়ে আমাদের কাজ করতে বাধ্য করতে পারে তার আগে নয়।

অবশ্য, সেক্রেটারিরা শ্রীরহমানের নির্দেশনায় বে-সরকারীভাবে সরকারী যন্ত্র চালু রেখেছেন।

রেডিও পাকিস্তান আজও পূর্ববাংলার অবস্থা সম্পর্কে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নি। ইয়াহিয়া খাঁর ঢাকা পরিদর্শনের সংকল্প ঘোষণা প্রসঙ্গে তাঁরা ঢাকার অবস্থার উল্লেখ করেন নি। মৌলানা ভাসানী মুজিবরকে সমর্থন করে পলটন ময়দানে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, রেডিও পাকিস্তান তারও উল্লেখ করেন নি।

আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি শ্রীতাজউদ্দিন বলেছেন, আইন অমান্য আন্দোলন পুরোদমে চলছে এবং চলবে।

সমস্ত সরকারী অফিস বন্ধ

শেখ মুজিবর রহমানের আহ্বানে মঙ্গলবার সমস্ত সরকারী অফিস এমন কি, যেগুলি ইসলামাবাদের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, সেগুলিও বন্ধ রয়েছে। ডাক বিভাগ স্বাভাবিকভাবে কাজ করেছে—আড়াই ঘণ্টার বদলে ব্যাংকগুলিকে তিন ঘণ্টা কাজ করতে দেওয়া হয়েছে।

মুজিবর-ভাসানী বৈঠক

ইয়াহিয়া খানের ঢাকা পরিদর্শনের সংকল্প ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিকিংপন্থী জাতীয় আওয়ামি পার্টির নেতা মৌলানা ভাসানী 'পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শেখ মুজিবরের আইন-অমান্য আন্দোলনে তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

১৯৬৮ সালে আয়ুব খানকে গদীচ্যুত করার আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন মৌলানা ভাসানী। তিনি বলেন, মুজিবর যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তবে তিনি তাঁকে পূর্ণভাবেই সমর্থন করবেন।

এর আগে ভাসানীও মুজিবরের মধ্যে প্রায় দুই ঘণ্টা পরামর্শ চলে।

এর পরে ভাসানী এক বিবৃতে বলেন, তাঁর দল এবং আওয়ামী লীগ যুক্তভাবে মুক্তি আন্দোলনে অবতীর্ণ হবে।

আরও খবর, লেফটন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইনের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছে। রেডিও পাকিস্তান আজ পাকিস্তানের একটি সরকারী ঘোষণা উদ্ধৃত করে এই খবরটি প্রচার করেন।

ভাইস এডমিরাল এস এম আসানকে পদচ্যুত করার পর গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এই নিয়ে তিনজনকে সামরিক আইনের প্রশাসক পদে নিযুক্ত করা হল।

চীন-জাপান ঘনিষ্ঠতা

জাপানের সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক যা-ই হোক, বাণিজ্যিক সম্বন্ধটা এখন ঘনিষ্ঠ; গত বছর ছ' শো কোটি টাকার লেন-দেন হয়েছিল দুই দেশে। বাণিজ্যিক সম্বন্ধ আরও উন্নত করার জন্য সম্প্রতি জাপানের একটি আধা-সরকারী প্রতিনিধি দল গিয়েছিলেন পিকিং-এ। নূতন করে চুক্তি হয়েছে, যাতে চীন-জাপান বাণিজ্যিক লেন-দেনের পরিমাণ আরও পঞ্চাশ কোটি টাকা বাড়বে।

ঘটনা হিসেবে এই চুক্তি সম্পাদনের গুরুত্ব বেশি নয়। তবে, এই উপলক্ষে চীন সম্পর্কে জাপানের উপর মহলের রাজনৈতিক চিন্তার যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তার গুরুত্ব যথেষ্ট; এতে পূর্ব এশিয়ার রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের সময় প্রতিনিধি দল ঘোষণা করেছেন—১৯৫২-তে তাইওয়ানের (ফরমোসার) সঙ্গে জাপানের যে সন্ধি-চুক্তি হয়, তা 'বে-আইনী এবং অচল; ঐ চুক্তির অবসান হওয়া প্রয়োজন।' জাপানী প্রতিনিধি দল বেসরকারী হলেও খুব উপর মহলের ব্যক্তিরা ছিলেন এই দলে, ছিলেন জাপানের শাসক দলের (লিবারেল ডিমোক্রাটিক পারটির) তিনজন বিশিষ্ট সদস্যও। তাঁদের মুখে ১৯৫২-র সন্ধি-চুক্তির নিন্দা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। একে সরকারী চিন্তার বেসরকারী প্রকাশ মনে করা অযৌক্তিক নয়।

১৯৪৯-এ চীনে কমিউনিসট বিপ্লব সফল হওয়ার পর পরাজিত জাপানকে দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন অনুভূত হল; কতকটা তাড়াহুড়া করেই ১৯৫১-তে জাপানের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তির অনুষঙ্গ হল জাপ-মারকিন নিরাপত্তা চুক্তি, যাতে আমেরিকাকে সামরিক প্রয়োজনে জাপানী এলাকা ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হয়। এ চুক্তি নিঃসন্দেহে চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে। কমিউনিসট চীনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছিল না; সমগ্র চীনের পক্ষে সন্ধি-চুক্তি তখন স্বাক্ষর করে তাইওয়ান। এই চুক্তিই বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন জাপানী প্রতিনিধিরা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, জাপ-মারকিন নিরাপত্তা চুক্তির অন্যতম রচয়িতা তৎকালীন জাপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী আইইসিরো ফুজিয়ামা জাপানের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি পিকিং-এ গিয়েছিলেন; তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়—নিরাপত্তা চুক্তিটা কি চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক নয়। ফুজিয়ামা বলেন, 'এখন এশিয়ার স্বার্থে জাপানের সঙ্গে চীনের সৌহার্দ্যই প্রয়োজন; পরস্পরের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার পর নিরাপত্তার কথা ভাবা যাবে।...... ভবিষ্যতে চীনকে নিয়েই এশিয়ার সম্মিলিত নিরাপত্তার কথা আলোচিত হতে পারবে।' তিনি মন্তব্য করেন—টোকিও-পিকিং সম্পর্ক উন্নত হলে চীন-মারকিন সম্পর্কেও তার অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি হবে।

পিকিং-এর সঙ্গে চীনের সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হলে তেইপেকে চীনের প্রতিনিধিরূপে মেনে চলার নীতি যে ছাড়তে হবে, তারই স্বীকৃতি প্রতিনিধি দলের ঘোষণা, যা হয়ত সরকারী ভাবনরাই আভাস। উল্লেখ্য, কমিউনিসট চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য জাপানের এই যে আগ্রহ, তার প্রতিফলন নেই কমিউনিসট রাশিয়া সম্পর্কে। সোভিয়েট বাজারের প্রতি জাপানের বাণিজ্যিক স্বার্থ-গোষ্ঠীর আগ্রহকে কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের (যা রাশিয়ার দখলে) প্রশ্ন তুলে সংযত রাখা হয়েছে।

—অরুণ গুপ্ত

তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চলে সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ

মাদরাজ, ৯ মারচ—লোকসভা ও বিধানসভা আসনগুলির ভোট গণনার সময়ে এবং ফল প্রকাশের পরে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তামিলনাড়ুর আরও কয়েকটি জেলায় সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে আজ আদেশ জারি করা হয়েছে। তিরুনেলভেলি ও দক্ষিণ আরকট জেলায় পুলিশ আইনের ৩০(২) ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়। নামাক্কাল (সালেম) তালুকেও সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

—পি টি আই

সবচেয়ে সেরা
লিকুইড গ্লুকোজ
কনফেকশনারীর জন্য
প্রস্তুতকারক:—
Laxmi Starch Ltd.
Avenue House. Phone No. 23-9910
1, Chowringhee Square
Calcutta-1.
(সি ৯৮২০)

নোটিস

কলিকাতার ১৩৪/১, মহাত্মা গান্ধী রোডস্থ ডুয়ার্স ট্রান্সপোর্ট-এর পরিচালকমণ্ডলী তাঁহাদের গ্রাহকবর্গকে অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, কলিকাতার সমস্ত গুদাম হইতে বুকিং এবং কলিকাতার জন্য বুকিং পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত এখন হইতে স্থগিত রাখা হইয়াছে।

বোঝাই ও খালাস করার কাজে নিরত শ্রমিকগণ ১ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ হইতে ধর্মঘট করার ফলে মালপ্রেরকদের মালের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালকমণ্ডলী দুর্ভাগ্যজনক এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমাদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকবর্গের যে অসুবিধা হইল, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে।

(২৯০৬এ)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

জো ফ্রেজিয়ার হেভিওয়েটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

১৫ রাউনড লড়াইয়ে মহম্মদ আলী পরাজিত

নিউ ইয়রক, ৯ মারচ—সবচেয়ে আলোড়ন জাগানো বিশ্বওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের ১৫ রাউনডব্যাপী চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইয়ে জো ফ্রেজিয়ার পয়েনটে মহম্মদ আলী অর্থাৎ প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন কেসিয়াস ক্লেকে পরাজিত করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

প্রোফেশনাল মুষ্টিযুদ্ধের ৩১টি লড়াইয়ে উপর্যুপরি জয়ের মধ্যে যে ক্লে ২৫ প্রতিদ্বন্দ্বীকেই ভূতলশায়ী করেছেন জীবনের ৩২তম লড়াইয়ে এই তার প্রথম পরাজয়। অপরদিকে প্রোফেশনাল জীবনে ফ্রেজিয়ারের এটি ২৭টি লড়াইয়ের ২৭তম জয়। এর আগে ২৩টি লড়াইয়ে ফ্রেজিয়ার জিতেছেন নক আউটে অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূতলশায়ী করে।

দীর্ঘ এক যুগ ধরে যে অহম্মদ আলীর বজ্রমুষ্টি অজেয় ছিল পরাজয়ের পর ম্যাডিসন স্কোয়ার গারডেনসে তা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, বাকতাল্লা আলীর যে মুখে বাগাড়ম্বরের খৈ ফুটেছে যে মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যিনি কাকেও বড় বলে কোনদিন স্বীকার করেননি তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন—'ফ্রেজিয়ারই আসল চ্যাম্পিয়ন'।

লড়াই হয়েছে পুরো ১৫ রাউনড। শেষ রাউনডে বাঁ হাতের প্রচণ্ড মুষ্টাঘাতে ফ্রেজিয়ার আলীকে ভূতলশায়ীও করেছিলেন। কিন্তু ক্ষিপ্রপদ আলী ৬ সেকেনডের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রেজিয়ারের আঘাতের মোকাবিলা করার চেষ্টা করেন। ফ্রেজিয়ার তেড়ে গিয়ে দু'হাতে পর্যায়ক্রমে ঘুসি চালিয়ে মারের চোটে আলীকে জর্জরিত করে তোলেন।

সম্ভবত ফ্রেজিয়ারের বাঁ হাতের যে প্রচণ্ড হুকে আলী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই হুকে তাঁর চোয়াল ভেঙ্গে যায়। লড়াই শেষে আলীকে গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রঞ্জন রশ্মি পরীক্ষায় পরে জানা যায় তাঁর চোয়াল ভাঙ্গে নি। হোটেল থেকে ছাড়া পেয়ে মহম্মদ আলী তাঁর নিউ-ইয়রকের হোটেল কক্ষে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আর এক রাউনডে আলীর নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখা যায়। ফ্রেজিয়ারেরও নাক দিয়ে রক্ত ঝরেছে এবং তাঁর ভ্রূর উপর এবং চিবুক ফুলে উঠেছে। প্রথমদিকে আলীও ফ্রেজিয়ারের উপর কম ঘুসি চালান নি। কিন্তু আগে থেকে আলী অনেক মন্থর হয়ে পড়েছেন। তাঁর হাত পায়ের সে ক্ষিপ্রতা আর নেই, নেই চটুল পদক্ষেপে প্রতিপক্ষের মার প্রতিরোধের ক্ষমতা। আলী ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। প্রথমদিকে ফ্রেজিয়ারের ঘুসির উত্তরে আলী মাথা নাড়াছিলেন। ভাবখানা ঘুসি গায়ে লাগেনি। কিন্তু অষ্টম রাউনডের পর থেকে তাঁকে আর মাথা নাড়াতে দেখা যায়

ভাই রহমন আলিও পরাজিত

নিউ ইয়রক, ৯ মারচ—মহম্মদ আলির ভাই রহমন আলিও গতকাল উদীয়মান বৃটিশ হেভীওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা ম্যাকালিনডেনের কাছে ৬ রাউনডব্যাপী মুষ্টিযুদ্ধে পরাজিত হন। বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের এক ঘণ্টা আগে এই লড়াইটি অনুষ্ঠিত হয়। রহমন আলি বৃটিশ হেভীওয়েট মুষ্টিযোদ্ধার কাছে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পরাজিত হন।

—এ এফ পি

না। বরং মারামুখে কাতরতার চিহ্ন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। ফ্রেজার আরও মারমুখী হয়ে উঠেন। পেশীবহুল নিটোল দেহের চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিক কয়েকবার রিং-এর দড়ির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে আলীকে আঘাত করেন।

লড়াই শেষে বিচারকরা সর্বসম্মতিক্রমে ফ্রেজিয়ারকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন। রেফারি আর থার মারক্যানটে ৮ রাউনডে ফ্রেজিয়ারকে বেশী পয়েনট ও ৬ রাউনডে আলীকে বেশী পয়েনট দেন। ১ রাউনডে দু'জনকেই দেন সমান পয়েনট। বিচারক বিল রেকট ফ্রেজিয়ারকে ১১ রাউনডে ও আলীকে ৪ রাউনডে বেশী পয়েনট দেন। অপর বিচারক আরটি আরডেন ৯ রাউনডে দেন ফ্রেজিয়ারকে বেশী পয়েনট, ৬ রাউনডে আলীকে।

লড়াইয়ের পরে ফ্রেজিয়ার বলেছেন ঠিক লড়াইয়ের আগে আলী তাঁকে বলেছিলেন—'আমি তোমাকে এখনই ত মেরে ফেল নিগার'। ফ্রেজিয়ার আরও বলেছেন, আলী আমার সঠিক পরিমাপ করতে পারেন নি, ছোট করে দেখেছিলেন।

এই লড়াইতে আলী এবং ফ্রেজিয়ার দু'জনই ২৫ লক্ষ ডলার করে পাবেন। দর্শনী থেকেই শুধু সংগৃহীত হয়েছে ১২৫০০০০ ডলার। এর উপর টেলিভিশনের আয় রয়েছে। তবে কয়েক দিনের আগে সংগৃহীত অর্থের সঠিক পরিমাণ বোঝা যাবে না। তবে অনেকের ধারণা এই লড়াই থেকে সংগৃহীত সামগ্রিক অর্থের পরিমাণ দাঁড়াবে ২০০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ভারতীয় টাকার হিসাবে ১৫ কোটি টাকা। খেলাধূলার ইতিহাসে একক অনুষ্ঠানের এক অবিশ্বাস্য রেকরড।

প্রথম রাউনডের লড়াই আরম্ভ হলে আলি ফ্রেজিয়ারের মুখে বাঁ হাতে হুক মারে, কিন্তু ফ্রেজিয়ার ঘুরে গিয়ে এড়িয়ে যায়। তখন আলি তার মাথার পিছন দিকে আঘাত করে। রেফারি আলিকে ধরে রেখে পিছন দিকে মুখে মারার জন্য সতর্ক করে দেন।

দ্বিতীয় রাউনডের প্রথমেই ফ্রেজিয়ারের বাঁ হাতে হুক আলিকে চঞ্চল করে। সে এগিয়ে ফ্রেজিয়ারের মুখে বাঁ হাতে পাঁচবার জ্যাব করে। পরে আলির বাঁ হাতের হুক ও রাইট ক্রস ফ্রেজিয়ারের চোয়ালে লাগে। ফ্রেজিয়ার ধীর স্থিরভাবেই এগিয়ে আলির পেটে আঘাত করে।

তৃতীয় রাউনডে আলি বাঁ হাত ঘুরিয়ে মারে ও জ্যাব করে ফ্রেজিয়ারের সব ঘুষি এড়িয়ে যায়। আলি আবার বাঁ হাতে হুক করে, অচল অটল ফ্রেজিয়ার এগিয়ে আলির চোয়ালে আঘাত করে। পরে ফ্রেজিয়ারের ডান হাতে সোজা ঘুষি আলির নাকে লাগলে রক্ত পড়তে আরম্ভ করে।

চতুর্থ রাউনডে আলি ফ্রেজিয়ারকে রিংয়ের মধ্যে তাড়া করে নিয়ে বেড়ায়,

পঞ্চম রাউনডে আলি লড়াইর শেষ করবার মতন উদ্যম নিয়ে ডান-বাঁ হাতে ঘুষি ফ্রেজিয়ারের দিকে সমানে চালাতে থাকে। ফ্রেজিয়ার হাসি মুখে তা এড়িয়ে চলে,

ষষ্ঠ রাউনডে ফ্রেজিয়ার আধিপত্য বিস্তার করে আলিকে দড়ির ওপর বার বার ফেলে বাঁ ও ডান হাতের ঘুষিতে অস্থির করে তোলে। আলি কেবল মার খাচ্ছে দেখে দর্শকরাও উত্তেজিত হয়।

সপ্তম রাউনডে ফ্রেজিয়ারের ঘুষি আলির মুখে লাগলে সে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে। দুজন মুষ্টিযোদ্ধার গা দিয়ে দরদর করে ঘাম পড়তে থাকে।

অষ্টম রাউনডে দুজনের মধ্যে তীব্র ঘুষির আদান-প্রদান চলে। আলির অধিকাংশই ফ্রেজিয়ারের মাথায় লাগায় কিছু করতে পারে না।

নবম রাউনডে ফ্রেজিয়ার তীব্রভাবে আক্রমণ করে। আলির জ্যাব ফ্রেজিয়ারের নাক থেকে রক্তপাত করে। আলি পর পর তিনবার বাঁ হাতে ও ডান হাতে ঘুষি চালায়।

দশম রাউনডে উভয়েই বেপরোয়া ঘুষি চালায় কিন্তু কারও কোন ক্ষতি হয় না। ঘণ্টা বাজার ঠিক আগে ফ্রেজিয়ারের বাঁ হাতের হুক আলীর মুখে লাগলে পড়ে যাবার অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

একাদশ রাউনডে ফ্রেজিয়ারের বাঁ হাতের হুক আলীর চোয়ালে লাগলে সে মাটিতে পড়ে যায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়।

দ্বাদশ রাউনডের আগেই ডাক্তার আলীকে পরীক্ষা করেন ও জিজ্ঞাসা করেন সে ঠিক আছে কিনা। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে আলী কোন রকমে ফ্রেজিয়ারের ঘুসি এড়িয়ে যায়।

ত্রয়োদশ রাউনডে আলী আবার পুরোদমে ফ্রেজিয়ারকে আক্রমণ করে।

চতুর্দশ রাউনডে দু জনের মধ্যে ঘুসি বিনিময় হয়। দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেশ বুঝতে পারা যায়।

পঞ্চদশ রাউনডে দুই মুষ্টিযোদ্ধা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘুসি বিনিময় করে। ঠিক এর আগেই ফ্রেজিয়ারের বাঁ হাতের হুক আলীর চোয়ালে লাগলে সে কাটা কলা গাছের মতন ধপ করে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে যায়। ৬ গোনা হলে ওঠে কিন্তু আর লড়বার মতন ক্ষমতা থাকে না। কোন রকমে ফ্রেজিয়ারকে ধরে সোজা হয়ে ঘণ্টা বাজা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে।

জো ফ্রেজিয়ার

'আবার লড়তে রাজি আছি'

—ফ্রেজিয়ার

নিউ ইয়রক, ৯ মারচ—গতকাল লড়াই-এর শেষে জো ফ্রেজিয়ার প্রায় ৩০০ অধিক সাংবাদিকদের সম্মুখে ঘোষণা করেন, 'আমি মহম্মদ আলির সঙ্গে যে-কোন সময়ে আবার লড়ার জন্য রাজি আছি। আমার মনে হয়, আলি আমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার আর লড়তে চাইবেন না'।

সাংবাদিক সম্মেলনে আলির উপস্থিত থাকার কথা ছিল, কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। তার পরবর্তে তাঁর ট্রেনার বলেন যে, মহম্মদ আলি বলেছেন, 'আশাভঙ্গের কোন কারণ নেই, তোড়জোড়ের পথ প্রস্তুত রাখা হোক, আবার আসরে অবতীর্ণ হব।' —রয়টার

'লড়াই-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দ্বিমত নেই'

নিউ ইয়রক, ৯ মারচ—মহম্মদ আলি ও ফ্রেজিয়ারের লড়াইয়ের দৃশ্য টেলিভিশনে বিশ্বের প্রায় সর্বত্র প্রদর্শিত হয়। আরজেনটিনার অধিকাংশ দর্শকের অভিমত যে, মহম্মদ আলি বোধ হয় এত খারাপ আর কোন দিন লড়েননি।

— তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফ্রেজিয়ার ও মহম্মদ আলির উগ্র সমর্থকবৃন্দ সকলেই লড়াই-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনরূপ দ্বিমত নেই বলে একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

জিততে হলে ভারতকে ১৫০ রানে এগিয়ে যেতে হবে

রেরী সর্বাধিকারী

পোরট অফ স্পেন, ৮ মারচ—পোরট অফ স্পেনের অনুপম প্রাকৃতিক শোভায় ঘেরা কুইনস পারক ওভালে ভারত-ওয়েসট ইনডিজের মধ্যে যে ২৫তম টেসট ম্যাচ চলছে এই টেসটের জয়পরাজয়ের মীমাংসা নিজেদের অনুকূলে নিয়ে গিয়ে ভারত কি পারবে দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে? খেলার এখনও তিনদিন বাকী। অনিশ্চয়তায় সমৃদ্ধ ক্রিকেটের আশা বাড়িয়ে কিছু বলা মূর্খতা। তবে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষের অবস্থা ভারতের অনুকূলে। ওয়েসট ইনডিজের প্রথম ইনিংসের ২১৪ রানের উত্তরে ৬ উইকেট হাতে নিয়ে ভারতের ৩৩ রান এগিয়ে যাওয়া যে অনুকূল অবস্থার সাক্ষ্য।

এ খেলায় এখন জয়লাভের উদগ্র কামনা নিয়ে ওয়াড়েকরের দলকে শক্ত হাতে ব্যাট ধরে রানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন ভোজের সময় পর্যন্ত এই ব্যবধান যদি বেশ কিছুটা এগিয়ে যায় তাহলে খেলাটিতে ভারতের ওয়েসট ইনডিজের বিরুদ্ধে প্রথম জয়লাভের অতৃপ্ত বাসনা রূপায়িত হবার পথে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

প্রথম বলেই উইকেট নিয়ে আবিদ আলি এ খেলার শুভ সূচনা করেছিলেন। এরপর ভারতের ব্যাটসম্যানেরা ওয়েসট ইনডিজের সীম বোলার হোলডার, শিলিংফোরড ও সোবারসকে অকুতোভয়ে সম্মুখীন হয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েসট ইনডিজের ব্যাটসম্যানেরা আবার যখন ব্যাট করতে নামবেন তখন প্রসন্ন ও বেদী যদি তাদের বিষঝরা স্পিনে বিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের বিভ্রান্ত করতে পারেন এবং আবিদ আলি যদি প্রথম ইনিংস থেকে আরও স্থির নিশানায় আক্রমণ করতে পারেন তাহলে খেলার চিত্র হবে আরও আশাপ্রদ।

ভারতীয় বোলিং-এ সুনীল গাভাসকার এক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির নজির রেখেছেন। প্রথম টেসট অঙ্গনে ঢুকে তিনি কি করেন এ নিয়ে আশা-নিরাশার প্রশ্ন ছিল। ১২ রানের মাথায় স্লিপে সোবারসের মত একজন দক্ষ খেলোয়াড়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়া অপরিসীম ভাগ্যের সহায়ক। ভগবানের ইচ্ছা ছিল অনারূপ। এই তরুণের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখাবেন বলেই হয়তো তার এই সৌভাগ্য। তবে এই সুযোগের পর তিনি যে খেলা খেলেছেন সেটা একজন পরিণত ক্রিকেটারের মত খেলা। অবশ্য প্রথম দিন পিচ যে খামখেয়ালিপনা করছিল দ্বিতীয় দিনে পিচের অবস্থা অনুরূপ থাকলে প্রথম উইকেট জুটিতে মাঁকড় ও গাভাসকার অসুবিধার মধ্যে পড়তেন। গাভাসকারের ৬৫ রানের প্রশংসা করেছেন সকলে।

প্রথম টেসটে দ্বিশতাধিক রানের কৃতিত্বে ভাস্বর দিলীপ সারদেশাই অপরাজিত ৮৭ রানের এক সাবলীল ইনিংস খেলেছেন। ডুরানি ও ওয়াড়েকরকে পর পর দু' বলে আউট করে নারিজা ভারতের ইনিংস ভাঙ্গার যে চেষ্টা করেছিলেন সোলকার ও সারদেশাই জুটি সে প্রচেষ্টার পথে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হন। ভারত ওয়েসই ইনডিজের রানকে ছাড়িয়ে যায়।

ভারত যদি প্রথম ইনিংসের ফলাফলে কমপক্ষে ১৫০ রান এগিয়ে যেতে পারে তাহলে জয়ের আশা কিছুটা করতে পারে। উইকেটে ক্রমেই ক্ষতের সৃষ্টি হবে এবং সেই উইকেটে ওয়েসট ইনডিজের ব্যাটসম্যানেরা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে এসে অসুবিধায় পড়বেন।

ভারতের রানের ব্যবধান যদি বেশী না হয় তাহলে চতুর্থ ইনিংসে নারিজা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিশেষ বেগ দেবেন।

সারদেশাই-এর সেনচুরি

পোরট অফ স্পেন, ৯ মারচ—ভারত ও ওয়েসট ইনডিজ দলের দ্বিতীয় টেসট ম্যাচের তৃতীয় দিন মধ্যাহ্ন ভোজের পর ওয়েসট ইনডিজ দলের ২১৪ রানের উত্তরে ভারতের প্রথম ইনিংস ৩৫২ রানে শেষ হয়ে যায়। সার দেশাই সেনচুরি করেন। —রয়টার

স্কোর

ওয়েসট ইনডিজ ১ম ইনিংস—২১৪
(সি ডেভিস ৭১ নট আউট, কানহাই ৩৭, সোবারস ২৯, শিলিংফোরড ২৫; প্রসন্ন ৫৪ রানে ৪ উইঃ, বেদী ৪৬ রানে ৩ উইঃ, আবিদ আলি ৫৫ রানে ২ উইঃ)।

ভারত ১ম ইনিংস

অশোক মাঁকড় ব শিলিংফোরড	৪৪
সুনীল গাভাসকার ক লয়েড ব নারিজা	৬৫
সেলিম ডুরানি ক ও ব নারিজা	৯
দিলীপ সারদেশাই নট আউট	৮৩
অজিত ওয়াড়েকর ক কানহাই ব নারিজা	০
একনাথ সোলকার নট আউট	২৪
অতিরিক্ত	২২
মোট (৪ উইঃ)	২৪৭

বোলিং—হোলডার ১৯-৮-৩৭-০, শিলিংফোরড ১৯-২-৪৫-১, সোবারস ১২-৪-২৫-০, ব্যারেট ২৯-১১-৪৯-০, নারিজা ২৬-৯-৫২-৩, ডেভিস ৩-১-১১-০, লয়েড ১-০-৬-০।

দুর্গম পথের উপযুক্ত মজবুত

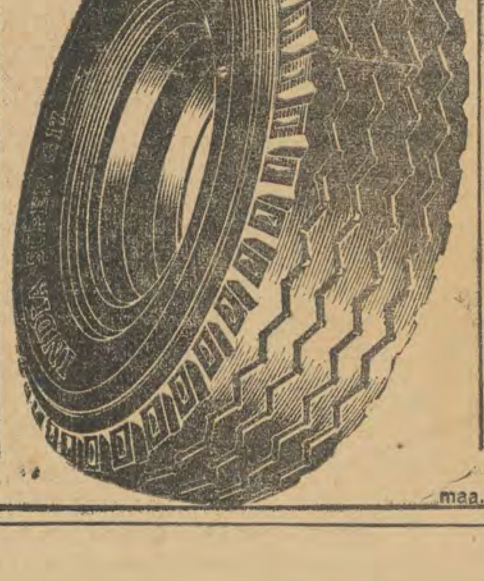

ইণ্ডিয়া সুপার
জি-১৭
উৎকৃষ্ট ট্রাকের টায়ার

ইণ্ডিয়া টায়ার এণ্ড রাবার কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

maa. IT. 9594 BEN.

জাহাজ পৌঁছানোর বিজ্ঞপ্তি

এম. ভি. "আন্দামানস" ১১ই মার্চ, ১৯৭১ তারিখে পোর্ট ব্লেয়ার হইতে কলিকাতায় পৌঁছানোর কথা এবং উহা বিকাল প্রায় ৫-৩০টার সময় ২২নং খিদিরপুর ডকে ভিড়িবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। জাহাজ ভিড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রিগণ অবতরণ করিবেন।

মালপ্রাপকগণকে তাঁহাদের মালগ্রহণের নিমিত্ত যথাসময়ে তাঁহাদের লাইটার উপস্থিত রাখিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

পোর্ট ব্লেয়ারের তালিকা অনুযায়ী ১৩ই এবং ১৪ই মার্চ, ১৯৭১ প্যাসেঞ্জারদের টিকিট ইসু করা হইবে। অন্যথা তাহাদের রিজার্ভেশনগুলি বাতিল হইয়া যাইবে।

দি শিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
১১, আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা
সরকারের এজেণ্ট হিসাবে কর্মরত।

Thermofix
VERSATILE INSULATION BOARD
হাল্কা, আগুন ধরে না!
বাড়ী, অফিস, কলকারখানা হিমঘর সিনেমা ও এয়ার-কণ্ডিশনের ইন্স্যুলেশনের জন্য ঠাণ্ডা, গরম, আর্দ্রতা, শব্দ এবং আওয়াজ নিয়ন্ত্রণের কাজে বিশেষ উপযোগী।
Manufactured by:
A. N. ASH & COMPANY
11, Pollock St.
Calcutta-1
Phone: 22-0611
Progressive/ANA-1/70

বিনা অস্ত্রোপচারে অর্শ থেকে আরাম পাবার জন্য হ্যাডেনসা ব্যবহার করুন!
DOL-327 BEN

নইম মহামেডানে গেলেন

স্টাফ রিপোরটার

ফুটবলে দল বদল এতদিন নিঃসাড়ে চলছিল, বড় রকমের রুই কাৎলা এতদিন তেমন জালে ধরা পড়েনি, কিন্তু মঙ্গলবার তার ব্যতিক্রম দেখা গেছে। ইসটবেঙ্গলের খ্যাতনামা স্টপার এবং ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সৈয়দ নয়িমুদ্দিন মহমেডান দলে খেলার জন্য ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করেছেন। এ ছাড়া ইসটবেঙ্গলের লেফট হাফ কালন গুহও মহমেডানে এবং লেফট আউট শঙ্কর ব্যানারজি মোহনবাগানে সই করায় ইসটবেঙ্গলের দলগত শক্তি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে বলা যেতে পারে।

মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব

নোটিস

শ্রীপঙ্কজ গুপ্তের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য ১১ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫-৩০টায় ক্লাবের লনে এই ক্লাবের একটি জরুরী বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

সমস্ত সদস্যকে এই সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাঃ এস সি মিত্র
অনাঃ জেনারেল সেক্রেটারি
(২৯৫৬)

ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন

শ্রীপঙ্কজ গুপ্তের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করার জন্য ১৯৭১ সালের ১১ মার্চ, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় আই এফ এ অফিসে গভর্নিং বডির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

সদস্যবর্গকে এই সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বি এন দত্ত
১০-৩-৭১ অনাঃ সেক্রেটারী
(২৯৭৭ এ)

হাকোবা হচ্ছে এমব্রয়ডারী করা কাপড় ও এমব্রয়ডারী করা লেসের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক যেসব তৈরী করে ফ্যান্সী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬, অ্যাপোলো স্ট্রীট, বোম্বাই ১

প্রধান ডীলারগণ : রাধাকৃষ্ণ কাপুর, ২৬ যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭। কুইনি, ১০৯ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
বুধবার, ২৫ ফাল্গুন, ১৩৭৭

দিনের বাণী

ব্রহ্ম কিরূপ জানিস? যেমন বায়ু। দুর্গন্ধ, ভাল গন্ধ—সব বায়ুতে আসছে; কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। গুণাতীত। মায়াতীত। অবিদ্যামায়া বিদ্যামায়া দুয়েরই অতীত। কামিনীকাঞ্চন অবিদ্যা। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি—এসব বিদ্যার ঐশ্বর্য।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

ভোট – বাঁচার জন্য

আজ সেই দিন। আজ ভোট। ভাল-মন্দ মিলাইয়া সকলের পালা চুকিয়াছে। আজ পশ্চিম-বাংলার পালা। অন্যদের ইনিংস শেষ হইয়া যাইবার পর এই ফলো-অন তাহার ভাগ্যে কী লিখিয়া দিবে তাহা তাহার নিয়তিই জানে।

সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই প্রথমে এই নির্বাচন চায় নাই। কিন্তু আজ এমন পরিস্থিতি যে, নির্বাচন নাহিলেও উপায় নাই। ভোট না দেওয়ার নীতি হইবে আত্মঘাতী। কেননা ভোট দিতে যে ভয়, না দিলেই যে সেই ভয় এড়ানো যাইবে এমন তো নয়। এই ভয়, এই আতঙ্ক, এই অশান্তি, এই খুনোখুনি আগেও ছিল। ভোট না হইলেই সব-কিছু আবার শান্ত ও স্থির হইয়া যাইত না, বা যাইবে না।

গণতন্ত্রে সবার উপরে মন্ত্রিসভা বা আমলাতন্ত্রকে বসায় নাই, বসাইয়াছে গণদেবতাকে। "ভক্ত পপুলি, ভক্ত দেঈ"—জনতার কণ্ঠস্বরকে দৈবনির্দেশের সঙ্গে একাসনে বসাইয়াছে। সেই নির্দেশ জারি করার দিন আজ আসিয়া পড়িয়াছে।

ঈশ্বর যেমন তাঁহাকে অস্বীকার করার অধিকারও সকলকে দিয়া রাখিয়াছেন—নাস্তিকদিগকে নিজ মত জাহির করার অধিকার দানই তাঁহার মহিমা—সংসদীয় গণতন্ত্রও তেমনই এই প্রকরণে অবিশ্বাসীদেরও সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়াছে, এমন কী সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রথাকে শেষ করার সুযোগও। এইখানেই তাহার মহত্ত্ব এবং মহিমা।

এই মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকিবে অথবা কায়েম হইবে অন্য কোনও প্রথা, এই সাফ কথাটা জানাইয়া দেওয়ার দায় আজ জনগণের উপর পড়িয়াছে। রাজনীতিবিদেরা সোজা রাস্তাটা দেখিতে পান নাই, ছোট স্বার্থ, ছোট ঈর্ষা দিয়া নিজেদের নীতি, বক্তৃতা ও কর্মপন্থাকে চিহ্নিত করিয়াছেন। নিজের নাক কাটিয়া অন্যের যাত্রা-ভঙ্গের অপকৃষ্ট উদাহরণ।

দায় অতএব শেষ পর্যন্ত সাধারণ নাগরিকদের উপরই পড়িয়াছে। ভোটের জন্য ভোট নয়, একটি বিশেষ লক্ষ্যের জন্যই ভোট। এই লক্ষ্যটি এই রাজ্যে আজিকার পরিস্থিতিতে বোধ হয় একটিমাত্র শব্দ—সেই শব্দটি শান্তি। আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখার অধিকার, আপনার মতামত অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করার অধিকার। সেই অধিকার কাহার হাতে কতখানি রক্ষিত এবং কাহার হাতে কতখানি খর্ব হইয়াছে, সেইটাই একমাত্র বিচার্য। ভাল বলিয়া তাহাকেও যদি বোধ না হয়, তবু ভোট দিতে হইবে, কেননা না দিলে মন্দেরাও ওয়াক-ওভারের সুযোগ পাইয়া যাইবে। খালি মাঠে খেলা চুকাইয়া দেওয়ার সুযোগ যাহাতে কেহ না পায়, গণতন্ত্র যাহাতে প্রহসনে পরিণত না হয়, পাঁচ জনের মর্জি যাহাতে পঁচানব্বই জনের ঘাড়ে চাপিয়া বসিতে না পারে সেইজন্যই সকলেরই দলে দলে ভোট দেওয়া দরকার।

সিদ্ধান্ত যদি ভুল হয়, তবে অন্যান্য অধিকার তো পরের কথা, ভবিষ্যতে হয়তো আর ভোটই হইবে না। অতএব আর-কিছু না হউক ভোটকে বাঁচাইয়া রাখার জন্যই এবারের ভোট। বহু দল সম্পর্কে সহিষ্ণুতা বজায় রাখার জন্যও ভোট। ভোট শিক্ষা শিল্প ও সংস্কৃতির সর্বমুখী সর্বজনীনতা রক্ষার জন্যও—নিছক স্থায়িত্বের খাতিরে নহে।

তুলনামূলক বিচারের সুযোগ আগে জনসাধারণের ছিল না, এবার আছে। আগেকার ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়া যাঁহারা নাক সিঁটকাইয়াছেন তাঁহারাই পরে অনাচার-স্বৈরাচারের ভয়ঙ্করতর রূপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন। গাত্র-হরিদ্রার ব্যাপার বিবাহের পরের চেহারা প্রকট করিয়া তুলিয়াছে।

মূঢ় পার্টিবাজদের চোখে যদি বাঁচিবার এবং বাঁচাইবার রাস্তাটা ধরা না পড়িয়া থাকে তবে সে রাস্তা জনসাধারণকেই বাহির করিয়া লইতে হইবে। আজিকার প্রশ্ন স্রেফ বাঁচা আর মরার প্রশ্ন, প্রশ্ন মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতার। অন্য কোনও কথা নাই। ভয়? উড়াইয়া দিতেছি না, সেটাও সত্য এবং আছে। তবু তাহাকে জয় করিতে হইবে ঘোরতর ভয়ের হাত হইতে পরিত্রাণের প্রয়োজনে। যত বড় হও, তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও—পূর্ব-বাংলার বাঙালী এই কথা বলিয়াছে। পশ্চিম-বাংলার বাঙালীকেও তাহারই প্রতিধ্বনি করিতে হইবে। সকল ভয়কে পায়ে দলিয়া যাইতে হইবে নির্বাচনী নিয়তির দিকে, যে নিয়তি অপেক্ষিত কেন্দ্রে কেন্দ্রে। সকলে ভোট দিন, বিশেষ কোনও দল বা প্রার্থী দেখিয়া নয়, 'ভোট ফর লাইফ'—এই ভোট বাঁচার জন্য। এমন সাহসের চ্যালেঞ্জ এবং স্থির-সুস্থ-অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার আহ্বান, এমন জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ ভঙ্গ বঙ্গের অধিবাসী এই জাতির ইতিহাসে আগে কখনও এমন করিয়া আসে নাই।

বিচিত্র আবদার

পাকিস্তানের জঙ্গী হুকুমতের আর-যাহারই অভাব থাকুক, দোস্তের অভাব আদৌ নাই। বিপদে পড়িলেই তাঁহারা দোস্তদের শরণাপন্ন হন আর তাঁহাদের দোস্তরাও এমনই বন্ধুবৎসল যে পাকিস্তানী দোস্তকে বাঁচাইতে তাঁহারা কখনও পিছ-পাও হন না, তা পাকিস্তান ন্যায়ই করুক আর অন্যায়ই করুক। ভারতবর্ষের আকাশ দিয়া পাকিস্তানী বিমান-যাতায়াত নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়াতে ফাঁপরে পড়িয়াছেন পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁহাদের স্থিতি পশ্চিম-পাকিস্তানে, তাঁহাদের উজীর নাজির আমলা ফৌজ সবই প্রায় সে অঞ্চলের লোক। তাঁহারা পশ্চিমের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্যই বিদেশী বান্ধবদের ধরিয়া পড়িয়াছেন, এ যাত্রা ভারতের রোষ হইতে তাঁহাদের বাঁচাইয়া দিবার জন্য। বিদেশী বন্ধুরাও পশ্চিম-পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারকে নিরাশ করেন নাই। তাঁহারাও ইসলামাবাদের হইয়া নয়াদিল্লির কাছে দরবার করিয়াছেন জঙ্গী হুকুমতের বাসনা পূর্ণ করিতে—ভারতবর্ষের আকাশ দিয়া পশ্চিম অঞ্চলের বিমানগুলিকে অবাধে পূর্বে যাইতে দিতে। এ আবদারের সপক্ষে কী যুক্তি তাঁহারা খাড়া করিয়াছেন জানি না, তবে পূর্ববঙ্গকে নিষ্পেষিত করিবার জন্যই পশ্চিম যে বিমান-চালনার অবাধ অধিকার চাহিতেছে সেটা নিশ্চয়ই তাঁহারা বলেন নাই।

কোন্ মুখে ইসলামাবাদ নয়াদিল্লিকে ওই নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইতে বলিতেছে? তাহার বন্ধু রাষ্ট্রেরাই বা কোন্ মুখে তাহার হইয়া ওকালতি করিতেছে? অকারণে তো আর ভারতবর্ষের উপর দিয়া পাকিস্তানী বিমানের উড়িয়া যাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই। একটা এদেশী যাত্রিবাহী বিমানকে যদি দুই দেশদ্রোহী ভারতীয় নাগরিককে দিয়া পাকিস্তান ছিনতাই না করাইত তাহা হইলে বিধি-নিষেধের কোনও কথাই উঠিত না। ভারতবর্ষের আকাশ বাহিয়া পশ্চিম অঞ্চল হইতে পাকিস্তানী বিমান দিব্য পূর্বাঞ্চলে যাইতে পারিত। শত্রুতাও করিব আবার সুবিধাও চাহিব, এ তো মজা মন্দ নয়। এমন অদ্ভুত বায়না যে কেহ ধরিতে পারে, পাকিস্তানী কাণ্ড দেখিবার পূর্বে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না। আর তারিফ করিতে হয় পাকিস্তান-বান্ধবদের। তাঁহাদের কাছে আন্তর্জাতিক রীতি নীতির কি কোনও মূল্যই নাই? নহিলে যে বোম্বেটেগিরির দুনিয়া সুদ্ধ লোক তীব্র নিন্দা করিতেছে সেই অপকর্মকে যে দেশ প্রশ্রয় দিতেছে তাহারই পক্ষে ওকালতি করিতে তাঁহারা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়িলেন?

পাকিস্তানের ফৌজী সরকারের উপর সদয় হইবার কোনও হেতু নাই। যে সরকার আন্তর্জাতিক বিধান অম্লানমুখে লঙ্ঘন করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিমান ছিনতাই করায় এবং তাহার পর তাহাকে উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করে—বিমান-যাত্রী, চালক ও মালপত্র সমেত ফিরাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও সেটা ভঙ্গ করে—তাহাকে করুণা দেখানোই তো ন্যায়ের ব্যভিচার। কেন সে কাজ ভারতবর্ষ করিবে? তেমন দেশের পক্ষ সমর্থন করিবার মতো দেশও যে আছে সেটাই তো আশ্চর্য। অথচ আন্তর্জাতিক বৈঠকে তাহাদের প্রতিনিধিরাই হয়তো জোর গলায় বিমান ছিনতাইয়ের নিন্দা করেন। সেটা বন্ধ করিবার জন্য কঠোর নিয়ম তৈয়ারি করার দাবি তোলেন। তাঁহারা স্বাধীন রাষ্ট্রের লোক, তাঁহারা যা ভাল বুঝিয়াছেন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তবে এ ধরনের দুমুখো নীতি মানিয়া চলিলে বিমান-ছিনতাই বন্ধ হইবে না—বরঞ্চ আরও বাড়িয়া চলিবে। তাঁহারা যদি একযোগে পাকিস্তানকে পরামর্শ দিতেন বিমান-দস্যুদের ভারতবর্ষে ফিরাইয়া পাঠাইতে এবং নষ্ট বিমানের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে তাহা হইলেই প্রকৃত বন্ধুর কাজ করা হইত।

ইসলামাবাদের কাঁদুনিতে এবং তাহার দোস্তদের অনুরোধে ভারত সরকার যেন গলিয়া না যান। তাঁহারা আবার বিদেশী রাষ্ট্রগুলির মত মতকে বড়ই সমীহ করিয়া চলেন। তাঁহাদের সদাই ভয় বিদেশে বুঝি কেহ তাঁহাদের নিন্দা করে। বিদেশ হইতে গুড কনডাক্টের সার্টিফিকেট পাইলে তাঁহারা বর্তাইয়া যান। কাজেই আশঙ্কা হইতেছে উপরোধে তাঁহারা শেষ পর্যন্ত ঢেঁকি গিলিয়া না বসেন। তেমন করিলে বাহবা তাঁহারা দুই-একটা কুড়াইলেও কুড়াইতে পারেন, কিন্তু যাহারা হাততালি দিবে তাহারাও আড়ালে হাসিবে। শুধু তাই নয়, ইসলামাবাদের হাতে তাঁহারা কেবল নিজেদের নয়, পূর্ববঙ্গেরও মৃত্যুবাণ তুলিয়া দিবেন। পূর্ববঙ্গকে শায়েস্তা করিবার জন্যই তো পশ্চিমের জঙ্গী সরকার ভারতের আকাশ দিয়া বিমান চালাইতে চায়। পরোক্ষভাবেই বা ভারতবর্ষ এ ব্যাপারে ইসলামাবাদের আনুকূল্য করিবে কেন? আর একবার যদি জঙ্গী হুকুমত বিমান-ছিনতাইয়ের অপরাধের গ্লানি ভারতবর্ষের দাক্ষিণ্যে মুছিয়া ফেলিতে পারে তাহা হইলে বার বার অপকর্ম সে করাইবে। তখন নিরাপত্তা বলিতে কোনও ভারতীয় বিমানের কিছু কি আর থাকিবে?

বিবাহ-সমর

কবি হেমচন্দ্রের কবিতায় সংসারকে সমরাঙ্গন বলা হইয়াছে। 'সংসার সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে।' এক্ষেত্রে বুঝিতে হয়, সংসারীর জীবনই হইল সংগ্রাম। তাহা ছাড়া ভাষাতে জীবন-সংগ্রাম কথাটিরও প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং জীবন যদি সত্যই বিপুল এক সংগ্রাম হয়, তবে জীবনের যে-ঘটনাটি বিবাহ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহা নিশ্চয় একটি খণ্ডযুদ্ধ। এবং কল্পনা করিতে হয়, এই পৃথিবীতে প্রত্যহ হাজার হাজার মানুষ বিবাহ-সমরে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

কিন্তু কেহ কোনদিন তাঁহার বিবাহকে সমর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন কি না সন্দেহ। বরং অনুমান করা চলে যে, বিবাহকে সমর বলিয়া কল্পনা করিতে সকলেরই অভিরুচিতে বাধিবে। বি উপসর্গের সহিত বহ্ ধাতুর ঘঞ প্রত্যয় নিষ্পন্ন করিয়া যে ঘটনার সংজ্ঞা-বাচক পরিচয় নির্মাণ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যুদ্ধের কোন ছোঁয়াচ নাই। কিন্তু ঘটনার বিশেষ প্রকোপে পড়িলে বিবাহ যে সত্যই যুদ্ধ আখ্যা লাভ করিতে পারে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যক্তির চিঠির লেখার মধ্যে পুলিস এই উল্লেখ দেখিতে পাইল—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। পুলিসের সন্দেহের প্রশ্ন, কিসের যুদ্ধ? অনুসন্ধানের পর পুলিস জানিয়া ও বুঝিয়া সন্দেহমুক্ত হইল যে, এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ হইল পরিকল্পিত একটি বিবাহের সাংকেতিক নাম।

যুবে বিবাহে চলিলা বিলোচন! কবি সেই ঘটনার বর্ণনায় লিখিয়াছেন, সেই সময়ে তাঁহার বাঘ-ছাল লটপট করিয়া দুলিতেছিল, তাঁহার বৃষ থাকিয়া থাকিয়া গর্জন করিতেছিল। দৃশ্যটিকে যুদ্ধযাত্রার চিত্র বলিয়া মনে হইতে পারে। আজিও ভারতের কোন কোন ক্ষত্রিয় সমাজের বিবাহে যুদ্ধেরই অনুরূপ প্রকারের একটি প্রথা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। বর বিবাহের জন্য শুভযাত্রা করিয়া কনের বাড়িতে উপস্থিত হইলেই কন্যাপক্ষের সশস্ত্র বাধার সম্মুখীন হইয়া থাকেন। এবং তিনিও তরবারি হাতে লইয়া কন্যাভবনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন। সবই বস্তুত একটি পরিচ্ছন্ন অভিনীত অনুষ্ঠান। অস্ত্রশস্ত্র শুধু ঝংকার তুলিয়াই শান্ত হইয়া যায়। বর সোৎসাহে ও সগর্বে বিবাহবাসরে আসিয়া কনের হাত ধরেন। তাহার পর যথারীতি মন্ত্রপাঠ ও মাঙ্গলিক ক্রিয়াচার। বুঝিতে অসুবিধা নাই, প্রথাটি প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। সেই প্রাচীন কালের প্রথাতে বর-ব্যক্তিটি সত্যই তরবারির জোরে বাধা জয় করিতেন, তাঁহার আকাঙ্ক্ষিতা নারীকে অপসারিত করিয়া তাহার পর বিবাহ করিতেন, স্বয়ংবর-সভাকেও মাঝে মাঝে এ ধরনের বিবাহ-সমরাঙ্গনে পরিণত হইতে হইয়াছে।

ভারতের কোন কোন আদিবাসী জনসমাজে আজিও আকাঙ্ক্ষিতা নারীকে 'বন্দিনী' করিয়া 'বিবাহ' করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহা বৈধ বিবাহ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াও থাকে। তাহা ছাড়া পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীতে ঘটনার এমন অনেক দৃষ্টান্তও পাওয়া যাইবে যেগুলি বস্তুত বিশেষ কোন সুন্দরীকে বিবাহ করিবার নিদারুণ ইচ্ছায় রাজা-মানুষটির যুদ্ধাভিযান। বিকট রণ-বাদ্য শেষ পর্যন্ত বিবাহে রম্যবাদ্যে পরিণত হইয়াছে।

তবু মনে হয়, বিবাহকে একটা যুদ্ধ বলিয়া ধারণা করিয়া কেহই তৃপ্তিবোধ করিবেন না। যুদ্ধের দ্বারা কিংবা প্রায়-যুদ্ধ রকমের কোন অধ্যবসায়ের দ্বারা বরমাল্য অর্জিত হইলেও বিবাহকে যুদ্ধ বলিয়া মনে করা যায় না। যাহা বিবাহ, তাহা একটি বিহ্বল ও ব্যাকুল উৎসবের অনুষ্ঠান। দীপালোক হাসিতেছে, দুই জোড়া স্মিতচক্ষুর দৃষ্টি বিনিময়ের সহিত বরমাল্যের বিনিময় হইতেছে, এমনই একটি বিহ্বল মুহূর্তের আন্তরিক আবেশের নাম বিবাহ।

যৎকিঞ্চিৎ

হত্যা মাত্রই নৃশংসতা অমানুষিকতা। নরহত্যা বীভৎসতর নৃশংসতা। বলা চলে একপ্রকারের সর্বনাশা উন্মত্ততা। যাঁহারা সুস্থ স্বাভাবিক মতলবমুক্ত মানুষ তাঁহারা সকলেই একথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিবেন। যাঁহাকে হত্যা করা হয় হত্যার পূর্বে তাহার বিভীষিকা ও আতঙ্কে দিশাহারা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যাঁহাকে হত্যার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে বা হত্যা করা হইতেছে তাঁহাকে সে অবস্থায় দেখার দুর্ভাগ্য যাঁহার হয় তাঁহার পক্ষেও সে দৃশ্য কম বিভীষিকাময় নয়। যাঁহার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, ভীরুতা যাঁহাকে অমানুষ করিয়া ফেলে নাই, তাঁহার পক্ষে এরূপ দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকা সম্ভব হয় না। নিজের জীবন বিপন্ন হইতে পারে জানিয়াও তিনি এরূপ বীভৎস কাণ্ড প্রতিরোধে ঝাঁপাইয়া পড়েন। পড়িয়াছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার নৃসিংগ্রামের প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ স্বরাজ বসুও।

হায় প্রশাসন

তাঁহার অসমসাহসিক বাধাদানের ফলে হত্যার জন্য নীত কিশোরটি বাঁচিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই ঘৃণ্য ও বীভৎস কাজে লিপ্ত সশস্ত্র আততায়ীদের ছুরিকাঘাতে আহত হইয়া ডাঃ বসু শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ডাক্তারখানা পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে স্থানত্যাগ না করিলে তাহাকে হত্যা করা হইবে বলিয়া শাসানো হইতেছে, এরূপ অভিযোগও নাকি পুলিশ পাইয়াছে। এসব দেখিয়া-শুনিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে হয়, এ রাজ্যে সত্যই কি কোন প্রশাসনের অস্তিত্ব আছে? এক হাস্যকর নির্লজ্জতা নিত্য নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়া চলিয়াছে। আর তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া প্রতিদিন মানুষের প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলিয়াছে। এ কথা সত্য যে, পুলিশ বা সৈন্যের রাজ্যের সব স্থানে সব সময় উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা কি সত্যই অসম্ভব যাহাতে রক্তপিপাসু দুর্বৃত্তেরা মানুষের মাথা লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিতে সাহসী না হয়। ডাঃ বসুর মতো নির্ভীক ও মহৎপ্রাণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য কোন ব্যবস্থার ত্রুটি করা হয় নাই, ইহাই আমরা দেখিতে চাই।

পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহ এবং ভারত

রাজধানী রাজনীতি

রণজিৎ রায়

দেশ বিভাগের অব্যবহিত পর থেকেই ভারত এবং পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটানা শনির দৃষ্টি চলেছে। উভয়েই উভয়কে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একঘরে এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দুর্বল করে তোলার চেষ্টা করেছে। ১৯৬৫ সালে কচ্ছের রাণ অঞ্চলে ছোট ধরনের লড়াই ছাড়াও দেশ দুটি দু'বার পুরোদস্তুর যুদ্ধ করেছে পরস্পরের বিরুদ্ধে। তাতে সমস্যা কিছুই কমেনি; বরং নতুন সমস্যার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। বাণিজ্যিক সম্পর্কের দ্বারা দু' দেশই লাভবান হতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের পর থেকে তা বন্ধ।

সাম্প্রদায়িক রঙ না থাকলে একের আভ্যন্তরীণ গোলযোগে অন্যে উদ্বিগ্ন হয়নি কখনো। পশ্চিম পাকিস্তানের মাথায় ভারত-রূপ ব্যথাটি তো নিত্য কামড়াচ্ছে। আভ্যন্তরীণ সমস্যার স্তূপ থেকে লোকের দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে দেবার জন্য ইসলামাবাদ ভারত-বৈরিতাকে সব সময়েই কাজে লাগাচ্ছে। গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে জঙ্গী শাসন বলবৎ করার ব্যাপারেও পাকিস্তানী জঙ্গী নেতারা ভারত-বৈরিতার টোপ পাকিস্তানের মানুষকে গিলিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের পানজাবিদের কাছে এ ধরনের সামরিক শাসনই পরম উপাদেয়। এর দ্বারা তারা পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার করে তার সম্পদ লুটে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ঋদ্ধি বাড়াতে পেরেছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলেছেন ঃ এমন এক সময় ছিল যখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর যে শোষণ এবং নির্যাতন চালানো হয়েছে তার থেকে তাদের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা ভারত-বিরোধিতাকে কাজে লাগিয়েছে। পুরো দুই দশক ধরে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি দমিয়ে দেওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান তিন প্রধানমন্ত্রী সমেত পূর্ব পাকিস্তানের অনুগত নেতাদের কাজে লাগিয়েছে। মাঝে মাঝে পূর্ব পাকিস্তানের দাবি পূরণের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। নিষ্ঠুরভাবে সে দাবির কণ্ঠ রোধ করে দেওয়া হয়েছে। অবশেষে এসেছে হিসাব-নিকাশের দিন।

*

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ অতীতে এ ব্যাপারে এক গৌরবজনক ভূমিকা নিয়েছেন; নিচ্ছেন এখনো। ১৯৪৮ সালেই ওদের কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়। মোহাম্মদ আলি জিন্না পূর্ববঙ্গের উপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের বহু ছাত্র নিজেদের জীবন বলি দিয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন।

ভাষার প্রশ্নে যে বাঙালী জাতীয়তা-বোধের জন্ম তা শীঘ্রই প্রশাসনিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে পানজাবি-প্রভুত্বের বিরুদ্ধেও বাঙ্ময় হতে শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানের দ্বারা অর্জিত বিদেশী মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের ভোগে লাগানো হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিমী মালিকদের কলকারখানা থেকে লক্ষ মুনাফাও পশ্চিমে চালান হয়ে যায়। এমন কী বিদেশী সাহায্যেরও অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানকেই দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য দ্রুত প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ক্রমশ দরিদ্রতর আর পশ্চিম পাকিস্তান সমৃদ্ধতর হয়ে উঠতে থাকে।

*

পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন অনেকগুলি পর্যায় পেরিয়ে এসেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের পানজাবি-প্রভুরা ওই আন্দোলন দমনে হেন কৌশল নেই যে প্রয়োগ করেনি। কিন্তু আন্দোলন দমিত তো হয়নিই, বরং প্রতি পর্যায়ে তা আরো জোরদার হয়ে উঠেছে। এ আন্দোলন দমনের সর্বশেষ কৌশলটি করেছিলেন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজিয়ে। কিন্তু তাঁর কৌশল তাঁকেই হেনেছে। আয়ুব খাঁ ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন; আর যে মুজিবুর রহমানকে ভারতের চর বলে তিনি জেলে পুরে দিয়েছিলেন সেই শেখ জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন পূর্ব-পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতারূপে।

বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পশ্চিমের শোষণমুক্ত হওয়া এবং স্বায়ত্ত-শাসন অর্জনের জন্য মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং জনাব ভুট্টো আপসের সব রাস্তাই বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু মুজিবুর তাঁর ছয় দফা দাবিতে অটল। বর্তমান গোল-যোগের পরও দুই পাকিস্তান এক রাষ্ট্র হিসাবেই হয়ত টিঁকে থাকবে; কিন্তু আওয়ামি লিগের শর্ত মেনে না নিলে 'বাংলা দেশের' (অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান) সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক অবশ্যই আর আগের মত থাকবে না।

পাশ্চাত্যের কূটনীতিবিদ্‌রা মোটা-মুটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আগামী দু'-এক বছরের মধ্যেই পাকিস্তান টুকরো হয়ে যাবে; তা যদি না যায় তা হলেও মূল ক্ষমতা প্রদেশগুলির হাতেই চলে যাবে। পূর্ব পাকিস্তানের দাবি যদি গৃহীত হয়, তা হলে পশ্চিম পাকিস্তানের নানা ভাষাভাষী সম্প্রদায়ও তাদের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসতে বাধ্য। পশ্চিম পাকিস্তানে অনেকেই শ্রীভুট্টোকে এই বলে সমালোচনা করেছেন যে, তাঁর একগুঁয়ে মনোভাবের ফলে পাকিস্তানই ভেঙে যেতে বসেছে। শ্রীভুট্টো নিজে সিনধি। পানজাবিরা পূর্ব পাকিস্তানকে দমিয়ে রাখার জন্য কিছুকাল হয়ত তাঁকে কাজে লাগাতে পারবেন; কিন্তু পাঠান বা বালুচিরা চিরকাল এ নীতি মেনে নিয়ে চুপ করে থাকবেন না। তাঁদেরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।

পাকিস্তানের ঘটনাধারা, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রচণ্ড বিক্ষোভের চেহারায় নয়াদিল্লিও খুশি। সাধারণত পাকিস্তানে গোলযোগ বাধলে দিল্লি খুশিই হয়; কারণ, তার দ্বারা পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ঝামেলার আশংকা কমে। কিন্তু এবারের ঘটনার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। পাকিস্তান যদি দু' ভাগ হয়ে যায়, কিংবা পূর্ব পাকিস্তান যদি সত্যিকারের রাজনীতিক ও আর্থনীতিক স্বায়ত্তাধিকার লাভ করে, তা হলে ভারতের উপর তা গভীর প্রভাব ফেলবে।

ভারত অবশ্য গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু আর্থনীতিক সংগঠনের দিক থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে তার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। আমরা সর্বশক্তিমান কেন্দ্রের অধীনে এক কেন্দ্রীকৃত অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। এ ব্যবস্থায় কতগুলি রাজ্য অন্যান্য রাজ্যের সম্পদ পেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। সে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ উৎপাদন করে এবং বিদেশী মুদ্রা দেশে আনে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের তুলনায় তার অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আঞ্চলিক বৈরিতা ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠছে। রাজ্যের হাতে অধিকতর আর্থিক অধিকার দেবার দাবিও বর্ধমান। ভারত যে বর্তমানে এক সংকটজনক অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহে ভারত সরকার কিছুটা নিশ্চিন্ত ঃ সীমান্তে কিছুদিন গোলযোগ কম থাকবে। কিন্তু যারা পাকিস্তান দু' ভাগ হয়ে যাবে মনে করে ভারত সরকার তাদের দলে নেই। পাকিস্তানে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার দিন কয়েক পর ভারত সরকারের জনৈক অফিসার কয়েকজন সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেন, "পাকিস্তান টুকরো টুকরো হয়ে যাক—এটা আমরা চাই না।" তিনি কী বলছিলেন সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়ই সচেতন ছিলেন।

*

পূর্ব পাকিস্তান যদি পৃথক দেশ হয়ে দাঁড়ায় তা হলে সে ভারতের সীমান্তে একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াবে। আমেরিকা, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন—সকলেই তাকে হাত করার জন্য উঠে-পড়ে লাগবে। তা ছাড়া, নয়া দিল্লির ধারণা ঃ পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র বা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন হয়ে দাঁড়ালে পুরো উপ-মহাদেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।

দেশের পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে প্রথমে এর প্রভাব পড়বে, পরে তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক সফরকালে শ্রীমতী গান্ধী দেখে এসেছেন সে রাজ্যের তরুণ সম্প্রদায়, এমন কী যুব কংগ্রেসের সদস্যরাও পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনায় দারুণ উত্তেজিত। সি পি এম ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের জন্য অধিকতর ক্ষমতার দাবি জানিয়েছে। শ্লোগানটা গেয়ে গেলে নয়া দিল্লির পক্ষে তা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। পশ্চিম-বঙ্গের দৃষ্টান্ত অন্যান্য রাজ্যও অনুসরণ করতে পারে। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনায় ভারত সরকারের উদ্বিগ্ন বোধ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

হামিদ খান ও ইয়াংচিয়ে ঃ পাকিস্তানের নির্বাচনের দু'মাস সাতদিন পর ১৫ ফেব্রুয়ারি পিনডিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান আবদুল হামিদ খান ও চীনের যোগাযোগমন্ত্রী ইয়াংচিয়ে।

ভুট্টো ঃ চীনের বিশ্বস্ত এজেন্ট

পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে নাকি "হিন্দুস্থান"—ভারত নয়।

কাইয়ুম-পন্থী মুসলিম লীগের নেতা কাইয়ুম খান, জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক চক্র আজ পরস্পরের খুবই কাছাকাছি। যে কোনভাবে পূর্ববঙ্গের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করতে এঁরা একজোট। এই কাইয়ুম-পন্থী মুসলিম লীগ হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজ তুলেছে যে, কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র বিশেষত "হিন্দুস্থান"-ই নাকি শেখ মুজিবর রহমানকে দিয়ে তাঁর 'ছয়-দফা' দাবি তুলিয়েছে কারণ পূর্ব-পাকিস্তান দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তারা 'বাংলাদেশ'কে ভারত ও চীনের মধ্যে একটি 'বাফার স্টেট'-এ পরিণত করবার ষড়যন্ত্র করেছে।

কাইয়ুম গোষ্ঠীর এই দুরভিসন্ধি-মূলক জিগির কি পূর্ব-বাংলার প্রতি ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের কাণ্ডজ্ঞানহীন ও বেপরোয়া পলিসির পিছনে চীনের প্ররোচনার কোন ইঙ্গিত? এ প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে উঠেছে।

এ সন্দেহ আরও দৃঢ় হচ্ছে যখন দেখা যাচ্ছে যে, পাকিস্তানের নির্বাচনের মাত্র সাতাশ দিন আগে ১০ নবেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চীন সফরে গিয়েছিলেন এবং সে দিনই পিকিং-এর "পিপলস গ্রেট হল"-এ ইয়াহিয়া-চৌ-এন-লাই মোলাকাতের পর চীনা প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, চীন পাকিস্তানের 'সংহতি' বা অখণ্ডতা সংরক্ষিত করার জন্য 'দৃঢ় সমর্থন' দিয়ে যাবে। ইনডিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা তো ছিলই। এ ছাড়া নির্বাচনের মাত্র দু' মাস পরেই ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে চীনের যোগাযোগ মন্ত্রী ইয়াং চিয়ে পাকিস্তানে এসে একই কথা বলেছিলেন। তিনি যখন রাওয়াল-পিনডিতে এ কথা বলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কিন্তু পাকিস্তানের অসামরিক যোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন পাকিস্তান আর্মির চীফ অফ স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান। যে জেনারেল সাহেবের হুকুমে এখন আরেক জেনারেল তার "বস্" ইয়াহিয়া খান ওঠাবসা করছেন বলে শোনা যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবর রহমান প্রথমে এই ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসাতে প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেছিলেন।

ভারতের প্রতি শত্রুতায় পাকিস্তান ও চীন দীর্ঘদিন থেকেই একজোট। ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ভারত-বিদ্বেষী ভুট্টো এ ব্যাপারে চীনের বিশ্বস্ত এজেন্ট।

শেখ মুজিবর রহমান দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রতিবেশী ইনডিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন এ চীনের অভিপ্রেত না হওয়াই সম্ভব। অথবা পূর্ববঙ্গের মত সাত কোটি মানুষের একটি রাষ্ট্র স্বাধীন হয়ে পূর্বাঞ্চলে ভারতের ঘনিষ্ঠ মিত্র হোক এও চীন হয়তো চায় না।

এ ছাড়া চীন কোনদিনই শেখ মুজিবর রহমানকে সুনজরে দেখেনি। শেখ মুজিবর কমিউনিসট নন এবং তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে উগ্র চীন-পন্থীদের বিশৃঙ্খল আন্দোলনের বিরোধী। তাই চীনের চোখে শেখ সাহেব "প্রতিক্রিয়াশীল" এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের 'সৃষ্টি।' সুতরাং চীনের এও ভয় যে, তাঁর ক্ষমতায় আসা পূর্ববঙ্গে চীন-পন্থীদের পক্ষে বিরাট বাধা।

অবশ্য পূর্ব-পাকিস্তানের "স্বাতন্ত্র্য" চীনও হয়তো সমর্থন করবে যদি তা আসে "লাল" মৌলানা ভাসানি বা তাঁদের বিশ্বস্ত অন্য কোন নেতার নেতৃত্বে। কিন্তু যতদিন শেখ মুজিবর "বাংলাদেশে"র নেতা ততদিন ইয়াহিয়া-ভুট্টোকে "পাকিস্তানে" সংহতি রক্ষার জন্য মদৎ দেবার প্রতিশ্রুতি ও উসকানি দেওয়াই চীনের বর্তমান নেতৃত্বের পক্ষে স্বাভাবিক।

—অমিতাভ গুপ্ত

আহত নির্বাচন

বরাবর নির্বাচনের সময় দূরে গ্রামে থেকেছি। এবার চার মাস আগে থেকে পিলসুজের নিচে, খাস কলকাতা শহরে আছি। কিন্তু আসন্ন নির্বাচনের চৌকাঠে পা দিয়ে মনে হচ্ছে, অন্যবার দূরে থেকে নির্বাচনের উত্তাপকে যত কাছে পেয়েছি, এবার পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্রে থেকেও তা পাইনি। এরই মধ্যে নির্বাচনের আগে শেষ রবিবারটি এসেছে এবং চলে গেছে। অনেকে আশা করেছিলেন, উৎসাহের প্রদীপ নিভবার আগে এদিন শেষবারের মত জ্বলে উঠবে। তাঁদের সে আশা পূরণ হয়নি। নির্বাচনের পালে হাওয়া এদিনও তেমন লাগেনি। বলা যায়, এবার আর লাগল না। তবুও অবাঞ্ছিত অতিথির মত, বুধবার নির্বাচন আসবে। কিন্তু এতদিনের অভ্যস্ত অভ্যর্থনা এবার সে পেল না। পাবে না। সরকারী প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচন সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা কম হয়নি। কিন্তু বেতের এতো আঘাতেও মরা ঘোড়াটাকে কোনোক্রমেই দাঁড় করানো গেল না। দরিদ্রের মনোরথ যেমন হৃদয়ে উত্থিত হয়ে সেখানেই লীন হয়ে যায়, এবারের নির্বাচনী উৎসাহ তেমনি দেওয়ালকে আশ্রয় করে উঠে, দেয়ালেই নিঃশেষ হয়ে গেল। সভায়, শোভাযাত্রায়, শ্লোগানে সেই উৎসাহ তুবড়ির মত ছড়িয়ে পড়ল না।

কেন এমন হল? সাতষট্টি থেকে একাত্তর, চার বছরে তিনবার নির্বাচন হলে লোকের উৎসাহে ভাটা পড়তে বাধ্য বইকি। প্রতিদিন মৃত্যু ঘটলে শেষ পর্যন্ত কান্নার লোকও যে পাওয়া যায় না। এমনও হতে পারে যে, বার বার নির্বাচনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক দিক থেকে অভিজ্ঞতা ও পরিণতি লাভ করেছে। তারা যা করবার, করবে। বিভিন্ন দলের প্রচারে তারা বিভ্রান্ত হয় না, হবে না, রাজনৈতিক কর্মীরা একথা জানেন। তাঁরা বোধ হয় এও জানেন যে, এবার যাঁরা ভোট দিতে যাবেন, তাঁরা এমনিতেই ঝুঁকি নেবেন। সভা-শোভাযাত্রা-শ্লোগানে সামিল হয়ে বাড়তি ঝুঁকি নিতে তাঁদের অনেকেই চাইবেন না। তাঁরা যা করবার, নির্বাচনের দিন করবেন। অর্থাৎ রিহার্সেল ছাড়াই এবারের নাটক মঞ্চস্থ হবে। তাতে অভিনয়ের মান খুব নেমে যাবে, এমন আশঙ্কা নেই। কেননা, কুশীলবগণ, সকলেই বেশ কুশলী। সুতরাং সময়ে বরফ গলবে। রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গ এর আগেও পিছিয়ে থাকেনি। এবারও থাকবে না।

কথাটা বলছি, কিন্তু গলায় তেমন জোর পাচ্ছি না। পেতাম, যদি এবারের নির্বাচনের পটভূমি চোখের সামনে না ভাসত। সত্যি কথা বলতে কি, এমন বিষণ্ণ পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন এর আগে কখনও হয়নি। সাতষট্টির পর থেকে এ-রাজ্যে যা ঘটেছে, ঘটছে, তাতে বলা যায়, নির্বাচনের উৎস শুকিয়ে গেছে। এ নির্বাচন তাই কোনোক্রমেই আর উৎসবে পরিণত হতে পারবে না। তবুও, বাড়িতে অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকলে যেমন কালাশৌচের মধ্যেও তার বিয়ের আয়োজন করতে হয়, আত্মীয়স্বজন যেমন একহাতে চোখের জল মোছেন, আর একহাতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, এ-রাজ্যের অর্ধেকের বেশি ভোটদাতাও তেমনি নির্দিষ্ট দিনে দুরু দুরু বুকে বের হবেন এবং ভোট দিয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন।

তাঁরা করবেন। কিন্তু তাঁদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে যাঁরা বিধানসভায় যাবেন, তাঁরা কি করবেন? তাঁরা কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামো রক্ষার দায় শুধুমাত্র ভোটদাতাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে, যথাপূর্ব আবার দলীয়-উপ-দলীয়-ব্যক্তিগত কলহে লিপ্ত হবেন? সন্দেহ হয়, সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে তাঁরা উঠতে পারবেন না। একই পুরোনো নাটকের নতুন করে অভিনয় আবার শুরু হবে।

রাজনীতিতে শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতার স্থান নেই তাই নয়, দেখছি অকৃতজ্ঞদের স্থান আছে। কৃতজ্ঞতার স্থান যদি থাকত, তাহলে এবার যাঁরা ভোট দেবেন, সমগ্র দেশ তাঁদের প্রতি কৃতাঞ্জলি হয়ে থাকত। আর অকৃতজ্ঞদের স্থান না থাকলে, বার বার যাঁরা ভাগাভাগির, ভাঙাভাঙির খেলায় মেতেছেন, এবারও তাঁরা পাদপ্রদীপের সামনে আসতে পারতেন না।

সমগ্র দেশ আজ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে। কাল থেকে নির্বাচিতদের দিকে তাকাবে। তাঁরা যদি আমাদের আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে না পারেন, তাহলে আততায়ীর ছুরি যা পারেনি, তাঁরা তাই পারবেন। তাঁরা এবারের নির্বাচনকেও হত্যা করবেন।

—সুনীল চট্টোপাধ্যায়

ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য মারকিন প্রস্তাব

ওয়াশিংটন, ৯ মারচ—সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য মারকিন সরকার আজ ক্ষেপণাস্ত্রধ্বংসী প্রতিরক্ষাব্যবস্থার সীমিত সম্প্রসারণের প্রস্তাব দেন।

মারকিন প্রশাসন এই বছর ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী চতুর্থ ঘাটি নির্মাণের জন্য কংগ্রেসের কাছে অনুমোদন চেয়েছেন। বিমানবাহিনীর ওয়ারেন ঘাটি (ওয়াইওমিং-এ) বা রাজধানী ওয়াশিংটনের আশেপাশে এই ঘাটি স্থাপন করা হবে। কোথায় হবে তা ঠিক করবেন প্রেসিডেন্ট নিকসন।

—এ পি

জম্মু নির্বাচন কেন্দ্রে দুই স্থানে আবার ভোটগ্রহণের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৯ মারচ—নির্বাচন কমিশন আগামীকাল জম্মু লোকসভা কেন্দ্রের দুটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে আবার ভোট নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এখানে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, গত ৭ মারচ তারিখে বাদওয়ারা ও তাংদোর নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কিছু লোক জোর করে ভোটের বাক্স নিয়ে খুলে ফেলে।

—পি টি আই

অভিনেতা হ্যারলড লয়েডের মৃত্যু

হলিউড, ৯ মারচ ঃ নির্বাক চলচ্চিত্র যুগের প্রখ্যাত তারকা হ্যারলড লয়েডের মৃত্যু হয়েছে গতকাল। মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। তাঁর ৭৭ বছর বয়স হয়েছিল।

সেকালের ছবি যাঁরা দেখেছেন, কাঁচহীন-চশমা-পরা হ্যারলড লয়েডের স্মৃতি তাঁদের মনে নিঃসন্দেহে আজও অম্লান। ওই চশমা দিয়েই তাঁকে চেনা যেত। তার ভিতর দিয়ে লয়েড বিরূপ জগতের দিকে রহস্যময় চোখে তাকিয়ে থাকতেন। লয়েড-অভিনীত কয়েকটি বিখ্যাত জনপ্রিয় ছবি ঃ 'এ সেলফ মেড ম্যান, 'দ্য ফ্রেশ ম্যান' ইত্যাদি।

—এ পি

ইয়াহিয়া-চু এন-লাই ঃ পাকিস্তানের নির্বাচনের সাতাশ দিন আগে ১০ নবেমবর পিকিঙে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই।

উদ্বাস্তুদের শিক্ষার জন্য আড়াই কোটি টাকা মঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ৯ মারচ—১৯৬৩ সালের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের শিক্ষার জন্য ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। এর ফলে ৮৫,৮০০ ছাত্র উপকৃত হবেন। ১৮০০ উদ্বাস্তু ছাত্র ওই অর্থে কলেজে পড়তে পারবেন।

১৯৬৪ সালের ১ জানুয়ারির পর সাড়ে সাত লক্ষাধিক লোক পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। তার বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গে রয়ে গিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের কাজ-কর্ম পর্যালোচনা কমিটি এই সব উদ্বাস্তুদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য যথোপযুক্ত আর্থিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়ার সুপারিশ করেন। কমিটির সুপারিশের পর কেন্দ্রীয় সরকার ওই অর্থ মঞ্জুর করেছেন।

ওই অর্থ থেকে স্কুলবাড়ি তৈরি হবে, স্কুলের আসবাবপত্র কেনা যাবে। এই অর্থে ছাত্রদের জন্য বইয়ের ব্যবস্থা হবে, শিক্ষকের বেতন ও ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থাও হবে।

—পি টি আই

গুলি, ছুরি, বোমায় এগারজন নিহত

স্টাফ রিপোর্টার

মঙ্গলবার শোভাবাজার স্ট্রীটে একটি বাড়িতে আগুন লাগালে এবং পুলিশ পিকেট আক্রান্ত হলে পুলিশের গুলিতে একজন নিহত হন। মাণিকতলায় একজন কনসটেবল খুন হয়েছেন। বনগাঁয়ে বোমা বিস্ফোরণে তিনজন যুবক নিহত হন। হুগলি জেলায় চণ্ডীতলায় একজন ব্যবসায়ীকে হত্যা করা হয়। হুগলির মগরা এবং বর্ধমানের শ্রীখণ্ডে খুন হয়েছেন দুজন। কাকদ্বীপ ও নামখানায় পাওয়া যায় দুটি মৃতদেহ। সব মিলিয়ে সোম-মঙ্গল চব্বিশ ঘণ্টায় পঃ বঙ্গে মোট নিহত এগার।

লালবাজারে পুলিশের এক মুখপাত্র জানান: মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ শোভাবাজার স্ট্রীটে একটি পুলিশ পিকেট আক্রান্ত হয়। ঘন ঘন বোমা পড়তে থাকে। যে বাড়িতে ওই পুলিশ পিকেট ছিল তাতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। একদল লোক শোভাবাজার স্ট্রীটে ব্যারিকেড রচনা করে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। বোমায় একজন সি আর পি আহত হন। পুলিশ রিভলবার থেকে দু রাউনড গুলি ছোঁড়ে। একজন মারা যান। পুলিশ গিয়ে ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলে এবং আগুনও নিভিয়ে ফেলা হয়।

কনসটেবল খুন

এদিন দুপুরে মাণিকতলা থানা এলাকায় শ্রীঅনিল চক্রবর্তী নামে একজন কনসটেবল একদল যুবকের বোমা ও ছোরার আঘাতে নিহত হন।

প্রকাশ, মুরারিপুকুর রোডে একটি দেশলাই কারখানার কাছাকাছি নিজ বাড়ি থেকে কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার মুখেই শ্রীচক্রবর্তী আক্রান্ত হন। প্রথমে বোমা ছোঁড়া হয় এবং তারপর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পর পর কয়েকবার ছোরা চালানো হয়। শ্রীচক্রবর্তীর কাছে রিভলবার ছিল, কিন্তু তিনি তা ব্যবহারের সুযোগ পাননি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

বনগাঁয় বোমা ফেটে তিনজন নিহত

বনগাঁ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, মঙ্গলবার তিনজন যুবক বোমা ফেটে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। নিহত তিনজন যুবকের মধ্যে দুজনের নাম নিমাই দাস ও শ্যামল মালাকার। তৃতীয় জনের নাম জানা যায়নি। বনগাঁর পৌর এলাকার মধ্যে শক্তিগড়ে এক বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশের অভিযোগ, বোমা তৈরির সময়ই এই বিস্ফোরণ ঘটে।

চণ্ডীতলায় ব্যবসায়ী খুন

হুগলির চণ্ডীতলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে মঙ্গলবার বিকালে একজন ব্যবসায়ী শ্রীআশুতোষ ঘোষ (৫৮) আততায়ীর ছুরিকাঘাতে মারা গিয়েছেন। পুলিশের সন্দেহ এ কাজ নকশালপন্থী বলে বর্ণিতদের। বাড়ি থেকে একটি পাইকারি আড়তে যাওয়ার সময় শ্রীঘোষ আক্রান্ত হন।

বর্ধমান জেলায় দুজন খুন

স্টাফ রিপোর্টার আরও জানাচ্ছেন রবি ও সোমবার হুগলি জেলার মগরা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানা এলাকার কয়েকটি ঘটনায় একজন পুলিশ নিহত, একজন এ এস আই এবং চারজন কনসটেবল গুরুতর আহত হন। ছুরিকাঘাতের ফলে শ্রীখণ্ডে আর এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

রবিবার রাত সাড়ে আটটায় মগরা থানা এলাকার চন্দ্রহাটি শহর ফাঁড়ির শ্রীআশিস সরকার অজ্ঞাত আততায়ীর ছোরার আঘাতে মারা যান। শ্রীসরকার ত্রিবেণী টিস্যু ওয়ারকারস কলোনীর দিকে যাচ্ছিলেন।

সোমবার কাটোয়া থানা এলাকার এ এস আই শ্রীপ্রতাপ চক্রবর্তী থানার কাছে গুরুতরভাবে ছুরিকাহত হন। শ্রীখণ্ডে শ্রীঅদন সিংহ ছুরিকাঘাতের ফলে মারা যান।

ওইদিন কাটোয়া শহরে একটি টাকে যাওয়ার সময় বোমা নিক্ষেপের ফলে চারজন কনসটেবল গুরুতর আহত হন।

কাকদ্বীপে ও নামখানায় দুটি নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

কাকদ্বীপ, ৯ মারচ—আজ সকালে এখান থেকে কিছু দূরে রঞ্জন হালদার নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। শ্রীহালদারকে হত্যা করা হয়েছে পুলিশ সন্দেহ করছে। পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

এ ছাড়া গতরাত্রে নামখানায় শ্রীসন্তোষ সেন (৩৪) নামে এক ব্যক্তিকে কে বা কারা হত্যা করে। এ সম্পর্কে পুলিশ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস ভস্মীভূত

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ বারাসতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের একখানা ডিলুকস বাস সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। বাসের আগুন নেবাবার জন্য দমকল গেলে কর্মীরা আক্রান্ত হন এবং বোমায় দুজন কর্মী আহত হন।

পুলিশী সূত্রে প্রকাশ, সকালের দিকে কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের দিকে যাওয়ার সময় বারাসত এলাকায় কল্যাণী রোডে একদল সশস্ত্র যুবক রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস থেকে যাত্রীদের ভয় দেখিয়ে নামিয়ে দেয়। পরে পেটরোল ছিটিয়ে বাসে আগুন দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বারাকপুর থেকে দমকল ঘটনাস্থলে গেলে বাধা পায় এবং তাঁদের লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হলে দুজন দমকলকর্মী আহত হন।

হাবড়ায় একজন গুলিবিদ্ধ

এদিন হাবড়ার আসরাফাবাদ এলাকায় বন্দুকের গুলিতে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। আহত ব্যক্তির নাম শ্রীসুজিতলাল রক্ষিত। বয়স ত্রিশ। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশী সূত্রে প্রকাশ, একদল যুবক পাইপগান, বোমা, তলোয়ার নিয়ে ওই এলাকায় হানা দিলে সংঘর্ষ বাধে। খবর পেয়ে সামরিকবাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

চুঁচুড়ায় হেড কনসটেবল আক্রান্ত

হুগলির চুঁচুড়া থানার হেড কনসটেবল শ্রীঅশোক দাস (৩০) সোমবার রাত্রে ডিউটিতে যাওয়ার সময় থানার ৫০ গজের মধ্যে ঘড়ি স্তম্ভের কাছে চারজনের এক যুবক দলের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে জখম হন। আক্রমণকারীদের হাতে বল্লম ও খাঁড়া ছিল।

শ্রীদাস দু'জন যুবককে ধরে ফেলেন। পরে পুলিশ ওই থানা এলাকারই কনকশালীতে হানা দিয়ে আটটি বোমা আটক করে।

কালনায় বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণ

কালনা থেকে পি টি আইয়ের খবর: সোমবার রাত্রে কালনা শহরের কেন্দ্রস্থলে এক দোতলা বাড়িতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে বাড়ির দুটি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ঘরের জানালার ধারে ও আশেপাশে রক্তমাখা ছিন্ন কাপড়চোপড় পাওয়া যায়। কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

পুলিশের অভিযোগ, বোমা তৈরির সময়ই এই বিস্ফোরণ হয়।

দুর্গাপুরে বন্দুক ছিনতাই

দুর্গাপুর থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, গত রবিবার রাত্রে ইস্পাতনগরীর 'বি' জোনে ছোরা ও পাইপগান দেখিয়ে একজন ডাক্তারের একটি বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

জলপাইগুড়িতে তল্লাসি

জলপাইগুড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সোমবার রাতে সোনাউল্লা স্কুলের নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা মিলিটারি দিয়ে ঘিরে তল্লাসি চালানো হয়। পুলিশ নয়জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশের অভিযোগ, এর আগে সেখানে একটি সি আর পি পিকেটের উপর বোমা ছোঁড়া হয়েছিল। কেউ আহত হয়নি।

এদিন মাসকলাইবাড়ির কাছে পুলিশ ফাঁড়িতেও আগুন লাগানো হয়।

কয়লাখনি অঞ্চলে অস্ত্র উদ্ধার

মঙ্গলবার বর্ধমান থেকে ইউ এন আই জানাচ্ছেন, গত কয়েকদিন যাবৎ আসানসোল-রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে ব্যাপক তল্লাসি করে বাইটি তাজা বোমা, প্রচুর পটাসিয়াম ক্লোরাইড ও বোমা তৈরির অন্যান্য মাল-মশলা, বেশ কিছু ডিটোনেটার ফিউজ, তরবারি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বর্ধমানের জেলা ম্যাজিসট্রেট সুজিত ব্যানারজি এই খবর জানান। বুধবার যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গৃহীত হতে পারে জেলা কর্তৃপক্ষ সেজন্য ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছেন।

নবকংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু প্রসঙ্গ

হাবড়ায় সোমবার বোমায় আহত যে নবকংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু হয় তাঁর নাম শ্রীশান্ত দাস। নবকংগ্রেস মহল থেকে জানানো হয় আহত শ্রীবাবলু দাস, শ্রীনির্মল দাস ও শ্রীদিলীপ সামন্ত আর জি কর হাসপাতালে আছেন।

বেলেঘাটায় গুলি

পুলিশের অভিযোগ, মঙ্গলবার পুলিশের একটি বেতার ভ্যানের উপর বেলেঘাটার নারকেলবাজারের কাছে বোমা পড়ে। পাইপগানও ছোড়া হয়। পুলিশ রিভলবার থেকে দু রাউনড গুলি ছোড়ে। দুজন আহত হয়। তাঁদের একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের খবর তিনি সি পি এম সমর্থক।

ফুলবাগানে গুলি

ফুলবাগানের ষষ্ঠীতলা লেনেও পুলিশ মঙ্গলবার দু রাউনড গুলি ছোড়ে। পুলিশের অভিযোগ, একটি স্কুলের ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসে একজন এস এস আই দেখতে পান তিনজন যুবক বোমা তৈরি করছে। তিনি চ্যালেনজ করলে ওরা পালাবার চেষ্টা করে। তিনি ছ রাউনড গুলি ছোঁড়েন। দুজন আহত হন। একজন পালিয়ে যান। একজনকে গ্রেফতার করা হয়।

হাওড়ায় সুদের কারবারি নিহত

মঙ্গলবার হাওড়ার টিকিয়াপাড়া স্টোর ইয়ারডের কাছে শ্রীযশোবন্ত সিং (৩৫) নামে একজন সুদের কারবারি ছুরিকাঘাতে নিহত হন বলে জানা গিয়েছে।

বর্ধমানে যুবকের মৃতদেহ

মঙ্গলবার বর্ধমানের দেবখালে পুলিশ এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে বলে ইউ এন আই জানান।

মৃতদেহে কয়েকটি ক্ষতচিহ্ন আছে বলে পুলিশ জানায়।

তির্যক

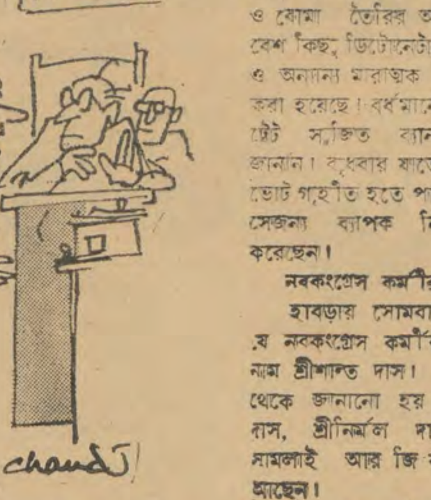

সারারাত বোমার শব্দ শুনে মঙ্গল নামটা ভুলে গেছি।

ভোট গণনা কবে, কোথায়

স্টাফ রিপোর্টার

ভোট গ্রহণের পরদিন, বৃহস্পতিবারই বিধানসভার ভোট গণনা শুরু হচ্ছে। শেষ হবে শনিবার। লোকসভার চল্লিশটি আসনের ভোটগণনা হবে দুদিন—শনিবার ৩৪টি কেন্দ্রের এবং রবিবার ৬টি কেন্দ্রের।

বিধানসভার ২৭৭টি কেন্দ্রের মধ্যে প্রথম দিন ভোট গণনা হবে ১০৮টি কেন্দ্রে, দ্বিতীয় দিন ৮৯টি এবং তৃতীয় ও শেষ দিনে বাকি ৮০টি কেন্দ্রের।

এবার ভোট গণনা হচ্ছে নতুন নতুন জায়গায় এবং গতবারের ব্যবস্থার নানা পরিবর্তন ঘটছে। যেমন ঘিঞ্জি জায়গা ছেড়ে এবার খোলামেলা জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে।

১১ মারচ যে সব কেন্দ্রের ভোট গণনা

কলকাতা: কাশীপুর, শ্যামপুকুর (কেবল লোকসভা কেন্দ্র), জোড়াবাগান, জোড়াসাঁকো, কবিতীর্থ, আলিপুর, ঢাকুরিয়া, বেলেঘাটা (দক্ষিণ), ইনটালি, শিয়ালদহ, বিদ্যাসাগর।

চব্বিশ পরগণা: বাগদা, বারাসত, রাজারহাট, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, বসিরহাট, হাসনাবাদ, বারুইপুর, বেহালা (পূর্ব), বেহালা (পশ্চিম), গারডেনরিচ, বজবজ, বিষ্ণুপুর (পশ্চিম), বিষ্ণুপুর (পূর্ব), ফলতা, ডায়মনডহারবার, মগরাহাট (পশ্চিম), কুলপি, নৈহাটি, ভাটপাড়া, নোয়াপাড়া, টিটাগড়, খড়দহ।

হাওড়া: হাওড়া (উত্তর), হাওড়া (মধ্য), ডোমজুড়, উলুবেড়িয়া (উত্তর), উলুবেড়িয়া (দক্ষিণ)।

হুগলি: জাঙ্গীপাড়া, চণ্ডীতলা, চাঁপদানি, চন্দননগর, চুঁচুড়া, পোলবা, বলাগড়, পানডুয়া, ধনিয়াখালি, তারকেশ্বর, আরামবাগ, গোঘাট।

মেদিনীপুর: ঘাটাল, পাঁশকুড়া (পশ্চিম), তমলুক, কাঁথি (দক্ষিণ), মেদিনীপুর, নারায়ণগড়, কেশিয়ারি, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম।

পুরুলিয়া: জয়পুর, পারা, হুরা।

বাঁকুড়া: তালডাঙ্গরা, ইঁদপুর, বড়জোড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী।

বর্ধমান: হীরাপুর, কুলটি, রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুর, ফরিদপুর, ভাতার, গলসি, বর্ধমান (উত্তর), বর্ধমান (দক্ষিণ), কালনা, নাদনঘাট, কাটোয়া।

বীরভূম: বোলপুর, সিউড়ি, হাঁসন।

পশ্চিম দিনাজপুর: চোপরা, গোয়ালপোখর, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ।

জলপাইগুড়ি: ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ।

মুরশিদাবাদ: জঙ্গীপুর, সাগরদীঘি, লালগোলা, ভগবানগোলা, হরিহরপাড়া, বহরমপুর, বেলডাঙ্গা, কান্দি, খড়গ্রাম।

দারজিলিং: জোড়বাংলো, ফাঁসিদেওয়া।

১২ মারচ ভোট গণনা হচ্ছে

হাওড়া: জগৎবল্লভপুর, পাঁচলা, সাঁকরাইল, শ্যামপুর, বাগনান, কল্যাণপুর।

হুগলি: উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, সিঙ্গুর, হরিপাল, পুড়শুড়া, খানাকুল।

মেদিনীপুর: চন্দ্রকোণা, দাসপুর, পাঁশকুড়া (পূর্ব), ময়না, মহিষাদল, ভগবানপুর, খেজুরি, কাঁথি (উত্তর), পিংলা, গড়বেতা, শালবনী, খড়্গপুর, খড়্গপুর (স্থানীয়), নয়াগ্রাম, বীণপুর।

পুরুলিয়া: ঝালদা, রঘুনাথপুর, কাশীপুর।

বীরভূম: নানুর, রাজনগর, মৌড়েশ্বর, নলহাটি।

নদীয়া: নাকাশীপাড়া, চাপড়া, হাঁসখালি, শান্তিপুর, রাণাঘাট (পূর্ব)।

বর্ধমান: বরবাণি, আসানসোল, জামুরিয়া, আউসগ্রাম, খণ্ডঘোষ, রায়না, জামালপুর, মেমারি, মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম।

পঃ দিনাজপুর: করণদীঘি, ইটাহার, কুসমুনডি, বালুরঘাট, তপন।

জলপাইগুড়ি: কুমারগ্রাম, কালচিনি, ফালাকাটা, নাগরাকাটা, ময়নাগুড়ি, মাল।

মুরশিদাবাদ: ফারাক্কা, সুতি, নবগ্রাম, মুরশিদাবাদ, জলঙ্গী, ডোমকল, নওদা, বারোঞা, ভরতপুর।

দারজিলিং: কালিমপঙ, দারজিলিং, শিলিগুড়ি।

কোচবিহার: মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার (পশ্চিম), দিনহাটা, কোচবিহার (উত্তর), কোচবিহার (দক্ষিণ), তুফানগঞ্জ।

মালদহ: মালদহ, ইংলিশ বাজার, মানিকচক, সুজাপুর, কালিয়াচক।

১৩ মারচ—ভোট গণনা

কলকাতা: বড়বাজার, বহুবাজার, চৌরঙ্গী, কালীঘাট, রাসবিহারী এভেনিউ, টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, তালতলা, বেলেঘাটা (উত্তর), মানিকতলা, বড়তলা, বেলগাছিয়া।

চব্বিশ পরগণা: বনগাঁ, গাইঘাটা, অশোকনগর, দেগঙ্গা, হাবড়া, হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা, সন্দেশখালি, হাড়োয়া, বাসন্তী, ক্যানিং, কুলতলি, জয়নগর, সোনারপুর, ভাঙড়, যাদবপুর, মগরাহাট (পূর্ব), মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, বীজপুর, পানিহাটি, কামারহাটি, বরাহনগর, মহেশতলা।

হাওড়া: বালি, হাওড়া (দক্ষিণ), শিবপুর, আমতা, উদয়নারায়ণপুর।

মেদিনীপুর: সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, নরঘাট, রামনগর, এগরা, মুগবেড়িয়া, পটাশপুর, ডেবরা, কেশপুর, গড়বেতা (পশ্চিম), দাঁতন।

পুরুলিয়া: বান্দুয়ান, আরশা, পুরুলিয়া ও মানবাজার।

বাঁকুড়া: রানীবাঁধ, ছাতনা, গঙ্গাজলঘাঁটি, বাঁকুড়া, ওন্দা, কোতুলপুর ও ইনদাস।

বীরভূম: লাভপুর, দুবরাজপুর, মহম্মদবাজার, রামপুরহাট ও মুরারই।

জলপাইগুড়ি: আলিপুরদুয়ার ও মাদারিহাট।

নদীয়া: করিমপুর, তেহট্ট, কালিগঞ্জ, চাকদহ, হরিণঘাটা।

মালদহ: হবিবপুর, গাজোল, খরবা, হরিশ্চন্দ্রপুর ও রতুয়া।

লোকসভা কেন্দ্রের ভোটগণনা

১৩ মারচ যেসব কেন্দ্রে ভোট গণনা হচ্ছে: বারাকপুর, কলকাতা উত্তর-পশ্চিম, কলকাতা উত্তর-পূর্ব, কলকাতা দক্ষিণ, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর, হুগলি, আরামবাগ, ঘাটাল, তমলুক, কাঁথি, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, আউসগ্রাম, আসানসোল, বর্ধমান, কাটোয়া, বোলপুর, বীরভূম, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দারজিলিং, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, মালদহ, জঙ্গীপুর, মুরশিদাবাদ, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর এবং নবদ্বীপ।

১৪ মারচ গণনা হচ্ছে: বারাসত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মনডহারবার এবং আলিপুর।

কত প্রার্থী, কত আসন, কত ভোটার

স্টাফ রিপোর্টার

এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা এবং লোকসভা আসনে প্রার্থী সংখ্যা আগের নির্বাচনের তুলনায় অনেক বেশি। ভোটার সংখ্যাও তাই—২ কোটি ১৫ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৫৫। গতবার ছিল ২ কোটি ৬ লক্ষের মত।

বিধানসভার দিক থেকে এখানে এবার দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী নির্বাচন। লোকসভার নির্বাচন পঞ্চম। নির্বাচন হচ্ছে লোকসভার ৪০টি এবং বিধানসভার ২৮০টি আসনের মধ্যে ২৭৭টি আসনে। বর্ধমানের উখরা, কলকাতার শ্যামপুকুর এবং ২৪ পরগণার দমদম কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত।

বিধানসভার প্রার্থী ১৩৮৫ জন এবং লোকসভার ১৯৫। গত ১৯৬৭ সালে বিধানসভা আসনে প্রার্থী ছিলেন ১০৫৮ এবং লোকসভায় ১৪০ জন। ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিধানসভার ২৮০টি কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন ১০১৯ জন। ১৯৬৭ সালে ভোট পড়েছিল শতকরা ৬০·৮ এবং ১৯৬৯ সালে শতকরা ৬৪·৮ ভাগ। এবার ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ২৭,২৪৩। নির্বাচন কর্মী—১ লক্ষ ৯০ হাজার, ভোটপত্র ৪৮ হাজার, ভোটের বাক্স—৩৫ হাজার।

এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দল: সি পি এম, নব কংগ্রেস, আদি কংগ্রেস, সি পি আই, এস এস পি, জনসঙ্ঘ, এস ইউ সি, পি এস পি, বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ারড ব্লক, আর এস পি, হিন্দু মহাসভা, গোরখা লীগ, লোকসেবক সংঘ, মারকসবাদী ফরোয়ারড ব্লক, মুসলিম লীগ, বলশেভিক পারটি (ইউ এল এফ) ওয়ারকারস পারটি, আর সি পি আই (ঠাকুর গ্রুপ), আর সি পি আই (অনাদি দাস গ্রুপ), আর সি পি আই (সুধীন কুমার), বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস, বিদ্রোহী পি এস পি, আর এস পি আই (এম এল)। ঝাড়খণ্ড, এফ এম ও এম, উত্তরখণ্ড, আজাদ হিন্দ সংঘ প্রভৃতি।

আপনার ভোট গোপন। এবার ভোট গণনাও নতুন পদ্ধতিতে। সব বুথের ভোটপত্র একসঙ্গে মিশিয়ে গোনা শুরু হবে। এলাকার ভোটের আলাদা হিসেব পাওয়া যাবে না।

নির্ভয়ে পছন্দমত প্রার্থীকে ভোট দিন।

বিভিন্ন রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনার কর্মসূচী

নয়াদিল্লি, ৯ মারচ—বিভিন্ন রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনার কর্মসূচী নিচে দেওয়া হল—

অন্ধ্র প্রদেশ (৪১টি আসন)—১০ ও ১১ মারচ। **আসাম** (১৪টি আসন)—১০, ১১ ১২ মারচ। **বিহার** (৫৩টি আসন)—১০ মারচ। **গুজরাট** (২৪টি আসন)—১০ মারচ। **হরিয়ানার** ৯টি আসনের ফল ১১, ১২ ও ১৩ মারচ ঘোষিত হবে।

জম্মু ও কাশ্মীর (৬টির মধ্যে ৫টি আসন)—১০ মারচ। **কেরল** (১৯টি আসন)—১২ মারচ ফল ঘোষিত হবে। **মধ্যপ্রদেশ** (৩৭টি আসন)—১০ ও ১১ মারচ। **মহারাষ্ট্র** (৪৫টি আসন)—১০ মারচ। **মহীশূর** (২৭টি আসন)—১০ মারচ। **নাগাভূমি** (১টি আসন)—১০ মারচ। **ওড়িশা** (২০টি আসন)—১০ মারচ। **পানজাব** (১৩টি আসন)—১২ মারচ ফল ঘোষিত হবে। **রাজস্থান** (২৩টি আসন)—১০ মারচ।

তামিলনাড়ু (৩৯টি আসন)—১৩ মারচ। **উত্তরপ্রদেশ** (৮৫টি আসন)—১০ ও ১১ মারচ। **পশ্চিমবাংলা** (৪০টি আসন)—১৩ মারচ।

—পি টি আই

ভারতীয়দের আসতে বলা হয়নি

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

১১৩ জন পশ্চিম-জাতমান নাগরিক পূর্ব বাংলা থেকে ব্যাঙ্ককের পথে আপন দেশের দিকে চলে গিয়েছেন।

ঢাকার মারকিন বাণিজ্য দূতাবাস থেকে জানানো হয়েছে, মারকিন নাগরিকদের অপসারণের প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি।

টোকিওর সংবাদে বলা হয়েছে, বিশেষ বিমান পাঠিয়ে তাঁরা ঢাকা থেকে ১৫০ জন জাপানী নাগরিককে সরিয়ে আনবেন বলে জাপানের বিদেশী মন্ত্রক স্থির করেছেন। ঢাকায় হাঙ্গামা ও অশান্তি বাড়তে পারে আশঙ্কায় এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও তাঁরা জানিয়েছেন।

ঢাকার জাপানী কনসাল বলেছেন, এখনও অসামরিক যাত্রী বিমান ঢাকা বিমান বন্দরে নামতে পারছে এবং এই সুযোগেই জাপানী নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়া উচিত হবে।

—ইউ এন আই, রয়টার

এবার সরাসরি লড়াই খুবই কম

স্টাফ রিপোর্টার

এবার পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা আসনে কোনও কেন্দ্রেই সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে না। বিধানসভায় সরাসরি লড়াই হচ্ছে মাত্র চারটি কেন্দ্রে—বরাহনগর, বেলেঘাটা উত্তর, বেলগাছিয়া এবং বীজপুরে।

গতবার অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার চল্লিশটি আসনের মধ্যে ৯টি আসনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। বিধানসভার প্রথম অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ১৯৬৯ সালে সরাসরি লড়াই হয় ৬৪টি আসনে।

এবার ২৭৭টি বিধানসভা আসনের মধ্যে পঞ্চমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বেশি—৮৭টি আসনে। লোকসভার ক্ষেত্রে—১৪টি আসনে।

যে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে সেখানে প্রার্থী হলেন: বরাহনগরে জ্যোতি বসু (সি পি এম) এবং অজয় মুখারজি (বাংলা কংগ্রেস), বেলেঘাটা উত্তর—কৃষ্ণপদ ঘোষ (সি পি এম) ও সুবোধ দে (ফঃ বঃ), বেলগাছিয়া—গণপতি শূর (নব কং) এবং লক্ষ্মী সেন (সি পি এম) ও বীজপুরে—জগদীশ দাশ (সি পি এম) এবং জগদীশ দাশ (নব কং)

গতবার ৬৪টি কেন্দ্রে সরাসরি লড়াইয়ে কংগ্রেস জয়ী হয় ৯টিতে। বাকি ৫৫টি যায় তদানীন্তন যুক্ত ফ্রনটের বিভিন্ন শরিকদল ও নির্দল প্রার্থীদের দখলে। শুধু সি পি এম প্রার্থী জয়ী হন ২৬টিতে।

এবারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকৃতি

বিধানসভার ২৭৭টি কেন্দ্রে—সরাসরি—৪, ত্রিমুখী—২৬টি, চতুর্মুখী—৬৬, পাঁচজন প্রার্থীর মধ্যে—৮৭, ছয়জনে—৫৯, সাতজনে—২৬ এবং ৮ জন করে প্রার্থী আছেন ৯টি আসনের জন্য।

লোকসভার ৪০টি আসনে—ত্রিমুখী—৫, চতুর্মুখী—১০, পাঁচজন করে প্রার্থী—১৪, ছয়জন করে—৮, সাতজন করে—২ এবং আটজন প্রার্থী আছেন ১টি আসনে।

নব কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না

—শ্রীরাম

নয়াদিল্লি, ৯ মারচ—নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম আজ এখানে বলেন, বর্তমান নির্বাচনের পর নব কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা নেই।

সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেন, সর্বসম্মতিক্রমেই নেতা নির্বাচিত হবেন। তবে দলের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন প্রয়োজন।

নেতার পদের জন্য একাধিক লোককে প্রার্থী দাঁড়াতে দেওয়া হবে না—তাঁর বক্তব্যের অর্থ কি এই? এই প্রশ্নের জবাবে শ্রীরাম বলেন, কাউকে দাঁড়াতে না দেওয়ার প্রশ্ন নেই। তিনি আশা করেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না।

আর একটি প্রশ্নের জবাবে বলেন, নব কংগ্রেস সংসদীয় দলের পরবর্তী বৈঠক করে হবে তা সংসদীয় দলই ঘোষণা করবেন।

নেতৃত্বের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে মতবিরোধের কথা তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, কোন কোন সংবাদপত্রে বিদ্বেষবশত এরূপ সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। —ইউ এন আই

কেরলে ৯টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ

ত্রিবান্দ্রম, ৯ মারচ—উজ্জ্বল আবহাওয়ায় আজ সকালে কেরলে অবশিষ্ট ৯টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। প্রথম দিকে ভোটদানে তেমন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়নি। সকাল ৭টায় ভোট গ্রহণ শুরু হলে শিল্পপ্রধান এরনাকুলামে একজন দুজন করে ভোটার ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে আসতে শুরু করেন।

ত্রিচুরে কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের ছোট ছোট লাইনে দেখা যায়। উক্ত নয়টি ক্ষেত্রেই আজ ছুটির দিন ছিল। —পি টি আই

উইণ্ডসর দ্বিতীয়বার বিশ্বপুরস্কার পেল
রটারডামে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নির্বাচনে আরেকটি রৌপ্যপদক লাভ

আবার উইণ্ডসরের জয়জয়কার। রটারডামে বিশ্ব নির্বাচনের বহু আকাঙ্খিত রৌপ্য-পদক উইণ্ডসর নিয়ে এসেছে। এই দ্বিতীয় বিশ্ব পুরস্কার নিঃসংশয়ে প্রমাণ করল যে উইণ্ডসরই হ'ল আজকের সেরা ফিল্টার। উইণ্ডসরে আপনি পাবেন ষোল আনা তৃপ্তি।

রটারডাম ব্রাসেলস

উইণ্ডসরের এই জয়লাভের কারণ, সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক গুণমানে এর যোগ্যতা সব কিছুতেই। এর পরিপক্ক ভার্জিনিয়া তামাকের স্বাদে, এর একেবারে বিশিষ্ট ধরনের ব্লেণ্ডিং-এর গুণে, এবং হালফিল ফিল্টারের মোলায়েম আমেজ আর পরিপাটি প্যাকেটের বৈশিষ্ট্যে।

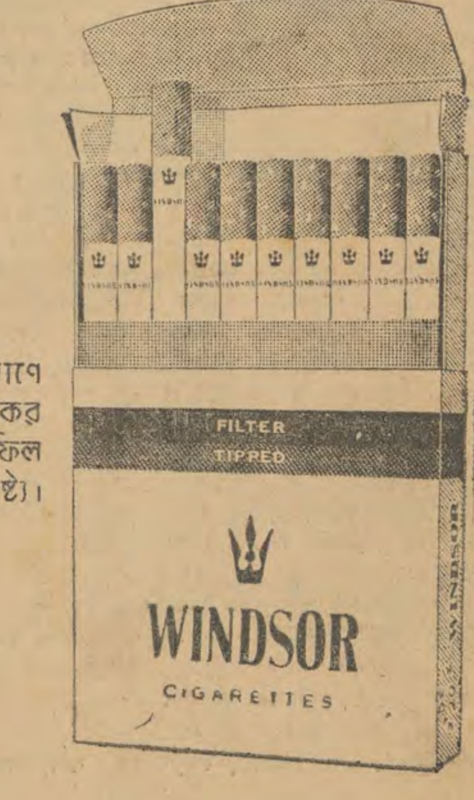

উইণ্ডসর
—আজকের ফিল্টার—তৃপ্তিও ষোল আনা

সর্বোচ্চ মূল্য ১টাকা ৯৫ পয়সায় ২০টি, ৫৮ পয়সায় ১০টি (স্থানীয় কর স্বতন্ত্র)

WDC 3/70 BEN

অন্যান্য চিত্রগৃহে

জয়া ৫৭-৩৯৩৬ বাতানুকূল ১, ৪, ৭টায়
নবরাগ

জেম প্রত্যহ বেলা ১১-৩০টায়
অশোককুমার, সুনীল দত্ত, নূতন
মেহেরবান (রঙ্গীন)

রূপম ফোন : ৩৪-৪৩৯৭ ১, ৪, ৭টায়
জীবন মৃত্যু (হিন্দি)

বিনোদিনী বাগুইআটি ১, ৪, ৭টা
প্রথম কদম ফুল

পূরবাশা ৪৬-২৩০২ ১, ৪৷৷, ৭৷৷
ব্রহ্মচারী

রাধাশ্রী (বাতানুকূল, দমদম ৫৭-৩৩০০ ১৷৷, ৪৷৷, ৭৷৷টা
মন কা মীত

উজ্জলা প্রত্যহ বেলা ১২টা
মমতাজ, মধুমতি
গোল্ডেন আইজ (রঙ্গীন)

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১২ ১২৷৷, ৩৷৷, ৬৷৷
নবরাগ (৫ম সপ্তাহ)

অলকা ৬৭-২০২৭ ১, ৪, ৭৷৷
৯ম সপ্তাহ—
জনী মেরা নাম রঙ্গীন

নারায়ণী তাপনিয়ঃ ৫৬-৩৩৩৮ ১৷৷, ৪৷৷, ৭৷৷টা
ইন্তেকাম

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৮১৯ ১২৷৷, ৩৷৷, ৬টা
প্রতিবাদ (২য় সপ্তাহ)

সুরশ্রী ৩৫-৩৮৩৬ ১২, ৩, ৬
রাজকন্যা (উত্তম, বীণা)

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ১২, ৩, ৬
নবরাগ ৪র্থ সপ্তাহ

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৬ ২, ৫, ৮টা
প্রথম কদম ফুল

শ্যামলী ৬৭-২৩৫৮ ১, ৪, ৭টায়
ধূল কা ফুল

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২৭ ১৷৷, ৪৷৷, ৭টা
প্রথম প্রেম

নবম সপ্তাহ!
নিঃসন্দেহে সকলের জন্য চমৎকার প্রমোদ চিত্র!
দেব আনন্দ · হেমামালিনী · প্রান অভিনীত
জনী মেরা নাম
জ্যোতি – মুনলাইট – বসুশ্রী
২, ৫৷৷, ৮৷৷ ২, ৫৷৷, ৮৷৷ ২, ৫৷৷, ৮৷৷
পূর্ণশ্রী – পার্কশো – প্যারামাউন্ট
২, ৫৷৷, ৮৷৷ ২৷৷ ৫৷৷ ৯ ২৷ ৫৷৷, ৮৷৷
পি-সন - অলকা (১, ৪৷ ৭৷৷) - নিউ সিনেমা (আসানসোল) গ্র্যান্ড (কটক) রক্সি (রৌরকেলা) - জয় হিন্দ (ডেহরি-অন-শোন) এলফিনস্টোন (পাটনা)

বিশ্বরূপা —ফোন— ৫৫-৩২৬২
বৃহ ও শুক্র ৬টা, শনি ও রবি ২৷৷ ও ৬টা
শেষ ১৬টি অভিনয়
বেগম মেরী বিশ্বাস
কাহিনী · বিমল মিত্র
নাট্যরূপ ও নির্দেশনা · রাসবিহারী সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে : জয়শ্রী, সবিতাব্রত, সত্য, কণিকা তরুণ, গোবিন্দ, নিমু এবং শেখর ও অনুপ

রঙমহল ফোন ৫৫-১৬১৯
কাল (বৃহ) : ৬টায়
শুক্র ও শনি : ৬টায় * রবি : ২৷৷ ও ৬টায়
মনোজ মিত্রের
বাবাবদল

ষ্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ * ফোন : ৫৫-১১৩৯
নতুন নাটক!
সীমা
কাল : ৬টায় * পরশু : [দোল] : ৬টায়
শনিবার : বেলা ৪টায় * রবিবার : ২৷৷ ও ৬টায়
—ভূমিকালিপি পূর্ববৎ—

এ মাসের প্রতিটি রবিবার বেলা ৫টায়
বহুরূপীর নতুন নাটক
অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে
শম্ভু মিত্র নির্দেশিত
পাগলা ঘোড়া
হলে টিকিট বেলা ২টো থেকে সন্ধ্যে ৭টা

১২ই হইতে : গ্লোব - উত্তরা
উজ্জলা - পূরবী - পদ্মশ্রী
মৃণালিনী - অশোকা - যোগমায়া - মায়া
কল্যাণী - গৌরী - রূপালী - চম্পা
শঙ্কর (হাবড়া)
অগ্রিম টিকিট পাওয়া যাচ্ছে

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ২৮শে মার্চ রবিবার সকাল ১০ ঘটিকায়
মাইক্রো আয়োজিত স্থগিত
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবে।
(সি ৯৫৭৪)

গোয়েন্দারিপ/জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

ভোটকেন্দ্রের ক্ষতি হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ‘বুথ’ হবে

—রাঘবন

স্টাফ রিপোরটার

আজ, বুধবার যদি কোন কারণে কোন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ঠিক সকাল সাড়ে সাতটায় ভোট নেওয়া আরম্ভ না করা যায়—তাহলে যতক্ষণ পরে তা আরম্ভ হবে বিকাল সাড়ে চারটার পর ‘অতিরিক্ত’ ততক্ষণ ভোট নেওয়া হবে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রী বি এস রাঘবন মঙ্গলবার বিকালে এই আশ্বাস দেন।

তিনি আরও বলেন, যেখানে ‘পোলিং বুথ’ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা হবে সেখানে যত কাছাকাছি সম্ভব তৎক্ষণাৎ সাময়িকভাবে নতুন ‘বুথ’ তৈরি করা হবে।

আকাশ পরিষ্কার থাকবে

স্টাফ রিপোরটার

আজ বুধবার সারাদিনই আকাশ পরিষ্কার থাকবে। রাত্রির দিকে তাপমাত্রার কিছু পরিবর্তন হবে।

মঙ্গলবার সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৮৬·৫৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট (স্বাভাবিক অপেক্ষা ৩ সেঃ কম) ও ৫৯;৫৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট (স্বাভাবিক অপেক্ষা ৬ সেঃ কম)।

বিমানকর্মীদের নিয়মমাফিক কাজ বেআইনী ঘোষিত

নয়াদিল্লি, ৯ মারচ—ইনডিয়ান এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ আজ কর্মীদের নিয়মমাফিক কাজকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেছেন।

কর্মীদের প্রতি উচ্চারিত একটি সতর্ক বাণীতে এয়ারলাইনসের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার বি ইসরানি তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে বলেছেন।

এদিকে ইনডিয়ান এয়ারক্রাফট টেকনিসিয়ান এসোসিয়েশন আজ ইনডিয়ান এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন যে, ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের সর্বশেষ প্রস্তাব তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এই প্রস্তাব তাঁদের দাবির কাছাকাছিও পৌঁছয়নি।

ইনডিয়ান এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ এসোসিয়েশনের কাছে গতকাল রাত্রে একটি নতুন প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে ১৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই প্রস্তাবে নাকি তারও বেশী বেতন বাড়ানোর কথা আছে।

টেকনিসিয়ান এসোসিয়েশনের প্রথমে দাবি ছিল ৮০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি। পরে তাঁরা এটি কমিয়ে ৬০ শতাংশ করেন।

আজ জেনারেল ম্যানেজার শ্রী কে-টি সাতারাওয়ালার নেতৃত্বে ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের উচ্চপদস্থ অফিসার এবং অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের সচিব শ্রী এন সায়গলের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে আলোচনার অচলাবস্থা নিয়ে কথাবার্তা হয়।

এদিকে ইনডিয়ান এয়ারলাইনস আগামীকাল আটটি বিমান বাতিল করে দিয়েছেন।

এয়ারলাইনস বোরডের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৯ মারচ—ইনডিয়ান এয়ারলাইনস-এর কর্মচারীদের নিয়মমাফিক কাজের আন্দোলনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, তা পর্যালোচনা করে দেখার জন্য আগামীকাল এখানে ইনডিয়ান এয়ারলাইনস বোরডের এক জরুরী বৈঠক বসবে।

এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ নাকি সরকারকে জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট দুটি ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। দু’ পক্ষের মধ্যে আজ কোন বৈঠক বসেনি। ওই দুটি ইউনিয়ন হল: এয়ার করপোরেশনস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এবং ইনডিয়ান এয়ারক্র্যাফট টেকনিসিয়ানস অ্যাসোসিয়েশন।

বোরডের আগামীকালের বৈঠকে সম্ভবত এয়ার ইনডিয়ার পরিস্থিতির প্রসঙ্গও উঠবে।

ইনডিয়ান এয়ারক্র্যাফট টেকনিসিয়ানস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী কে বি রাও এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রী এইচ কে ঘোষ আজ সন্ধ্যায় বলেন: এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষের মনোভাবের দরুন বিরোধের সন্তোষজনক মীমাংসার আশা নষ্ট হয়েছে।

—ইউ এন আই

সংঘর্ষে ৩ জন পুলিশ ২ জন নকশাল নিহত

জামসেদপুর, ৯ মারচ—আজ সন্ধ্যায় বিহার-বাংলা সীমান্তে চাকুলিয়ার কাছে একটি স্থানে নকশাল-পুলিশ সংঘর্ষে তিনজন পুলিশ ও নকশাল বলে বর্ণিত দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। দুটি রাইফেল ও কিছু গুলি পুলিশের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়।

—পি টি আই

বেতারে, টেলিফোনে নির্বাচনী সংবাদ

স্টাফ রিপোরটার

গতবারের মত এবারও টেলিফোনে নির্বাচনী সংবাদ পাবেন। আকাশবাণী কলকাতা থেকে ঘন ঘন নির্বাচনী বুলেটিন প্রচারের ব্যবস্থা গতবারের তুলনায় অনেক বেশি।

আজ বিকাল ৫টা থেকে কলকাতা টেলিফোন এই বিশেষ সারভিস চালু করছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচনী সংবাদ এবং দলগত অবস্থা জানতে হলে ডায়াল করুন ১৭৬।

আর পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্যের লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন কেন্দ্রগুলির অবস্থা ও দলগত অবস্থা জানতে হলে ডায়াল করবেন: ১২-৩৪৬১, ২৩-০১১১ এবং ২৪-৮১৩১।

লোকসভার অর্ধেকেরও বেশি আসনের ফল আজ ঘোষিত হতে পারে

নয়াদিল্লি, ৯ মারচ—আগামীকাল ভোটগণনার প্রথম দিনেই লোকসভার অর্ধেকেরও বেশি আসনের ফলাফল ঘোষণা করা যাবে বলে মনে হয়। কাল পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর বিকাল ৫টা ১৫ মিনিটে অল ইনডিয়া রেডিওর বিশেষ বুলেটিনে প্রথম নির্বাচনী ফলাফল প্রচারিত হবে।

বিভিন্ন রাজ্য থেকে নির্বাচনী কমিশন যে খবর পেয়েছেন, তাতে জানা যায়, বিহার (৫৩টি আসন), গুজরাট (২৪), মহারাষ্ট্র (৪৫), মহীশূর (২৭), রাজস্থান (২৩), ওড়িশা (২০) ও নাগাভূমিতে (১) একদিনেই ভোট গোনা শেষ হবে।

পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিয়ে আগামীকালই সারা দেশের ৪৬৩টি লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটগণনা শুরু হবে। একদিনে এই গণনা সম্পূর্ণ হওয়ার নয়। বৃহস্পতিবার অধিকাংশ কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষিত হতে পারে।

ভোটগণনার কর্মসূচী অনুযায়ী প্রায় ২৫০টি লোকসভা কেন্দ্রের ভোট দুই-তিনদিন ধরে গোণা হবে। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত গণনা চলবে।

কেরল: ১৯টি লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফল শুক্রবার ঘোষিত হবে।

তামিলনাড়ু: ১৩ মারচ ৩৯টি লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফল জানানো হবে। ২৩৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৩৩টি কেন্দ্রের ফলাফল আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে ঘোষিত হবে।

ওড়িশা: বিধানসভা কেন্দ্রের অর্ধেকের ফলাফল আগামীকালই জানা যাবে।

উত্তরপ্রদেশ: কোন ফলাফল আগামীকাল জানা যাবে না। ৮০টি লোকসভা আসনের গণনা চলবে ১০ ও ১১ মারচ। ৫টি কেন্দ্রের গণনা শুরু হবে ১১ মারচ।

আসাম: ১৪টি লোকসভা কেন্দ্রের গণনা আগামীকাল শুরু হবে। ফলাফল জানা যাবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যে।

৮টি কেন্দ্রশাসিত এলাকার ফলাফল আগামীকালই জানা যাবে।

মহারাষ্ট্র: মোট ৪৫টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৪৪টি লোকসভা কেন্দ্রের ভোটগণনা শুরু হবে আগামীকাল সকালে। প্রার্থীর মৃত্যুতে নাগপুর কেন্দ্রে ভোট হয়নি।

আকাশবাণী ১১ মারচ রোজ ভোর পাঁচটা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করবে। এজন্য মোট ৫ ঘণ্টা ৫ মিনিট সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। ইংরাজি ছাড়াও ১১টি বিদেশী ভাষায় নির্বাচনের ফলাফল বিদেশের জন্য বেতারে প্রচারিত হবে।

—ইউ এন আই ও পি টি আই

ভোট গ্রহণে অসুবিধা হবে না

—বি বি ঘোষ

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্যপালের মুখ্য-উপদেষ্টা শ্রী বি-বি ঘোষ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, আজ বুধবার ভোট গ্রহণের সময় কোন অসুবিধা হবে বলে তিনি মনে করেন না। মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত বলেন, নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ।

এদিন শ্রীঘোষ মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র-সচিব, আই জি এবং পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত বিলিব্যবস্থা এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি নিয়ে আলোচনা করেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঘোষ জানান, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের। প্রয়োজন হলে তাঁরা মিলিটারির সাহায্য নেবেন। মিলিটারি মহকুমা সদর এবং থানা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় ঘন ঘন টহল দিচ্ছেন।

আই জি শ্রীপ্রসাদ বসু এরূপ আশা প্রকাশ করেন, অধিকাংশ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রেই ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ হবে। তিনি জানান, বিভিন্ন জেলায় ৪০ থেকে ৪৫ হাজার পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োজন ১ লক্ষ ২০ হাজার। এক প্রশ্নের উত্তরে আই জি বলেন, কলকাতা ছাড়া বিভিন্ন জেলায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যাই ২৩ হাজার।

শ্রীবসু বলেন, কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের প্রতি “আমরা যথাসাধ্য মনোযোগ দেব।” তিনি জানান, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ঘেরাও করে যে তল্লাসি চালানো হয়েছে তা প্রায় ক্ষেত্রেই “সফল” হয়েছে।

যথোপযুক্ত সামরিক ও পুলিশী ব্যবস্থা

নির্বাচনের সময় নিরাপত্তা এবং শান্তি রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত সামরিক এবং পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীল চৌধুরী জানান।

শ্রীচৌধুরী যখন এদিন সন্ধ্যায় লালবাজার কনফারেন্স রুমে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তার মধ্যেই কলকাতার সমস্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র পুলিশ পজিশন নিয়ে নিয়েছেন। যে ৫৮২টি বাড়িতে ভোট কেন্দ্র হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই তারা সারারাত পাহারা দেবেন। পাহারা দেবেন আজ ভোটের সারাদিন। এবং পরেও প্রয়োজনমত।

মিলিটারি সমস্ত থানা এলাকারই টহল শুরু করে দিয়েছেন। কয়েকটি থানায় তাঁরা ক্যাম্প করেও বসেছেন।

নির্বিঘ্নে যাতে ভোট হতে পারে তার সব রকম ব্যবস্থা নিয়ে মঙ্গলবার সারাদিন লালবাজারে কর্ম চাঞ্চল্যের অন্ত ছিল না।

সমস্ত আয়োজন শেষে কলকাতা পুলিশের এক মুখপাত্র জানান ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন সেজন্য তাঁরা সব রকম ব্যবস্থা করেছেন। টহলদারি এবং পাহারা ছাড়াও কেউ সাহায্য চাইলেও তাঁরা যাবেন।

নব কংগ্রেস নেতার বিবৃতি

নব কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ এক বিবৃতিতে কাশীপুর এলাকার সৎচাষীপাড়ায় পুলিশী তৎপরতার নিন্দা করেন। বিবৃতিতে শ্রীসুশীল পালের উপর আক্রমণেরও নিন্দা করা হয়।

আদমসুমারি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী

নয়াদিল্লি, ৯ মারচ—আদমসুমারির মত ‘মহান জাতীয় কাজে’ সহযোগিতা করার জন্য রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আজ প্রত্যেক নাগরিকের উদ্দেশে আহ্বান জানান।

আগামীকাল লোকগণনা শুরু হচ্ছে। এই উপলক্ষে এক বাণীতে শ্রী গিরি ১৯৭১ সালের আদমসুমারিকে এক ‘উল্লেখযোগ্য ঘটনা’ বলে অভিহিত করেন। কারণ, এবারই দেশে লোকগণনার একশ’ বছর পূর্ণ হবে।

তিনি বলেন, আধুনিক যুগে নীতি ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য লোকগণনা একান্ত অপরিহার্য।

প্রধানমন্ত্রীর আবেদন

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক বার্তায় লোকগণনাকারী কর্মীদের সহযোগিতা করার জন্য জনগণের কাছে আবেদন করেছেন। তিনি বলেন, এবার ভারতের লোকগণনার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের যে রূপান্তর সাধিত হয়েছে, এই লোকগণনার মধ্য দিয়ে তারই চিত্র পরিস্ফুট হবে। জনগণের সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ সফল হতে পারে না।

—ইউ এন আই

পাক-প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ৯ মারচ—ভারতের ২টি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধে পাক-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে পাকিস্তান প্রতিবাদ জানিয়েছে। পাক হাই কমিশন থেকে প্রেরিত প্রতিবাদপত্রে বলা হয়েছে, কলকাতা ও দিল্লি থেকে প্রকাশিত ২টি ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধে ইয়াহিয়া খাঁ-কে ‘স্বৈরাচারী’ ও ‘ষড়যন্ত্রকারী’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই খবর ইনফার।

বাংলা কংগ্রেসের গাড়ির চালক গুলিবিদ্ধ : কারফু

মঙ্গলবার রাত্রে বরানগরে বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচনী গাড়ির চালককে একদল দুর্বৃত্ত টবিন রোডে গুলিবিদ্ধ করে। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার পর রাত ১১টা থেকে বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত কারফু জারি করা হয়েছে।

*

এইদিন অধিক রাত্রে কুমারটুলি পারকের কাছে একটি পুলিশ পিকেটের ওপর বোমা নিক্ষেপের ফলে দুজন পুলিশ আহত হন। আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ আট রাউন্ড গুলি চালায়।

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী—আজ ৭টায় ১৷১এ বৈষ্ণব সম্মিলনী লেনে (চালতা বাগান) মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি-পূজা উপলক্ষে বহুৎসব ও লীলাকীর্তন।

বিড়লা সংগ্রহশালা—নির্বাচন উপলক্ষে বন্ধ।

পরলোকে সমাজসেবী শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট সমাজসেবী চন্দ্রশেখর গুপ্ত (৭২) গত ৬ মারচ কলকাতায় রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানে পরলোকগমন করেন। চিরকুমার শ্রী গুপ্ত সমাজ সেবায় ব্রতী হন যৌবনের প্রারম্ভেই। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে সবরমতী আশ্রমে ‘ইয়ং ইনডিয়া’ পত্রিকার কর্মী হিসেবে যোগ দেন। পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁকে কলকাতা পৌরসভায় আনেন। ‘দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার’ ছাড়াও চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয়, যক্ষ্মা হাসপাতাল, বালানন্দ সেবায়তন, বালানন্দ আরোগ্য ভবন, জি কে খেমকা চেস্ট ক্লিনিক ও মাতৃসদন, ‘মোহনানন্দ সেবায়তন’ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর দান অসামান্য।

আগামী ১৬ মারচ ২৫এ ল্যানসডাউন টেরাসে তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তাঁর গুণগ্রাহী, অনুরাগী ও বন্ধুবান্ধব সকলকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্য অনুরোধ জানান হয়েছে।

নতুন পৌর কমিশনার এখনও কাজে যোগ দিতে পারেন নি

স্টাফ রিপোরটার

শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার ফুড করপোরেশন থেকে ছাড়া পাননি। তাই কলকাতা করপোরেশনের কমিশনার হিসাবে তাঁর নতুন পদে তিনি যোগ দিতে পারছেন না। ফলে পৌর কমিশনার শ্রী এম জি কুট্টিও পৌর সংস্থা ছাড়তে পারছেন না।

পরলোকে চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রী কে আসিফ

বোমবাই, ৯ মারচ—খ্যাতনামা চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালক শ্রী কে আসিফ আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় এখানে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বৎসর। —পি টি আই

দুর্গাপুরে বাস চলাচল বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা

দুর্গাপুর, ৯ মারচ—দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ভেহিকলস বিভাগের কর্মচারী শ্রী এম আর ব্যানারজির হত্যার প্রতিবাদে টাউনশিপ গ্যারেজের ড্রাইভার ও কনডাকটররা আজ সকাল থেকে কাজ বন্ধ রাখেন। তার ফলে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কর্মীদের বহন করার জন্য যে সব বাস চলাচল করে সেগুলি আজ বন্ধ ছিল।

শবদেহ নিয়ে নিঃশব্দে শোকযাত্রা বেরোয়। স্থানীয় সি পি আই এম ইউনিট অভিযোগ করেন, নকশাল, সি পি আই ও কংগ্রেসের যৌথ ষড়যন্ত্রের ফলে শ্রীব্যানারজির মৃত্যু হয়।

বোমায় আহত জওয়ানের মৃত্যু

স্টাফ রিপোরটার

কৃষ্ণনগরে বোমায় আহত একজন জওয়ানের মৃত্যু ঘটে মঙ্গলবার।

সেনাসূত্র থেকে প্রকাশ, আগের দিন কিছু লোক দুজন জওয়ানের উপর গ্রেনেড ছুঁড়ে আক্রমণ চালায় ও তাদের বন্দুক ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। বন্দুক ছিনিয়ে নিতে তারা ব্যর্থ হয়। তবে ওই আক্রমণে জওয়ান দুজন আহত হন। তাদের একজনের হাসপাতালে মৃত্যু ঘটে। অপরজন আরোগ্যের পথে।

কৃষ্ণনগর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সোমবার রাত্রে শহরের বৌজখালির নিকট রাস্তায় এই ঘটনা ঘটে। আহতদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে নায়েক আমির সিং (৩৮) মঙ্গলবার ভোরে মারা যান। ওই ঘটনার পর শহরে আড়শীপাড়া শ্রীদুর্গা কলোনী এবং বাঘাডাঙ্গা অঞ্চলে কারফু জারি হয়। মিলিটারি এবং সি আর পি-র সাহায্যে তল্লাসি চালিয়ে ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

RAJASTHAN STATE LOTTERIES

৯-৩-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত
প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

১,০০০, টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং B-263812 প্রত্যেকটি ৫০০, টাকার চারটি পুরস্কার টিকিট নং C-286821, D-463372, E-418501, A-015558 অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

নির্বাচন সংবাদ পরিবেশন

১০ই মার্চ ১৯৭১ তারিখ থেকে
মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের সর্বশেষ ফলাফলের জন্য ডাকুন

শহর	টেলিফোন নম্বর	শহর	টেলিফোন নম্বর
আসানসোল	৩১৮১	ধানবাদ	২৪৯৯
			২৫৯৯
দুর্গাপুর	৫২৩১		২৬৯৯
গৌহাটি	১৭৬		২৭৯৯
জামশেদপুর	৬১৭২	কলকাতা	২৪৮১৩১
			২২৩৪৬১
			২৩০১১১

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ
ডিএভিপি—৭০/৭৫১

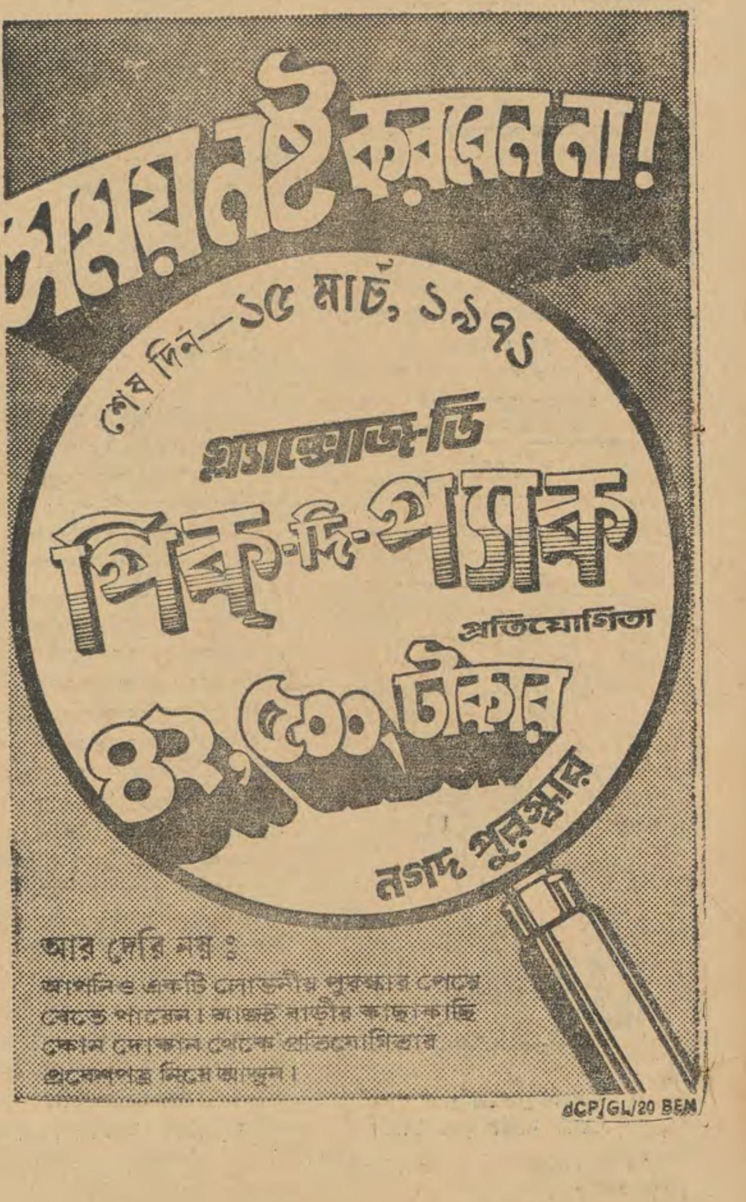

ভোট দেবার সময় মনে রাখবেন

প্রযোজনা ও পরিচালনা—প্রমোদ চক্রবর্তী

প্রত্যহ : ১২৷৷, ৩৷৷, ৬৷৷, ৮-৪৫
মিনার : বিজলী : ছবিঘর
অশোকা (৫) • পদ্মশ্রী (৫) • জয়া

সাতের নামতা
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত

বহরমপুর হাসপাতাল থেকে ২ জন বন্দীর পলায়ন

বহরমপুর, ৯ মারচ — বহরমপুর সেনট্রাল জেলের ২ জন আহত বন্দী গতকাল সদর হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়েছে বলে আজ পুলিশ জানায়। গত ২৪ ফেবরুয়ারি জেলের মধ্যে কারারক্ষী ও বন্দীদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের পরে আহত বন্দীদের হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল।

ওই সংঘর্ষে ৯ জন 'উগ্রপন্থী' বন্দী নিহত এবং ১৩ জন ওয়ারডার সহ ৩৬ জন আহত হন। —পি টি আই

নাগাভূমির একটি নির্বাচনী কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে আবার ভোট গ্রহণ

কোহিমা, ৯ মারচ—আজ নাগাভূমির কোককচং জেলায় শতখার একটি নির্বাচনী কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে আবার ভোট গ্রহণ করা হয়। —পি টি আই

শেয়ার বাজার তেজী চলছে

৯ মারচ—কলকাতা শেয়ার বাজারে প্রায় সব বিভাগেই তেজীভাব চলছে। আজ লেনদেন অবশ্য কম হয়েছে।

বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল:—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হাতে ডেলিভারি—বিড়লা জুট ১০।৪৫ ২০।৩০; ডানলপ ইনডিয়া ৩৭।১০; গেসটকিন উইলিয়াম ৩১।৭০ ৩১।৬০; হিন্দ মোটর ১২।৩৫ ১২।২০ ইনডিয়ান অ্যালু: ৩৭।৭০ ৩৭।৭৫; ইনড কপার ৪।১০ ৪।১২; ইনডিয়ান আয়রন ১১।৩০ ১১।৪০; ইনড কেবল ১৬।৫০ ১৬।৬৫; জয়পুর উদ্যোগ ৯।২৫ ৯।১২; ওরিয়েনট পেপার ৩৭।৪০ ৩৭।৫০; রোটাস ইনড ৬।৩৫ ৬।৪৫।

পীযূষচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিতে সভা

সোমবার সন্ধ্যায় দমদম-পাতিপুকুর অঞ্চলের জনসাধারণের পক্ষ থেকে আহূত এক জনসভায় পরলোকগত পীযূষচন্দ্র ঘোষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। আততায়ীর আক্রমণে নিহত পীযূষবাবুর বাড়ির সামনে নির্মিত শহীদ বেদীর কাছে এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক শ্রীসুবোধ ঘোষ।

সি পি আই, পি এস পি, আদি কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বক্তা এই শোচনীয় ঘটনায় মর্মবেদনা প্রকাশ করেন। পীযূষবাবুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নকশালপন্থীদের নাম জড়িয়ে সি পি এম পক্ষের শ্রীতরুণ সেনগুপ্তের যে বিবৃতি প্রচারিত হয়েছে সভায় তার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

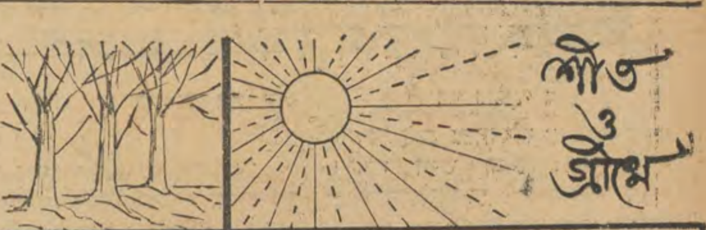

* প্রস্তুত প্রনালীর গুণে ঘাম শুষে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা।
* মোলায়েম আরামদায়ক ও টেকসই।
* ভারতে সর্ব্বাধিক বিক্রীত।

একবার কিনে দেখুন
সিদ্ধেশ্বরীর কেলিকো গেঞ্জী
সিদ্ধেশ্বরী হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা-৫

বেতারবার্তা

বুধবার—১০ মার্চ

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ অমূল্যচন্দ্র কর্মকার—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত—খেয়াল—দীপালি নাগ; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ জয়শ্রী ভট্টাঃ—শ্যামাসংগীত; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ রেবারাণী ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত, ৮টা অজিতকুমার চক্রঃ—লোকগীতি; ৮-১৫ প্রভাতী চট্টোঃ—আধুনিক; ৮-৩০ শিশিরকণা ধরচৌধুরী—বেহালা; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ অশ্রুকণা ঘোষ—হোরি ঠুংরী; ৯-৪৫ রঞ্জিতা চক্রঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা দীপ্তি মুখোঃ—খেয়াল; ১০-৩০ হীরেন্দ্রকুমার মুখোঃ—সেতার; ১১টা সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া—বাঁশী; ১-৩০ সুগম সংগীত—সুধা মালহোত্রা, মুকেশ ও সমবেত কণ্ঠে; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ মহিলামহল; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (অষ্টম শ্রেণী); মধ্যযুগের ভারত: সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা—কথিকা; শম্ভু পাল—লোকগীতি (শর্টওয়েভে); ২-৪৫ রঞ্জিতা চক্রঃ—রবীন্দ্রসংগীত (শর্টওয়েভে); ২-৫০ অমূল্যচন্দ্র কর্মকার—গীটার; ৩টা মৃত্যুঞ্জয় লাহা—আধুনিক; ৩-১৫ স্বাতী মিত্র—নজরুলগীতি; ৩-৩০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫টা সময় সংকেত, দীপ্তি মুখোঃ—খেয়াল; ৫-৩০ গল্পদাদুর আসর; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী, মহাভারতের কথা: বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র; ৬-৩০ বিচিত্রানুষ্ঠান; পরশমণি: যাত্রা; রচনা—ব্রজেন দে, পরিবেশনায়—ব্রজমোহন হাজরা ও সহশিল্পিবৃন্দ; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা সংস্কৃত ও সংস্কৃতি; বাংলার পুস্তক পর্যালোচনা (শর্টওয়েভে); প্রভাতী চট্টোঃ—আধুনিক (শর্টওয়েভে); ৮-৩০ রেবারাণী ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৪৫ জনসংখ্যারোধে বাংলায় আলোচনা; স্বাতী মিত্র—অতুলপ্রসাদের গান; (শর্টওয়েভে); ৯টা অশ্রুকণা ঘোষ—খেয়াল; ৯-৩০ অনুরোধের আসর; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-০৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা: অজিতকুমার চক্রঃ—লোকগীতি (শর্টওয়েভে); ১০-৩০ দুরাশা: বাংলা নাটক; কাহিনী—রবীন্দ্রনাথ; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ: ১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্: আলোর গান; লাভলি সিংহরায়—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-০৫ দিনের আলোয়—শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা থেকে পাঠ; ৬-১০ রাগরঙ: বীরবল বাহাদুর—বাঁশী; ৬-৩০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৬-৩৫ সুরের আলো; নিমাই দাস—গীটার; ৬-৪০ নানারঙে গান; ইন্দ্রাণী ঘোষ—অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুলগীতি; উপেন দাস—লোকগীতি; ৭টা যুবসংবাদ: বাংলা সংবাদ; ৭-০৫ শ্রুতিতরঙ্গ; নিমাই দাস—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি; লাভলি সিংহরায়—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-২০ সত্তর দশকের চোখে: বাংলা কথিকা; ৭-২৫ দিগন্তের গান; ইন্দ্রাণী ঘোষ—আধুনিক; ৭-৩৫ সুরলহরী; নিমাই দাস—গীটার; ৭-৪০ কাজ চাই: বাংলা কথিকা; ৭-৪৫ শাস্ত্রীয় সংগীত; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১টা সময় সংকেত, পাশ্চাত্য সংগীত, সং; ১-৪০ পাশ্চাত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-০৫ মেঠো সুর; উপেন দাস—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে: রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে আবৃত্তি—অসীম বন্দ্যোঃ; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ: নিমাই দাস—গীটার; ৫-৩০ যুবসংবাদ: বাংলা সংবাদ; ৫-৩৫ দেউল; প্রণতি রায়—শ্যামাসংগীত ও ভজন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি; ৫-৫০ কবির সুরে গান: লাভলি সিংহরায়—রবীন্দ্রসংগীত; ৬টা ইংরেজী সংবাদ; ৬-৫ পাশ্চাত্য সংগীত; ৬-৩০ স্পোর্টস ও স্পোর্টসম্যান: তরুণ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ক্রিকেট খেলোয়াড় রাজা মুখোঃ-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা; প্রণতি রায়—শ্যামাসংগীত, উপেন দাস—লোকগীতি; ৬-৫০ রাগরঙ, বীরবল বাহাদুর—বাঁশী; ৭-১০ স্টুডিওর বাইরে থেকে—রোভিং মাইক্রোফোন; ৭-৩০ গানের বৈঠক: লাভলি সিংহরায়—রবীন্দ্রসংগীত, ইন্দ্রাণী ঘোষ—নজরুলগীতি ও আধুনিক, প্রণতি রায়—শ্যামাসংগীত ও ভজন, উপেন দাস—লোকগীতি; ৮টা হিন্দী কার্যক্রম; ৮-৩০ অশ্রুকণা ঘোষ—হোরি ঠুংরী; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান: অবকাশরঞ্জন (দিল্লী থেকে); ৯-৪৫ পাশ্চাত্য সংগীত; ১০টা পাশ্চাত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ শিশিরকণা ধরচৌধুরী—বেহালা; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-৩০ মিঃ।

খ: (কেবলমাত্র সন্ধ্যায়) ৬টা শিশিরকণা ধরচৌধুরী—বেহালা; ৬-৩০ জয়শ্রী ভট্টাঃ—ভক্তিমূলক গান; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা শম্ভু পাল—শ্যামাসংগীত; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ মৃত্যুঞ্জয় লাহা—আধুনিক; ৭-৪৫ হীরেন্দ্রকুমার মুখোঃ—সেতার; ৮টা সমাপ্তি।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে
আনন্দ বাজার পত্রিকা

[শনিবার, ২৬ ফাল্গুন ১৩৪০
ইং ১০-৩-৩৪]

শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহেরু
পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আয়োজন

এলাহাবাদ, ৮ই মার্চ্চ—শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহেরু এবং শ্রীমতী কমলা নেহেরু বোধ হয় শীঘ্রই কলিকাতা যাত্রা করিবেন। তাঁহারা আলীপুর সেনট্রাল জেলে আবদ্ধ পণ্ডিত জওহরলালের সহিত দেখা করিবেন। ইদানিং শ্রীমতী কমলা নেহেরুর শরীর সুস্থ বোধ হইতেছে না। কলিকাতা গিয়া তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দ্বারা চিকিৎসা করাইবেন। —এ, পি

*

অধ্যাপক বিমলা গাঙ্গুলী
ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত

মুন্সীগঞ্জ, ৮ই মার্চ্চ—গতকল্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমলা মোহন গাঙ্গুলী এবং অপর পাঁচজন আইন অমান্যকারী বন্দীকে মুন্সীগঞ্জ সাব জেল হইতে কড়া পুলিশ পাহারায় ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। —ইউনাইটেড প্রেস

*

উত্তর কলকাতায় খানাতল্লাসী
৪ জন যুবক গ্রেপ্তার

কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ বাগবাজার রমাকান্ত বসু লেনস্থ মদনমোহন পুস্তকালয় প্রভৃতি উত্তর কলিকাতার প্রায় ১২টি স্থানে খানাতল্লাসী করে। খানাতল্লাসী অনেক সময় পর্য্যন্ত চলে। প্রকাশ যে, পুলিশ এতৎসম্পর্কে ৪ জন যুবককে গ্রেপ্তার করে এবং অনেকগুলি আপত্তিজনক পুস্তক প্রাপ্ত হয়।

আরও প্রকাশ যে, বৈপ্লবিক কার্য্য সম্পর্কে এইসব খানাতল্লাসী হয়।

দিনপঞ্জিকা
আজ চতুর্দশী

দৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

বুধবার ২৫ ফাল্গুন ১৩৭৭ (১৯ ফাল্গুন ১৮৯২ শক), ১০ মারচ ১৯৭১, ১২ মহরম। চতুর্দশী শেষ রাত্রি ঘঃ ৫।২৫ মিঃ পর্যন্ত। মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৩।২৭ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৫৪।৩১ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৩৯।৫৫ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। **যাত্রা—নাস্তি রিক্তাদিদোষ। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র ফাল্গুন (শুক্লপক্ষ)।**

অন্য পঞ্জিকা মতে—

বুধবার, ২৫ ফাল্গুন ১৩৭৭ (১৯ ফাল্গুন ১৮৯২ শক), ১০ মারচ ১৯৭১, ১২ মহরম। চতুর্দশী রাত্রি ঘঃ ৫।১।২ সেঃ পর্যন্ত। মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৩।৯।৪১ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৫৫।৩৩ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৩৯।১ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। **যাত্রা—নাস্তি রিক্তাদিদোষ। রাত্রি ঘঃ ৭।১৫।১ সেঃ মধ্যে বহ্নুৎসব (চাঁচর)। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র ফাল্গুন (শুক্লপক্ষ)।**

বরানগরে দুই প্রধান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কেউ বাড়ির বাইরে বেরুতে পারছেন না।

উনিশ শ' বাহান্ন সাল থেকে জ্যোতিবাবু বরানগর থেকে নির্বাচিত হয়ে আসছেন। প্রথম তিনটি সাধারণ নির্বাচনে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পারটির প্রার্থী হিসাবে। সাতষট্টি সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন থেকে তিনি সেখানে সি পি এম প্রার্থী। এবারের নির্বাচনের প্রথম দিকে শোনা গিয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী হবেন সি পি আই প্রার্থী শিবপদ ভট্টাচার্য। তিনি সি পি আইয়ের বরানগর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক। জ্যোতিবাবু সি পি এম-এর পলিট ব্যুরোর সদস্য, প্রথম সারির নেতা। শিবপদবাবুর নামে দেয়ালে পোসটারও লেখা হয়। এখনও বরানগরের কয়েক জায়গায় সেই পোসটার আছে। কিন্তু মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখের ক'দিন আগে অজয়বাবু হঠাৎ বরানগরে জ্যোতিবাবুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেন। তারপর সি পি আই সমেত সি পি এম বিরোধী বেশিরভাগ দল অজয়বাবুকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেন। অজয়বাবুর সমর্থনে প্রচার অভিযানে প্রথম সারিতে দাঁড়ান সি পি আই-এর স্থানীয় নেতা শিবপদ ভট্টাচার্য।

অজয়বাবু তাঁর পুরোনো নির্বাচনী কেন্দ্র তমলুক থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সাধারণ চোখে এটা তেমন খবর নয়। কিন্তু তিনি বরানগরে জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোয় সারা দেশের দৃষ্টি এখন এই দুই নেতার দিকে। ঠিক যেমন উনিশ শ' সাতষট্টি সালে আরামবাগের অবস্থা হয়েছিল। অজয়বাবু দাঁড়িয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে।

দোলের দিন অতিরিক্ত জল দেওয়া হবে

স্টাফ রিপোর্টার

দোল উৎসবের জন্য কলকাতা পৌরসংস্থা আগামী ১২ মারচ শুক্রবার শহরে বাড়তি জল যোগানোর ব্যবস্থা করেছেন।

এই অতিরিক্ত জল ওইদিন বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত মধ্যরি চাপে সরবরাহ করা হবে। এ ছাড়া বড় নলকূপগুলিও বেলা বারটা থেকে একটা পর্যন্ত চালু রাখা হবে।

চট ও থলের বাজার তেজী

৯ **মারচ**—আজ কলকাতায় চট ও থলের বাজার তেজী ছিল। নিচে দর দেওয়া গেল:—

	মারচ	এপ্রিঃ-জুন	জুঃ-সেঃ
৪০—৭½	৬৪।৫০	৬৪।৫০	৬৪।৫০
৪০—১০	৮৩।৭৫	৮৪।২৫	৮৪।২৫
বি টুইল	২৫৮।৫০	২৬০।৫০	২৫৫

সোনা ও রূপা

৯ মারচ—আজ বাজার বন্ধের সময় সোনা ও রূপার দর নিম্নরূপ ছিল:—

খাঁটি সোনা (স্টান ১০ গ্রাম)	১৯৭
সোনার গহনা (২২ কঃ ১০ গ্রাম)	১৮৭
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৭২
ঐ খুচরা (..)	৫৭৬

ইউনিটের দর

বোম্বাই, ৯ মারচ—আগামীকাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃ ক্রয় মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৯০ পয়সা এবং ১০ টাকা ৫০ পয়সা বহাল থাকবে। —পি টি আই

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্রি জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাঁটা আরম্ভ	রাত্রি ভাঁটা আরম্ভ
বুধবার	৯-৩	৯-২১	১-২৯	১-২৪

ইনি: সুচিত্রা দেবী

পাকা গিন্নী — দুই ছেলের মা
ঘুম পাড়ানী গল্পের ঝুড়ি

"আসল জিনিষটি আমার চাই!"

বারো মাস তিরিশ দিনই সুচিত্রা ব্যস্ত—সারাদিন তার কাজ লেগেই আছে। সে বলে শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সব ঝক্কিই সামলানো যায়।

তাইতো সুচিত্রা হরলিক্‌সের ওপর অতটা নির্ভর করে। হরলিক্‌সই হ'লো আসল জিনিষ।

হরলিক্‌সের পুষ্টিকর উপাদান আর শক্তিদায়ক প্রোটিন সুচিত্রাকে সারাদিন উদ্যম আর উৎসাহ জোগায়।

হরলিক্‌স খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এতো গুণ। আজ ৮০ বছরের ওপর ডাক্তাররা হরলিক্‌স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।

রোজ হরলিক্‌স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।

হরলিক্‌স সত্যিকারের পুষ্টি এবং বাড়তি শক্তি দেয়।

'হরলিক্‌স' হ'লো আসল জিনিষ

'হরলিক্‌স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

হাওড়ার প্রসিদ্ধ বিভাগীয় বস্ত্র বিপণী
গয়াপ্রসাদ সীতারাম
৪৮, জি·টী·রোড (সাউথ) হাওড়া (ফোন-৬৭-৪০০৯)

বিস্ফোরণের মুখে 'বাংলাদেশ'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

"ভুলব না রবিবারের সেই বিশাল সভার কথা। বেলা তখন দুটো। আমি যখন রমনার ঘোড়দৌড়ের মাঠে পৌঁছই, তখনই জনসমুদ্র। লোক-সংখ্যা বাড়ছে, কেবল বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে কয়েক লাখ। আর সেই জনতার জোয়ার এগিয়ে এগিয়ে দুলিয়ে দিতে লাগল পদ্মার নৌকোর মত ছোট্ট সেই সভামঞ্চ। নৌকো ভেসে গেল না। হাল ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন 'বাংলাদেশের' কাণ্ডারী মুজিবর রহমান।

"বেলা আড়াইটায় তিনি এলেন। বক্তৃতা দিলেন মিনিট কুড়ি পঁচিশ। পানজাবি-পাজামা-জহরকোট পরা এযুগের ক্যানিউট আঙুলের ইসারায় নিমেষে করলেন জনসমুদ্র শাসন।

"কী অদ্ভুত সংযম, কী আশ্চর্য ধৈর্য উপস্থিত জনতার। একটুও বিশৃংখলা নেই, নেতার মুখের প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দে তারা উদ্দীপিত, উজ্জীবিত হচ্ছে।

"মুজিবরের দৃষ্টি নৌকোর পালের মত সার সার ওড়া নতুন নিশানের দিকে। সেই নিশানের সবুজ কাপড়ের বুকে হলুদ চক্র এবং চক্রের ভিতরে লাল রঙে আঁকা পূর্ব বাংলার মানচিত্র। এই হল বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। না, পাকিস্তানের একটি পতাকাও আমি দেখতে পাইনি কোথাও।

'জয় বাংলা' ধ্বনিতে সভা শেষ। সভার পরেই জনতা ছুটে গেল গ্রামে গ্রামে, মুজিবের সেই বার্তা পৌঁছে দিতে। হ্যাঁ, সভায় লোক হ'ত আরও বেশি। কিন্তু বেতার স্তব্ধ থাকায়, যাতায়াত অনিশ্চিত হওয়ায় দূর পল্লীর লোক রমনার মাঠ আরও কল্লোলিত করে দিতে পারেনি।

*

"অনেক গাড়ি দেখলাম ঢাকার। সব বাংলা নম্বর হোটেল দোকান সব কিছুরই ইংরেজি সাইনবোরড নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে একে একে। যাঁরা বিদেশী নাগরিক, তাঁরাও ঢাকা ছাড়ার জন্যে তৈয়ার। বিমান-চলাচল অনিশ্চিত। ওয়েটিং লিসটে নাম বাড়তে বাড়তে হাজারের কোঠা ছাড়িয়েছে। আমার এক বন্ধুর নাম ওয়েটিং লিসটে ১১১৪। পশ্চিম জারমানি থেকে তো চারটার করা প্লেন এসে গেছে ওদের নাগরিকদের সরিয়ে নিয়ে যেতে?"

"আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা?" তাঁদের অবস্থা আরও শোচনীয়। সরকারী চাকুরেরা কাজ ছেড়ে যেতে পারছেন না, সুযোগ পেলেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের স্ত্রী-পুত্র পরিবারদের।

"সবচেয়ে দুরবস্থা হিমালয় যাত্রী এক জাপানী অভিযাত্রী দলের। কাঠ-মানডুগামী বিমানের অভাবে তাঁরা ঢাকায় আটকা। অগত্যা হোটেল ইনটারকনটিনেনটালের বারোতলা বাড়ির গা বেয়ে ও'রা এভারেসট চড়ার তালিম দিচ্ছেন।

*

"সেদিন জনতা আশা করেছিল স্বাধীনতার ঘোষণা মুজিবরের মুখে শুনবে। সরাসরি শোনেনি বলে কিঞ্চিৎ হতাশ। কিন্তু তা হোক, আমি ওদের চোখের আগুন, মনের জোর দেখে এসেছি। ইয়াহিয়ার দুই ডিভিশন সৈন্য সেই আগুনের কাছে তলিয়ে যাবে। বলতে গেলে সারা পূর্ব পাকিস্তানই আগ্নেয়গিরি হয়ে আছে—এখন শুধুমাত্র বিস্ফোরণের অপেক্ষা।"

'বাংলাদেশে'-র 'প্রধানমন্ত্রী'

মুক্তির লড়াই

শেখ মুজিবর রহমান

শেখ মুজিবরের নিজের লেখা : আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব সূত্রে সংগৃহীত]

পয়লা মারচ হঠাৎ ঘোষণা করা হলো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল। তারপরই বাংলা দেশের মানুষের সামনে উঁচিয়ে ধরা হলো মিলিটারির বন্দুক। নিরস্ত্র মানুষ, মজুর, শ্রমিক এবং ছাত্র ভাই-য়েরা এই ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়েছিল, নির্বিচারে গুলি চালানো হয়েছে তাদের ওপর। গত সপ্তাহে যারা মারা গেছে, তারা সব অমর শহীদ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য তারা প্রাণ দিয়েছে। এই শহীদদের "দুষ্কৃতকারী" আখ্যা দেওয়া চূড়ান্ত মিথ্যা। প্রকৃত দুষ্কৃতকারী তারাই, যারা বাংলা দেশের মানুষের ওপর নির্লজ্জ সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে।

বড়ই দুঃখের কথা, গত সপ্তাহে যে নৃশংস কাণ্ড ঘটে গেল, তা নিজে যাচাই করে দেখার জন্য প্রেসিডেনট একবার ঢাকায় আসতে পারলেন না। উনি বলেছেন, এই নাকি "সামান্যতম" অস্ত্রের ব্যবহার—তাতেই যদি হাজার হাজার মানুষ মরে, তাহলে "যথোপযুক্ত" ব্যবহার মানে কি দেশশুদ্ধ সবাইকে খতম করা? বাংলা দেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর অস্ত্রশক্তির এই নগ্ন অত্যাচারের প্রচণ্ড ধিক্কার জানাচ্ছি আমি।

বলা হয়েছে যে, জাতীয় পরিষদের স্থগিত রাখার হুকুম নাকি ভুল "বোঝাবুঝি" হয়েছে। আমি প্রেসিডেনটকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, পরিষদের একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের প্ররোচনাতেই কি এই বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই?

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং পশ্চিম দিকের অনেকগুলি ছোট ছোট দলের সদস্যদের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধেই কি এটা করা হয় নাই?

আমরা চেয়েছিলাম ১৫ ফেবরুয়ারি অধিবেশন বসুক। কিন্তু ঐ বিশেষ সংখ্যা লঘিষ্ঠ দলটি চেয়েছে মারচের প্রথম সপ্তাহে। ওনাদের ইচ্ছেটাই প্রাধান্য পেল, ৩ মারচ অধিবেশন ডাকা হলো। অথচ ওনারাই অধিবেশনে যোগ দিতে নারাজ হলেন। প্রথমে ওনারা অত্যন্ত আপত্তিকর ভাবে জানালেন যে, ঐ দলের সদস্যরা ঢাকায় এলে বিপদে পড়বেন এবং তাঁদের নাকি ফন্দি করে বন্দী করে রাখা হবে। তারপর তাঁরা বললেন, ঐ দল আসবেন। এ তো গেল। এর পর ভাব দেখালেন যে ও দলের সব সদস্য পদত্যাগ করবেন। পরেই আবার বললেন পদত্যাগ করবেন না। কিন্তু ও'দের বাদ দিয়ে জাতীয় পরিষদ বসলে ও'রা গণ আন্দোলন করবেন। এমনও হুমকি দিলেন যে পরিষদের অধিবেশনে যাঁরা যোগ দেবে, 'জনতা তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবে' আর জনতা যদি প্রতিশোধ না নেয়? তাহলে ঐ পারটির কর্মীরাই তাদের 'খতম' করবে।

এদিকে কিন্তু, আমাদের সংসদীয় দল ঢাকায় এসে জমায়েত হয়েছে এবং পশ্চিম খণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন দলের সদস্যরা এসে পৌঁছেছেন। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারও এসে গেছেন এবং নারী সদস্যাদের নির্বাচনের দিন নির্দিষ্ট হয়েছে ২ মারচ। অধিবেশন উদ্বোধন করার জন্য প্রেসিডেনটেরও ১ মারচ পৌঁছে যাবার কথা। ২৪ ফেবরুয়ারির বিবৃতিতে আমরা সংবিধান রচনা সম্পর্কে আমাদের মতবাদ স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছি। এমন কি আমরা এ কথাও আবার জানিয়ে দিয়েছি যে জাতীয় পরিষদের যে-কোনো সদস্য—পাকিস্তানের যে-কোনো অঞ্চলেরই হোক—এই ঐতিহাসিক দায়িত্বে মতামত দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করুন। ২৭ ফেবরুয়ারি আমরা বলেছি যে, অধিবেশন শুরু হবার আগে কেউ যদি কোনো একটি ব্যাপারেও যুক্তিসম্মত আপত্তি তোলেন, আমরা মেনে নেব। কিন্তু এ প্রস্তাবও যারা অগ্রাহ্য করলো, তাদের মনোভাবকে কি উদ্দেশ্যমূলক বলা যায় না?

১ মারচ হঠাৎ রেডিও বিবৃতিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতুবি রাখার কথা ঘোষণা করা হলো। এজন্য যুক্তি দেখানো হলো কি? না, "বোঝাবুঝির" জন্য আরও সময় দরকার। এ কথাও বলা হলো যে 'পূর্ব' ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক বৈষম্য দেখা দিয়েছে। এতে বাংলা দেশের লোক কি একথা মনে করতে পারে না যে একটি সংখ্যালঘু দলের প্ররোচনায় তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারে নির্লজ্জের মতন হস্তক্ষেপ করা হয়েছে? এই সংগে সংগে সামরিক বাহিনীর তৎপরতার ফলে এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়। এতেই বোঝা যায়, ওদিককার সংখ্যালঘু দলের কথা মতন না চললে এদিককার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে রাজনৈতিক সংঘর্ষের বদলে 'সামরিক সংঘর্ষের' মুখোমুখি হতে হবে।

২৪ ফেবরুয়ারির বিবৃতিতে আমরা সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, দেশে যখনই গণতান্ত্রিক হস্তান্তরের সম্ভাবনা দেখা যায়, তখনই ষড়যন্ত্রকারীরা তা বানচাল করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগে। পশ্চিমের শ্রেণী স্বার্থের ধ্বজাধারীরা সংখ্যায় ক্ষুদ্রের চেয়ে ক্ষুদ্র হয়েও বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি বাংলা দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ধ্বংস করে দেয়। পশ্চিমের নির্যাতিত সাধারণ মানুষের অধিকারও তারা দমন করে রাখে। ১৯৫৩ সালে পাঞ্জাবী শাসক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে বাঙালী প্রধানমন্ত্রীকে হঠে যেতে হয়। ১৯৫৪ সালে ঐ ষড়যন্ত্রকারীরাই বাংলা দেশের নির্বাচিত সরকার ভেংগে দেয়। ১৯৫৯ সালে যখন সাধারণ নির্বাচনের কথা হয়েছিল, তখনও পাঞ্জাবের স্বার্থ-সম্পন্ন লোভী গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করে রাখে। আজও তারা সেই খেলা খেলছে।

একটা সোজা কথা জানিয়ে দিতে চাই, রাজনৈতিক দলের সম্মেলন আমি কখনো চাইনি। আমি শুধু প্রেসিডেনটকে জানিয়েছিলাম, বাংলা দেশে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড চলছে, তিনি নিজে এসে সেটা দেখে যান। আমাদের এখানকার কার্যসূচী বন্ধ রেখে রাওয়ালপিনডিতে গিয়ে মিটিং করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তা ছাড়া, একথাও মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে সংবিধান সংক্রান্ত যে-কোনো আলোচনা সংসদেই করতে হবে, তার আগে গোপন আলোচনার কোনো মানে হয় না।

এত কথা বলতে হলো, শুধু এই অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য যে, আওয়ামী লীগ কখনো ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা সৃষ্টি করেনি। তা ছাড়া, যে দল সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ—তার পক্ষে এরকম বাধা সৃষ্টি করে কি কোনোলাভ হয়? দেশের জনসাধারণ এবং সারা পৃথিবী আজ স্পষ্টই জেনে গেছে যে, পশ্চিমের একটি মাত্র সংখ্যালঘু দল অনবরত বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রেসিডেনট ঐ সংখ্যালঘু দলের কাছে নতি স্বীকার করতেই তাঁর নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করলেন।

যে-কোনো সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই আজ একটা কথা প্রশ্ন তুলতে পারে : দেশের নিরস্ত্র জনসাধারণকে খুন করে সামরিক বাহিনী কি দেশের অখণ্ডতা, সমভ্রাতৃত্ব এবং নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখছে? না কি, তারাই এভাবে দেশের বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

নির্বাচন হয়ে যাবার পর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের থেকে বেশী আইনগত অধিকার আর কারুর নেই? কোনো ব্যক্তি-বিশেষই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চেয়ে বেশী ক্ষমতা দাবি করতে পারে না।

বাংলা দেশের মানুষের অবিসংবাদী প্রতিনিধি হিসেবে আমরা জোরের সংগে জানাতে চাই যে, আমরাই বাংলা দেশ চালনার ব্যাপারে একমাত্র আইনসংগত ক্ষমতাবান। বস্তুত, সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে গোটা দেশেরই ক্ষমতার অধিকারী আমরা। গত সাত দিনের ঘটনায় বোঝা যাবে যে, বাংলা দেশে সরকারের যে সমস্ত শাখা আমাদের আইনসংগত পরিচালক হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং আমাদের সব নির্দেশ নিয়েছে।

আজ, প্রেসিডেনট এবং ইশলামাবাদের সরকারের এই চরম সত্য বোঝা উচিত। বাংলা দেশের জনসাধারণ রায় দিয়েছে যে, নির্বাচিত প্রতিনিধদের ক্ষমতার ব্যাপারে কারুর বাধা সৃষ্টি করা আর সহ্য করা হবে না।

এর পর প্রস্তাব এসেছে, ২৫ মারচ অধিবেশন বসবার। আমরা বারবার বলেছি অধিবেশন যথাসম্ভব আগে শুরু করতে।

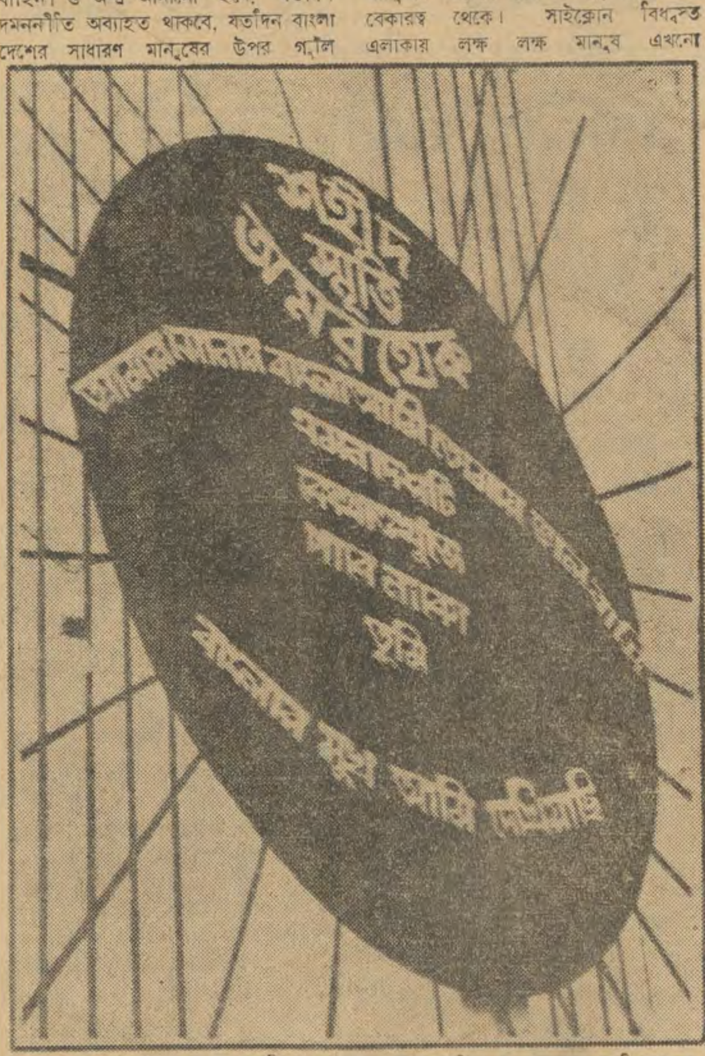

আজ দেশের অবস্থা অস্বাভাবিক এবং সাংঘাতিক। দেশে ত্রাশের রাজত্ব চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ নিহত হবার খবর আসছে, সব দিক থেকে ধ্বনি উঠেছে, গণহত্যা বন্ধ করতেই হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এবং পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সব মানুষেরই এই দাবি।

জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কি ত্রাশের রাজত্বের কাজে নতি স্বীকার করবেন। যতদিন সংঘর্ষ চলবে, যতদিন পশ্চিমাঞ্চল থেকে দলে দলে সেনাবাহিনী ও অস্ত্র আনানো হবে, যতদিন দমননীতি অব্যাহত থাকবে, যতদিন বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালনার খবর আসবে—ততদিন বাংলা দেশের প্রতিনিধিরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবার সথা ভাববে না। তারা কি বন্দুকের মুখে গণতান্ত্রিক অধিকার নিতে যাবে?

প্রেসিডেনট যদি সতিাই চান যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসুক, তা হলে এই ক'টি ব্যবস্থা তাঁকে অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে :

(১) সমস্ত সামরিক বাহিনীকে এক্ষুণি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ব্যারাকে।
(২) নাগরকদের ওপর গুলি চালনা বন্ধ করতে হবে। আর একটি গুলিরও আওয়াজ শোনা যাবে না।
(৩) সরকারি কাজে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ চলবে না। কোনো সরকারি কর্মচারীর ওপর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।
(৪) আইন-শৃঙ্খলার ভার নেবে পুলিশ ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনী। দরকার হলে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের সাহায্য করবে।
(৫) মারশাল কানুন অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।
(৬) নির্বাচিত প্রতিনিধদের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা দিতে হবে।

যদি সামরিক অত্যাচার চলে, আমাদের নিরস্ত্র মানুষ মারা যায়—তাহলে জাতীয় পরিষদ যে কার্যকর হবে না, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ রাখার দরকার নেই।

আমাদের দেশের মানুষ পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা আর শোষিত কলোনি হয়ে থাকবে না। তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। আমাদের পরিশ্রমী মানুষকে বাঁচাতে হবে দারিদ্র্য, রোগ এবং বেকারত্ব থেকে। সাইক্লোন বিধ্বস্ত এলাকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনো পুনর্বসতি পায়নি। ক্ষমতাশীল চক্র যদি এগুলো বানচাল করতে চায়, তাহলে আমাদের জনসাধারণ দীর্ঘস্থায়ী মুক্তির লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। আমরা এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং মুক্তি আমরা আনবোই। শত শত শহীদের রক্ত আমরা ব্যর্থ হতে দেবো না।

আমাদের সংগ্রামের প্রথম পর্ব শুরু হয়ে গেছে। এদেশের নির্ভীক মানুষ অসাধারণ সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় দিয়েছে। বুলেটকে তারা অগ্রাহ্য করেছে, কারফিউ অস্বীকার করেছে সংঘবদ্ধভাবে। অভিসন্ধি নিয়ে যে-সব কুৎসিত সমাজ-বিরোধী দুষ্টরা বাঙালী-অবাঙালী কিংবা বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিদের মধ্যে বিভেদ জাগাতে চেয়েছিল—জনসাধারণ এবং আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে। তাদের অভিনন্দন জানাই। আবার আমি সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই, বাংলা দেশে যারা আছে তারা সবাই বাঙালী—তাদের জীবন, সম্পত্তি এবং সম্মান আমরা রক্ষা করবোই। আমরা গর্বের সংগে বলতে পারি, আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা কাজে নামবার পর সেরকম কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেনি?

আমাদের এই সংগ্রাম চলবেই।

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি : ঢাকায় মুজিবরের বক্তৃতামঞ্চের কাছাকাছি একটি পোসটার।

মুজিবর চলেছেন। চারপাশে আওয়ামি লীগের স্বেচ্ছাসেবক।

'ফিরে যাও' 'ফিরে যাও'

—ইয়াহিয়া আজ শুধু এই শুনবেন

পাক রাজনীতির ভাষ্যকার

ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসছেন। নিঃসন্দেহে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া পূর্ববঙ্গে এসে তীব্র বিক্ষোভের সম্মুখীন হবেন। লক্ষ লক্ষ বাঙালী আওয়াজ তুলবেন—জল্লাদ ইয়াহিয়া ফিরে যাও। তাঁরা বলবেন : খুনী প্রেসিডেনটের সঙ্গে শেখ মুজিবুরের মোলাকাতের কোন প্রশ্নই ওঠে না। শেখ মুজিবুর রহমান বলবেন : আগে প্রেসিডেনট গণহত্যার কৈফিয়ৎ দিন, আগে তিনি আমাদের চার-দফা শর্ত মেনে নিন। তারপর তাঁর সঙ্গে কথা বলব কিনা সে কথা বিবেচনা করব। তবে জেনারেল ইয়াহিয়া যদি পূর্ব-পাকিস্তানে গত ক'দিনে যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, শেখ মুজিবুরের শর্তগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের একটা সমাধান খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যেই তিনি পূর্ববঙ্গে এসেছেন তবে আওয়ামী নেতা হয়ত বলবেন যে, তিনি তাঁর দলের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর মতামত জানাবেন।

আজ প্রেসিডেনটের পূর্ব পাকিস্তান সফর উপলক্ষে সামরিক বাহিনী যে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিচ্ছে তা পাকিস্তানের ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

ইতিমধ্যে ঢাকায় প্রবল জনরব : পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা ঢাকার "অবাধ্য" বিচারকদের বরখাস্ত করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জজ সাহেব আমদানী করবেন।

"বাংলাদেশের" সর্বত্র একথাও উঠেছে যে, প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া রাজনৈতিক অচল অবস্থা নিরসনের ছুতো দেখিয়ে পূর্বাঞ্চলে আসছেন, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য হ'ল পাকিস্তান আর্মির "সুপ্রীম কমাণ্ডার" হিসাবে পূর্ববঙ্গে গণ-আন্দোলনকে পিষে মারবার জন্য সর্বাত্মক জঙ্গী ব্যবস্থা নেবার প্রস্তুতি নিজে তদারক করতে।

স্কুইব
এবার এনেছে

ম্যাগনোমিন্ট
পিপারমেন্টের স্বাদগন্ধভরা, সমরূপ মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া
এক চুমুক খেয়ে দেখুন···কী চমৎকার স্বাদ—হ্যাঁ, পিপারমেন্টের গন্ধই ত' বটে! (খড়ি বা বালির মত বিস্বাদ নয়) বাচ্চারাও পছন্দ করবে এর তাজা, পিপারমেন্টের গন্ধ। আপনারো ভালো লাগবে। এক চামচ খান না··· কেমন মাখনের মত—সমরূপ, বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি হয় বলেই! ম্যাগনোমিন্ট নিরাপদ ও সুন্দর ভাবে কাজ করে। পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি নিশ্চিত আরাম।
ম্যাগনোমিন্ট নিন—কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্বল, পিত্তবিকার আর বুকজ্বালায় চটপট সুনিশ্চিত আরাম পাবেন।
ম্যাগনোমিন্ট
নির্ভরযোগ্য আরামদায়ক
SQUIBB
SARABHAI CHEMICALS
ই আর স্কুইব অ্যাণ্ড সন্স এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক যার কে পি পি এল লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী।
Shilpi-HPMA-40B 70 Ben

ভিভা
স্বাস্থ্যকর পানীয়, কাজ করে দু'ভাবে
সারাদিন দেয় শক্তি অফুরান...
সারারাত নিশ্চিন্ত বিশ্রাম

ভিভা খান—গরম বা ঠাণ্ডা যেমন চান—জলে বা দুধে মেশান। পুরো স্নেহপদার্থযুক্ত দুধে ভরপুর ভিভা'তে আছে মল্ট, গম আর প্রোটিন—যা শরীরের কোষ সতেজ করে, স্নায়ু শান্ত রাখে, পেশীগুলোকে আরাম দেয়। ভিভা সকালে খান—সারাদিন অফুরন্ত শক্তি পাবেন! আর শোবার সময় খেলে—সারারাত অঘোরে ঘুমান! ভিভা সহজপাচ্য খাবার—যাঁরা অসুস্থ বা অসুখ থেকে সদ্য উঠেছেন তাঁদের জন্যে বিশেষ উপযোগী।
স্বাদ অনেক ভালো—মেশে আরো শিগ্‌গীর!
ভারতে তৈরি করেছেন জগৎজীত ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড
একমাত্র বিক্রয় প্রতিনিধি হোম প্রোডাক্টস মার্কেটিং এজেন্সী
Shilpi J.I. 4A-71 Ben.

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার